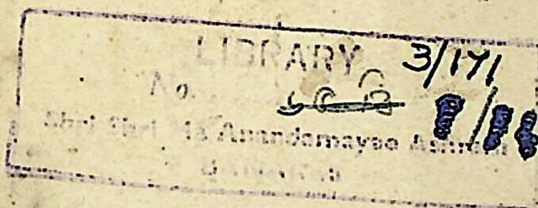
শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ গ্রন্থমালা ২৮

...খমনী



কিরণচাঁদ দরবেশ

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণমঠ গ্রন্থমালা—২৮

সুখমনী

মহাত্মা শ্রীগুরু অর্জ্জুনদেব বিরচিত

কিরণচাঁদ দরবেশ অনূদিত

বারাণসী

১৩৫১

প্রকাশক :

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠ, বারাণসী



মূল্য ১।০ টাকা

পুরুলিয়া ভারতী মুদ্রা যন্ত্রে
শ্রীঅন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত

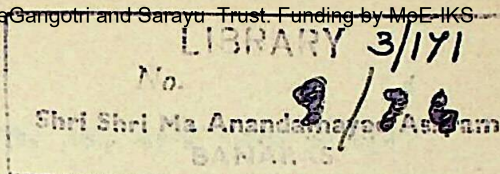
ওঁ

উৎসর্গ পত্র

জীবন-সায়াহ্নে আজি ওগো প্রাণারাম,
অন্তরে বাহিরে যেন স্ফুরে তব নাম।
তব কণ্ঠে সুখমনী করিয়া শ্রবণ,
যে মাধুর্য্য রসে চিত্ত হইত মগন,
আজি সেই রস পুন সিঞ্চিয়া এ মনে,
আমারে টানিয়া লহ তোমার চরণে।
সুখময় সুখমনী তোমারি বচন,
এ দীনের উপহার করহ গ্রহণ।

কার্ত্তিক সংক্রান্তি
১৩৫১
বারাণসী

দীন সন্তান
কিরণ



গুরু অর্জ্জুনদেব

সম্বৎ ১৫২৬ ইংরাজী ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসে রাস পূর্ণিমার দিন মহাত্মা নানক জন্ম গ্রহণ করেন। ৬৯ বৎসর বয়সে গুরু নানকের দেহত্যাগ হয়। তিনি যে উদার ও সুবিমল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অপূর্ব্ব। নানকজীর জীবন কথা জানিতে হইলে পাঠককে মৎ প্রণীত "জপজী" গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

দেহত্যাগের পূর্ব্বে গুরু নানক তদীয় শিষ্য অঙ্গদদেবকে দ্বিতীয় গুরুপদে বরণ করিয়া যান। এইরূপ ক্রমান্বয়ে দশজন পর্য্যন্ত গুরুপদে বরিত হইয়াছিলেন। এই দশজন গুরু সকলেই নানক উপাধী ধারণ করিতেন। ইঁহারা যে-সমস্ত গ্রন্থ বা দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ভণিতায় নিজেদের নাম না দিয়া "নানক" উপাধি উল্লেখ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদদেবের পর, যিনি তৃতীয় গুরু পদে বরিত হ'ন, তাঁহার নাম অমর দাস। চতুর্থ গুরুর নাম রামদাস পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনদেব এই "সুখমণি" গ্রন্থের রচয়িতা। ষষ্ঠ গুরু হরিগোবিন্দ ; সপ্তম গুরু হরিরাই ; অষ্টম গুরু হরিকৃষ্ণ ; নবম গুরু তেগ্ বাহাদুর ; দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ। ইনি সুবিমল গুরু মুখী ধর্ম্মে পাছে সঙ্কীর্ণ পৌরহিত্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, এইজন্য এই গুরু বরণ প্রথা তুলিয়া দেন।

চতুর্থ গুরু রামদাস উপযুক্ত বুঝিয়া তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র অর্জ্জুনদেবকে পঞ্চম গুরুপদে বরণ করেন। অর্জ্জুনদেবের জন্ম স্থান গোঁইদবাল গ্রামে। সম্বৎ ১৬২০ বৈশাখ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে (১৫ এপ্রিল ১৫৬৩ খৃঃ অঃ) অর্জ্জুনদেবের জন্ম হয়। সম্বৎ ১৬৩৬, ১৩ আষাঢ় তারিখে অর্জ্জুনদেবের শ্রীমতী গঙ্গা-দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। এই বিবাহ-লব্ধ সন্তান হরিগোবিন্দ পরে ষষ্ঠ গুরুপদে বরিত হইয়াছিলেন। সর্ব্ব গুণ সম্পন্ন দেখিয়া অর্জ্জুনদেব ১৬৩৮ সম্বতের ভাদ্র শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে পিতা কর্ত্তৃক গুরুপদে বরিত হন। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কনিষ্ঠকে গদি দান করায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীচন্দন অর্জ্জুনদেবের বিরোধী হইয়া উঠেন। পাছে দুই ভাই একত্র থাকিলে বিদ্বেষ বশত পৃথ্বীচন্দন অর্জ্জুনদেবের উপর কোন অত্যাচার করেন, এই ভয়ে গুরু রামদাস অমৃতসরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বড়ালিতে অর্জ্জুনদেবের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন।

শিখদিগের মধ্যে অর্জ্জুনদেব অনেক সুনিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। "আয়ের দশমাংশ গুরু সেবায় দান করিতে হইবে" এই নিয়ম অর্জ্জুনদেব কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। ১৬৪৫ সম্বতে অর্জ্জুনদেব অমৃতসরের প্রসিদ্ধ স্বর্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরে চতুর্ব্বর্ণের সমস্ত লোকই সমান ভাবে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন। অবিরাম চব্বিশঘণ্টা ভজন ও কীর্ত্তন হইতেছে: এরূপ মন্দির ভারতবর্ষে আর একটীও নাই! অমৃতসরের মন্দিরে গেলে নিতান্ত পাষণ্ডের

প্রাণও বিগলিত হয়। এই স্বর্ণ মন্দিরের মর্য্যাদা পৃথিবী ব্যাপী সর্ব্বত্র।

১৬৬১ সম্বতে অর্জ্জুনদেব "গ্রন্থ সাহিব" সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। গত চারিজন গুরুর বাণী ও নিজের রচিত সুখমণি ও অন্যান্য দোঁহা এবং কবীর, দাদু, গরীব দাস প্রভৃতির বাণী সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ সাহিবের পত্তন হয়। ইহার পর পরবর্ত্তী গুরুগণের দোঁহা একত্রিত হইয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ সাহিব আকারে পরিণত হইয়াছে।

একবার আকবর বাদশাহ সুবা গুরুদাসপুরে আগমন করেন। অর্জ্জুনদেবের বিরোধী লোকেরা আকবরের নিকট গিয়া অর্জ্জুনদেবের বিরুদ্ধে অনেক নিন্দা প্রচার করেন। আকবরকে বলেন যে অর্জ্জুনদেব হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিন্দা করিয়া এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শুনিয়া আকবর সাহেব ঐ গ্রন্থ শুনিবার জন্য অর্জ্জুনদেবের নিকট লোক প্রেরণ করেন। আকবর বাদশাহের হুকুম শুনিয়া অর্জ্জুনদেব তাঁহার এক শিষ্যের সঙ্গে ঐ গ্রন্থ বাদশাহের দরবারে পাঠাইয়া দেন।

গ্রন্থ লইয়া উপস্থিত হইলে বাদশাহ অর্জ্জুনদেবের প্রেরিত লোককে ঐ গ্রন্থ প্রথম খুলিয়া যে স্থান পাওয়া যাইবে, ঐস্থান হইতে পাঠ করিতে হুকুম দেন। প্রথমেই নিম্নলিখিত দোঁহা বাহির হইয়াছিল,—

কোই বলৈ রাম রাম কোই খুদাই ।
কোই সেবৈ গোসাঞিয়া কোই আলাই ॥
কারণ করণ করিম ।
কিরপা ধারী রহিম ॥
কোই হ্লাবৈ তারথি কোই হজ্ যাই ।
কোই করৈ পূজা কোই সিরু নিবাই ॥
কোই পঢ়ৈ বেদ কোই কতেব ।
কোই ওঢ়ৈ নীল কোই সুপেদ ॥
কোই কহই তুর্কু কোই কহই হিন্দু ।
কোই বাছৈ ভিস্তু কোই স্থরগিন্দু ॥
কহু নানক যিনি হুকমু পছানা ।
প্রভু সাহিবকা তিনি ভেহ্ জানা ॥

আকবর এই পাঠ শুনিয়া বড়ই খুসী হইলেন। তখন তিনি গ্রন্থের অন্য কোন পৃষ্ঠা বাহির করিয়া পাঠ করিতে বলিলেন। সেই স্থানেও ঐরূপ কথা শুনিতে পাইলেন। যে-যে স্থান আকবর শ্রবণ করিলেন, সব স্থানেই ঐরূপ অসাম্প্রদায়িক বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি পাঠককে বড়ই আদর করিয়া বিদায় দিলেন এবং স্বয়ং অর্জ্জুনদেবকে দর্শন করিবার জন্য অমৃতসরে পদার্পণ করিলেন। একান্ন আস্‌রিফ দিয়া তিনি অর্জ্জুনদেবকে দণ্ডবৎ করিলেন এবং কিছু সময় তাঁহার বাক্যালাপ শুনিয়া এতই সন্তুষ্ট হইলেন যে একটী জায়গীর গ্রহণ করার জন্য অর্জ্জুনদেবকে পুনঃপুন অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনদেবের ইচ্ছা হইলে এই সময়ে বাদ্‌শাহের নিকট হইতে অনেক কিছু আদায় করিতে পারিতেন। কিন্তু মহাত্মাদের চরিত্র ভিন্ন প্রকার। অর্থ ও যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। অর্জ্জুনদেব জায়গীর লইতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু বাদ্‌শাহ পুনঃপুন তাহাকে কিছু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে থাকায়, অর্জ্জুনদেব অবশেষে বলিলেন "এবার পাঞ্জাবে বর্ষা না হওয়ায় ফসল হয় নাই; দেশের লোকের বড়ই কষ্ট হইতেছে, যদি কিছু দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তবে এবৎসরের মত পাঞ্জাবের খাজনা মখুপ্‌ করুন।" বাদ্‌শাহ মহাত্মার অন্তত কিছু আদেশ পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন এবং সে বৎসরের মত পাঞ্জাব প্রদেশের রাজস্ব মাপ করিয়া দিলেন।

আকবর বাদ্‌শাহের মৃত্যুর পরে অত্যাচারী জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহ হইলেন। জাহাঙ্গীর প্রথম হইতেই শিখ্‌ ধর্ম্মের একান্ত বিরোধী ছিলেন। চারিদিকে গুরু অর্জ্জুনদেবের সুনাম শুনিয়া জাহাঙ্গীরের উহা ভাল লাগিল না। অর্জ্জুনদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীচন্দন গদী না পাইয়া সাধারণতই অর্জ্জুনদেবের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়াছিলেন। চণ্ডু সাহু নামে লাহোরে একজন বিচারক ছিলেন। তিনি অর্জ্জুনদেবের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু অর্জ্জুনদেব তাহা অস্বীকার করেন। এজন্য তিনি অপমানিত বোধ করিয়া অর্জ্জুনদেবের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হইয়াছিলেন। পৃথ্বীচন্দন

রাজধানীতে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হইলেন, এবং দুইজনে পরামর্শ করিয়া জাহাঙ্গীরের নিকটে অর্জ্জুনদেবের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলিয়া বাদশাহকে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। অর্জ্জুনদেব খস্রুর সঙ্গে যোগ দিয়া বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে বলায়, জাহাঙ্গীর ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি এক লক্ষ টাকা চাহিয়া অর্জ্জুনদেবের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। অর্জ্জুনদেব বলিলেন "তাহার নিকট যে অর্থ আছে, তাহা সমস্তই কাঙ্গাল দুঃখীর জন্য। রাজা বাদশার জন্য নহে।" লোকের মুখে এই কথা শুনিয়া জাহাঙ্গীর কয়েকজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া অর্জ্জুনদেবকে লাহোরে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে চণ্ডু সাহুর উপর অর্জ্জুনদেবের বিচারের ভার অর্পিত হইল। অর্জ্জুনদেব কারাগারে রহিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বাদশাহ কার্য্যবশত কাশ্মীর চলিয়া গেলেন। চণ্ডু সাহু বাদশাহের অনুপস্থিতিতে অর্জ্জুনদেবের উপর যে অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তাহা অমানুষিক। একটা কটরায় জ্বলন্ত কয়লা রাখিয়া, তাহার উপর একখানা লৌহময় আসন পাতিয়া অর্জ্জুনদেবকে বসাইয়া দেওয়া হইল। কোন কোন দিন বা সূর্য্যের প্রখর কিরণের মধ্যে উলঙ্গ করিয়া অর্জ্জুনদেবকে সারাদিন দাঁড় করিয়া রাখিয়া দিলেন। কোন দিন বা পা দুটী এক বৃক্ষ শাখার সঙ্গে বাঁধিয়া মস্তক ঝুলাইয়া হেঁট মুণ্ডে রাখিয়া দেওয়া হইল। কোন দিন বা ফুটন্ত জলের কড়াইয়ের মধ্যে অর্জ্জুনদেবকে বসাইয়া দেওয়া হইত। কোন

দিন বা উত্তপ্ত বালুকা লইয়া গুরুজীর সর্ব্ব শরীরে ছড়াইয়া দেওয়া হইত। একটীও বাক্য প্রয়োগ না করিয়া নীরবে অর্জ্জুনদেব এই সব অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহ এই সব সহ্য করিতে পারিল না। ১৬৬৩ সম্বতে জ্যৈষ্ঠ শুক্লা চতুর্থী তিথিতে, ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ৩০ মে তারিখে লাহোরের রাভি নদীর তীরে অর্জ্জুনদেব দেহত্যাগ করিলেন। তিনি ২৪ বৎসর ৯ মাস অমৃতসরের গদীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার বয়স ৪৩ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হরিগোবিন্দ ষষ্ঠ গুরুপদে বরিত হন।

সুখমণি ব্যতীত অর্জ্জুনদেব বিরচিত আরও অনেক দোঁহা গ্রন্থ সাহিবে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সুখমণির মত এত লালিত্য পূর্ণ মনোহর গ্রন্থ, গ্রন্থসাহিবের মধ্যে খুব কমই দেখা যায়। সুখমণি শব্দের অর্থ যাহা পাঠ করিলে সুষুম্না নাড়ীতে অর্থাৎ সত্ত্ব গুণে চিত্ত অবস্থান করে। ভগবদ্ ভক্তের সুখজনক এমন গ্রন্থ দুর্লভ। আমরা আজ বাঙ্গালী পাঠকগণকে এই গ্রন্থ উপহার দিতে পারিয়া নিজকে ধন্য মনে করিতেছি। প্রতি ছত্রের অনুবাদ আমরা প্রতি ছত্রেই দিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে আমাদের যে ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, আশাকরি সুধী পাঠকগণ আমাকে সেজন্য ক্ষমা করিবেন।

১৩২৪ সালের ২২শে ভাদ্র তারিখে সুখমণির কবিতা অনুবাদ আমি প্রথম আরম্ভ করি। এই এতদিন পরে জীবনের

সায়াহ্ন কালে এই অনুবাদ শেষ করিতে পারিলাম দেখিয়া শ্রীশ্রীগুরুজীর চরণে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই অনুবাদে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তী শেষের দিক্‌টায় আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এজন্য তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইতেছি।

কিরণচাঁদ দরবেশ

সুখমনী

প্রথম অধ্যায়

আদি গুরয়ে নমহ।
যুগাদি গুরয়ে নমহ।
সতি গুরয়ে নমহ।
শ্রীগুরু দেবয়ে নমহ।
সুখমনী সুখ অমৃতপ্রভ নাম।
ভগত জনাকৈ মন বিশ্রাম॥

আদি দেবদেব শ্রীগুরু চরণে
করিগো নমস্কার ;
যুগে যুগে যিনি প্রকট ভুবনে,
সেজনে নমস্কার ;
সদ্‌গুরু রূপে যে বিহরে ভবে
তাঁহারে নমস্কার ;
শ্রীগুরুর চারুপদ-পল্লবে
অশেষ নমস্কার।
এই সুখমনী চির সুখ-খণি
অমৃত প্রভুর নাম ;
ভক্তজনের মানস কুটীরে
শান্তির বিশ্রাম॥

১

সিমরউ সিমর সিমর সুখ পাবউ।
কল কলেশ তনমাহি মিটাবউ॥
সিমরউ যাস বিস্থংভর একৈ।
নাম জপত অগণত অনেকৈ॥
বেদ পুরাণ সিমৃত সুধাকর।
কিনে রাম নাম ইক আখর॥
কিনকা এক যিস জীয় বসাবৈ।
তাকি মহিমা গণি ন আবৈ॥
কাংখী একৈ দরশ তুহারো।
নানক উন সংগি মহি উধারো॥

স্মরণ কররে তারে পাবে বহু সুখ,
এই দেহে মিটে যাবে কলির যে দুখ।
স্মরণ কররে সেই এক বিশ্বম্ভর,
অগণিত নাম জপ কর নিরন্তর।
সুধার আকর স্মৃতি বেদ ও পুরাণা,
রাম নামে একাক্ষরে সব যায় কেনা।
হেন নাম যাঁর হৃদে কণা বাস করে,
তাঁহার মহিমা বল কে গণিতে পারে?
ক্ষণমাত্র দরশন যাচি আমি তাঁর,
নানক সে সাধু সঙ্গে মাগিছে উদ্ধার॥

২

প্রভকৈ সিমরন গরভি ন বসৈ।
প্রভকৈ সিমরন তুখ যম নশৈ॥
প্রভকৈ সিমরন কাল পরহরৈ।
প্রভকৈ সিমরন তুসমন টরৈ॥
প্রভ সিমরত কছু বিঘন ন লাগৈ।
প্রভকৈ সিমরন অনদিন জাগৈ॥
প্রভকৈ সিমরন ভউ ন বিয়াপৈ।
প্রভকৈ সিমরন তুখ ন সংতাপৈ॥
প্রভকৈ সিমরন সাধকৈ সংগি।
সরব নিধান নানক হরি রংগি॥

প্রভুর স্মরণে ঘুচে যায় গর্ভবাস,
প্রভুর স্মরণে যম জ্বালা হয় নাশ।
প্রভুর স্মরণে হয় মৃত্যু বিমোচন,
প্রভুর স্মরণে শত্রু করে পলায়ন।
প্রভুর স্মরণে বিঘ্ন থাকে নাকো আর,
প্রভুর স্মরণে ঘুচে নিদ্রার বিকার।
প্রভুর স্মরণে ভয় আসিতে না পারে,
প্রভুর স্মরণে তুখ সন্তাপিতে নারে।
সাধু সঙ্গে সাধ হয় প্রভুকে স্মরিতে,
সর্ব্ব সমাধান, যাঁর রতি শ্রীহরিতে॥

৩

প্রভকৈ সিমরণ রিধি সিধি নউ নিধি।
প্রভকৈ সিমরন জ্ঞান ধ্যান তত বুদ্ধি॥
প্রভকৈ সিমরন জপ তপ পূজা।
প্রভকৈ সিমরন বিনশৈ দুজা॥
প্রভকৈ সিমরন তীরথ ইস্‌নানি।
প্রভকৈ সিমরন দরগহি মানী॥
প্রভকৈ সিমরন হোয় সুভলা।
প্রভকৈ সিমরন সুফল ফলা॥
সে সিমরহি যে আপ সিমরায়।
নানক তাকৈ লাগউ পায়॥

প্রভুর স্মরণে নব নিধি ঋদ্ধি সিদ্ধি,
প্রভুর স্মরণে হয় ধ্যান জ্ঞান বুদ্ধি।
প্রভুর স্মরণ পূজা তপ জপ সার,
প্রভুর স্মরণে নাশে দ্বিত্বের বিকার।
প্রভুর স্মরণ ফল শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান,
প্রভুর স্মরণে মান দেন ভগবান।
প্রভুর স্মরণে শুভ অশেষ মঙ্গল,
প্রভুর স্মরণে সর্ব্ব কার্য্যেতে সুফল।
সে পারে স্মরিতে, যারে করান স্মরণ,
নানক ধরিয়া থাক সাধুর চরণ॥

৪

প্রভকা সিমরন সভতে উচা।
প্রভকৈ সিমরন উধরে মূচা॥
প্রভকৈ সিমরন ত্রিষণা বুঝৈ।
প্রভকৈ সিমরন সভ কিছু সুঝৈ॥
প্রভকৈ সিমরন নাহি যম ত্রাশা।
প্রভকৈ সিমরন পূরণ আশা॥
প্রভকৈ সিমরন মনকি মল যায়।
অমৃত নাম রিদ মাহি সমায়॥
প্রভজী বসহি সাধকি রসনা।
নানক জনকা দাসন দসনা॥

প্রভুর স্মরণ শ্রেষ্ঠ সকলের সার,
প্রভুর স্মরণে বহু জীবের উদ্ধার।
প্রভুর স্মরণে মিটে বাসনার তৃষা,
প্রভুর স্মরণে সর্ব্ব কাজে হয় দিশা।
প্রভুর স্মরণে নাহি থাকে যম ভয়,
প্রভুর স্মরণে সর্ব্ব আশা পূর্ণ হয়।
প্রভুর স্মরণে মনে মলা দূরে যায়,
অমৃত নামের স্পর্শে হৃদয় জুড়ায়।
সাধুর রসনা মাঝে প্রভুর আগার,
নানক দাসানুদাস সে সাধুজনার॥

৫

প্রভকউ সিমরহি সে ধনবন্তে।
প্রভকউ সিমরহি সে পতিবন্তে॥
প্রভকউ সিমরহি সে জন পরবান।
প্রভকউ সিমরহি সে পুরুষ প্রধান॥
প্রভকউ সিমরহি সে বেমুহতাজে।
প্রভকউ সিমরহি সে সরবকে রাজে॥
প্রভকউ সিমরহি সে সুখবাসী।
প্রভকউ সিমরহি সদা অবিনাশী॥
সিমরন তে লাগে জিন আপ দয়ালা।
নানক জনকি মংগৈ রবালা॥

প্রভুকে যে মনে রাখে সেই ধনপতি,
প্রভু যার মনে সেই পতিব্রতা সতী।
প্রভুকে যে মনে রাখে সেই ভাগ্যবান,
প্রভু যার মনে সেই পুরুষ প্রধান।
প্রভুর স্মরণে যায় অভাবের সাজা,
প্রভু যার মনে সেই সকলের রাজা।
প্রভু যার মনে সেই সুখে করে বাস,
প্রভু যার মনে তার নাহিকো বিনাশ।
আপনি দয়াল যারে করান স্মরণ,
নানক ধরিয়া থাক সে সাধু চরণ॥

৬

প্রভকউ সিমরহি সে পর উপকারী।
প্রভকউ সিমরহি তিন সদ বলিহারী॥
প্রভকউ সিমরহি সে মুখ সুহাবৈ।
প্রভকউ সিমরহি তিন সুখ বিহাবৈ॥
প্রভকউ সিমরহি তিন আতম জীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন নিরমল রীতা।
প্রভকউ সিমরহি তিন অনদ ঘনেরে।
প্রভকউ সিমরহি বসহি হরি নেরে॥
সংত কিরপা তে অনদিন জাগ।
নানক সিমরন পূরে ভাগ॥

প্রভু যার মনে সেই পর উপকারী,
প্রভু যার মনে তাঁরে যাই বলিহারী।
প্রভুর স্মরণে হয় বদন উজালা,
প্রভুর স্মরণে সুখে কাটে সারাবেলা।
প্রভু যার মনে সেই করে আত্মজয়,
প্রভুর স্মরণে রীতি সুনির্ম্মল হয়।
প্রভুর স্মরণে ঘন আনন্দ উথলে,
প্রভুর স্মরণে বাস হরি পদতলে।
সাধুর কৃপায় সদা জাগো অনুক্ষণ,
নানক, অনেক ভাগ্যে শ্রীহরি স্মরণ॥

৭

প্রভকৈ সিমরন কারয পূরে।
প্রভকৈ সিমরন কবহু ন ঝুরে॥
প্রভকৈ সিমরন হরিগুণ বাণী।
প্রভকৈ সিমরন সহজা সমানী॥
প্রভকৈ সিমরন নিহচল আসন।
প্রভকৈ সিমরন কমল বিগাসন॥
প্রভকৈ সিমরন অনহদ ঝুনকার।
সুখ প্রভ সিমরন কা অন্ত ন পার॥
সিমরহি সে জন যিন কউ প্রভ মায়া।
নানক, তিন জন শরণী পয়া॥

প্রভুর স্মরণে হয় কার্য্যের সফল,
প্রভুর স্মরণে ঘুচে নয়নের জল।
প্রভুর স্মরণে রতি হরিগুণ গানে,
প্রভুর স্মরণে চিত্ত শান্ত সমজ্ঞানে।
প্রভুর স্মরণে হয় আসন নিশ্চল,
প্রভুর স্মরণে ফুটে হৃদয় কমল।
প্রভুর স্মরণে বাজে অনাহত নাদ,
প্রভুর স্মরণে সুখ অনন্ত অগাধ।
স্মরণ করেন তিনি যিনি প্রভুময়,
নানক, হয়েছ ধন্য পেয়েছ আশ্রয়॥

৮

হরি সিমরন করি ভগত প্রকটায়।
হরি সিমরন লগ বেদ উপায়॥
হরি সিমরন ভয়ে সিধ যতি দাতে।
হরি সিমরন নীচ চহু কুঁট জাতে॥
হরি সিমরন ধারী সভ ধরনা।
সিমর সিমর হরি কারণ করনা॥
হরি সিমরন কিয়ো সগল অকারা।
হরি সিমরন মহি আপ নিরংকারা॥
কর কিরপা যিস আপ বুঝায়া।
নানক গুরুমুখ হরি সিমরন তিন পায়া॥

শ্রীহরি স্মরণে হয় ভক্তের প্রকাশ,
শ্রীহরি স্মরণে হয় বেদের বিকাশ।
শ্রীহরি স্মরণে হয় দাতা সিদ্ধ যতি,
শ্রীহরি স্মরণে খ্যাতি লভে নিম্ন জাতি।
শ্রীহরি স্মরণ করি সব হয় জানা,
স্মররে স্মররে হরি কারণ-করণা।
শ্রীহরি স্মরণে সৃষ্টি সাজে নব সাজে,
শ্রীহরি স্মরণে হরি আপনি বিরাজে।
কৃপা করি যারে হরি বুঝান আপনে,
নানক, শ্রীগুরুবলে স্থিত সে চরণে॥

সুখমনী

দ্বিতীয় অধ্যায়

দীন দরদ দুঃখ ভংজনা ঘট ঘট নাথ অনাথ।
শরণ তুমারী আয়ো নানক কে প্রভ সাথ॥
হে দীন-দরদী, দুখ-ভঞ্জন,
তুমি নাথ অনাথের!
এস হে চরণে লইনু শরণ,
ওহে প্রভু নানকের॥

১

যহ মাত পিতা সুত মিত ন ভাই।
মন উহা নাম তেরৈ সঙ্গ সহাই॥
যহ মহা ভয়ান দূত যম দলৈ।
তহ কেবল নাম সংগ তেরৈ চলৈ॥
যহ মুসকল হোবৈ অতি ভারি।
হরিকো নাম খিন মাহি উধারি॥
অনিক পুনহ চরণ করত নহি তরৈ।
হরিকো নাম কোট পাপ পরহরৈ॥

গুরু মুখ নাম জপহুঁ মন মেরে।
নানক পাবহুঁ সুখ ঘনেরে॥

পিতা মাতা পুত্র মিত্র ভাই নাই য থা
ওরে মন, শুধু নাম সহায় রে তথা।
ভীষণ যমের দূত যেখানে দলিবে,
একমাত্র নাম তোর সঙ্গে তথা যাবে।
বিষম বিপদ যবে ঘটিবে তোমার,
মুহূর্ত্তে শ্রীহরি নামে পাইবে উদ্ধার।
বহু পুণ্য অনুষ্ঠানে মানুষ না তরে,
হরিনামে কোটী পাপ হরণ যে করে।
গুরু মুখে শ্রুত নাম জপ ওরে মন,
নানক, অনন্ত সুখ নামের স্মরণ॥

২

সগল সৃষ্টিকো রাজা দুঃখীয়া।
হরিকা নাম জপত হোয় সুখীয়া॥
লাখ করোরী বংধন পরৈ।
হরিকা নাম জপত নিসতরৈ॥
অনিক মায়া রংগ তিষ ন বুঝাবৈ।
হরিকা নাম জপত আঘাবৈ॥
যহ মারগ ইহু যাত ইকেলা।
তহ হরিকা নাম সংগ হোত সুহেলা॥

ঐসা নাম মন সদা ধিয়াইঐ।
নানক গুরু মুখ পরম গতি পাইঐ ॥

পৃথিবীর অধিপতি তবু কত দুখী,
যে জপে শ্রীহরিনাম সেই মাত্র সুখী।
লক্ষকোটি বাসনার যা' কিছু বন্ধন,
নিমেষে শ্রীনাম জপে হয় বিমোচন।
মায়ার খেলায় মাতি তৃষ্ণা নাহি যায়,
শ্রীহরির নাম জপে সকল পালায়।
আরে ভাই, যেই পথে একা যেতে হবে,
সে পথের সাথী শুধু হরিনাম রবে।
হেন সুমধুর নাম ধ্যান কর মন,
নানক, পরম গতি শ্রীগুরু চরণ ॥

৩

ছুটত নহি কোট লখ বাহী।
নাম জপত তহ পার পরাহী ॥
অনিক বিঘন যহঁ আয় সংঘারৈ।
হরি কা নাম তৎকাল উধারৈ ॥
অনিক যোন জনমৈ মরি যাম।
নাম জপত পাবৈ বিশরাম ॥
হউ মৈলা মল কবহু ন খোবৈ।
হরি কা নাম কোটি পাপ খোবৈ ॥

ঐসা নাম জপহু মন রঙ্গ ।
নানক পাইঐ সাধকৈ সঙ্গ ॥

লক্ষকোটি সৈন্য নারে করিতে উদ্ধার,
সকল বিপদে নাম জপে হয় পার।
সংহার মূরতি ধরি বহু বিঘ্ন আসে,
হরিনাম সব বিঘ্ন নাশে অনায়াসে।
বহু যোনি ভ্রমি জীব জন্মে আর মরে,
হরিনাম জপে শান্তি লভে চিরতরে।
অহঙ্কার-মলা যার কিছুতে না যায়,
হরিনামে তার কোটি পাতক ধোয়ায়।
আনন্দে জপরে নাম ওরে মূঢ় মন,
নানক, পেয়েছ সঙ্গ কি ভয় এখন ॥

৪

যিহ মারগ কে গনি যাহি ন কোশা।
হরিকা নাম উহ সঙ্গ তোষা ॥
যিহ পৈড়ে মহা অন্ধ গুবারা।
হরিকা নাম সঙ্গ উজীয়ারা ॥
যহ পংথ তেরা কো ন সিয়ান্থ।
হরিকা নাম তহ নাল পছান্থ ॥
যহ মহা ভয়ান তপত বহু ঘাম।
তহ হরি কে নাম কি তুম উপর ছাম ॥

যহা তৃষা মন তুঝ আকরখৈ।
তহ নানক হরি হরি অমৃত বরখৈ॥

যে পথে দূরত্ব নাহি মেলে গণনায়,
হরিনাম সেই পথে সাথে সাথে যায়।
যে পথে বিরাজে শুধু ঘন অন্ধকার,
হরিনাম সেই পথে আলোক তোমার।
যে পথে নাই রে কেহ আপনার জন,
হরিনাম সেই পথে একান্ত আপন।
যে পথে নিদাঘ-তাপে তপ্ত হয় কায়া,
হরিনাম সেই পথে সুশীতল ছায়া।
হরি-পিপাসায় যার মন উচাটন,
নানক, অমৃত সেথা হয় বরিষণ॥

৫

ভকত জনাকি বরতন নাম।
সংত জনাকৈ মন বিশ্রাম॥
হরিকা নাম দাস কি ওঠ।
হরিকৈ নাম উধরৈ জন কোট॥
হরি যশ করত সংত দিন রাত।
হরি হরি ঔষধ সাধ কমাত॥
হরি জনকৈ হরি নাম নিধান।
পারব্রহ্ম জন কীনো দান॥

মন তন রঙ্গ রতে রঙ্গ এঁকৈ।
নানক জন কৈ বিরত বিবেকৈ॥

ভক্তের জীবিকা নাম সহায় সম্বল,
সাধুর মনের শান্তি নামই কেবল।
দাসের আশ্রয় শুধু হরিনাম সার,
হরিনামে কোটি জীব পায় গো নিস্তার।
সাধুগণ দিবানিশি হরিনাম গায়,
হরিনাম মহৌষধি নিরন্তর চায়।
হরির জনের হরিনামই নিদান,
পরব্রহ্ম নিজ জনে নাম করে দান।
তনু-মন নামানন্দে মগ্ন যদি রয়,
বিবেক-বৈরাগ্য সেই, এ নানক কয়॥

৬

হরিকা নাম জন কউ মুকত যুগত।
হরিকৈ নাম জন কউ তৃপ্তি ভুগত॥
হরি কা নাম জনকা রূপ রঙ্গ।
হরিনাম জপত কব পরৈ ন ভঙ্গ॥
হরিকা নাম জনকী বড়িয়াই।
হরি কৈ নাম জন শোভা পাই॥
হরি কা নাম জন কউ ভোগ যোগ।
হরিনাম জপত কছু নাহি বিয়োগ॥

জন রাতা হরি নামকি সেবা।
নানক পূজৈ হরি হরি দেবা॥

মানবের মুক্তি আর যুক্তি হরিনাম,
হরিনামে চিরতৃপ্তি ভোগের বিশ্রাম।
রূপ আর রঙ্গ শুধু হরি হরি রব,
হরিনাম জপে ক্লেশ নহেতো সম্ভব।
হরির জনের কাছে নামের বড়াই,
হরির জনের শোভা হরিনাম ভাই।
হরির জনের কাছে তুল্য যোগ ভোগ,
হরিনাম জপে ঘুচে অভাবের রোগ।
হরিজন হরিনাম সেবায় নিরত,
নানক, শ্রীহরিপূজা কররে সতত॥

৭

হরি হরিজন কৈ মাল খজীনা।
হরি ধন জন কউ আপ প্রভ দীনা॥
হরি হরিজন কৈ ওঠ সতানী।
হরি প্রতাপ জন অবর ন জানী॥
ওত পোত জন হরি রস রাতে।
শুংন সমাধ নাম রস মাতে॥
আঠ পহর জন হরি হরি জপৈ।
হরিকা ভগত প্রগট্ নহি ছপৈ॥

হরিকী ভগত মুকত বহু করৈ।
নানক জন সংগ কেতে তরৈ॥

হরির জনের হরি ধন ও সম্পদ,
আপনি দয়াল প্রভু দিয়াছেন পদ।
হরির জনের হরি নাম ও আশ্রয়,
হরির প্রতাপ ছাড়া কিছু নাহি হয়।
হরিজন হরিরসে সদা ওতপ্রোত,
বাহ্যজ্ঞান শূন্য, নাম সমাধিতে রত।
নামজপে মগ্ন অষ্টপ্রহর যে জন,
ভক্ত সে, প্রকাশ হয়, রহেনা গোপন।
হরিভক্ত বহুজনে মুক্তি করে দান,
হরিজন সঙ্গে হবে নানকের ত্রাণ॥

৮

পারজাত ইহু হরিকা নাম।
কামধেন হরি হরিগুণ গান॥
সভতে উত্তম হরিকী কথা।
নাম শুনত দরদ দুখলথা॥
নামকি মহিমা সংত হৃদ বসৈ।
সংত প্রতাপ দুরত সভ নশৈ॥
সংতকা সঙ্গ বড় ভাগী পাইঐ।
সংতকা সেবা নাম ধিয়াইঐ॥

নাম তুল কছু অবর ন হোয় ।
নানক গুরমুখ নাম পাবৈ জন কোয় ॥

নন্দনের পারিজাত শ্রীহরির নাম,
স্বরগের কামধেনু হরিগুণ গান ।
সব চেয়ে সুউত্তম শ্রীহরির কথা,
নামের শ্রবণে ঘুচে' যায় দুখ-ব্যথা ।
সাধুর হৃদয়ে ঝুরে নামের মহিমা,
সাধুর প্রতাপে যায় পাপের কালিমা ।
বড় ভাগ্যে সাধুসঙ্গ পায় কোনো জন,
সাধুসঙ্গে হরিনাম হয়রে স্মরণ ।
কহিছে নানক, নাই নামের সমান,
গুরুদত্ত নাম পায় কোনো ভাগ্যবান ॥

সুখমনী

তৃতীয় অধ্যায়

বহু শাসত্র বহু সিমৃতি পেখ সরব ঢং ঢোল,
পূজসি নহী হরি হরে নানক নাম অমোল ॥

পাতি পাতি করি খুঁজিয়াছি বহু
শাস্ত্র স্মৃতির বোঝা ;
অমূল নামের তুলনা নাহিরে,
বুঝেছে নানক সোজা ॥

১

জপ তপ জ্ঞান সভ ধ্যান ।
ষট্ শাস্ত্র সিমৃত বখ্যান ॥
যোগ অভয়াস কর্ম্ম ধর্ম্ম কিরিয়া ।
সগল তিয়াগি বন মধে ফিরিয়া ॥
অনিক প্রকার কীয়ে বহু যতনা ।
পুংন দান হোম বহু রতনা ॥
শরীর কটায় হোমৈ কর রাতী ।
বরত নেম করৈ বহু ভাতী ॥

নাহি তুল রাম নাম বিচার।
নানক গুরমুখ নাম জপীয়ৈ ইকবার ॥

যত কিছু জপ তপ জ্ঞান আর ধ্যান,
ষড় দর্শনের তত্ত্ব স্মৃতির ব্যাখ্যান,
ধর্ম্ম কর্ম্ম ক্রিয়া আর যোগের অভ্যাস,
সকল ছাড়িয়া করা বনেতে নিবাস,
প্রাণান্তে প্রয়াস আর অনেক যতন,
পুণ্য হোম যজ্ঞ দান বহু রত্ন ধন,
খণ্ড খণ্ড করি অঙ্গ হোমেতে আহুতি,
বহু প্রকারের ব্রত নিয়মের রীতি,
রাম নাম সনে কিছু হয় না বিচার,
রে নানক, গুরুদত্ত নাম কর সার ॥

২

নবখণ্ড পৃথিবী ফিরৈ চিরজীবৈ।
মহা উদাস তপীসর থীবৈ ॥
অগনি মাহি হোমত প্রাণ।
কনিক অশ্ব হৈবর ভূমি দান ॥
নৌলী কর্ম্ম করৈ বহু আসন।
জৈন মারগ সংযম অতি সাধন ॥

নিমষ নিমষ করি শরীর কটাবৈ।
তৌভি হৈমৈ মৈলু ন যাবৈ ॥
হরিকে নাম সমসারি কছু নাহি।
নানক গুরুমুখি নাম জপত গতি পাহি ॥

সুদীর্ঘ জীবন কাটে পৃথিবী ভ্রমিয়া,
উদাসী তপস্বী হয় কঠোর সাধিয়া,
হোম করে নিজ দেহ করি খান খান,
স্বর্ণ অশ্ব হস্তি ভূমি যদি করে দান,
যোগ-ক্রিয়াছলে শিখে অংসখ্য আসন,
জৈন মার্গে করে যদি সংযম সাধন,
তিলে তিলে নিজ দেহ করে যদি চুর,
অহঙ্কার- মলা তবু হয়নাকো দূর।
আর কিছু নাই ভবে নামের সমান,
নানক জপরে নাম—পাবে পরিত্রাণ ॥

৩

মনকাম ন তীরথ দেহ ছুটৈ।
গর্ব্ব গুমান ন মনতে হুটৈ ॥
শৌচ করৈ দিনসু অরু রাতি।
মনকি মৈলু ন তনতে যাতি ॥

ইস্থু দেহী কৌ বহু সাধনা করৈ।
মনতে কবহু ন বিখ্যা টরৈ ॥
জল ধোবৈ বহু দেহ অনীতি।
শুধ কহা হোই কাচী ভতি ॥
মন হরিকে নামকি মহিমা উচ।
নানক নাম উধরে পতিত বহু মুচ ॥

বহু তীর্থ ভ্রমি নহে বাসনার শেষ,
গর্ব্ব অহঙ্কার কিছু নাহি যায় লেশ ;
শৌচাচার যদি তুমি কর নিশিদিন,
ঘুচিবেনা ঘুচিবেনা মনের মলিন।
দেহটা লইয়া সাধো অনেক সাধনা,
মনের বিষয় তৃষ্ণা তা'তে তো যাবেনা ;
শরীর ধুইলে জলে দুর্নীতি না যায়,
কাঁচা ইটে মজবুত গাঁথনি কোথায় ;
নাম মহিমায় শুধু মন উচ্চ হয়,
নানক, পতিত-নীচ নামে উদ্ধারয় ॥

৪

বহুত-সিয়াণপ যমকা ভৌ ব্যাপৈ।
অনিক যতন করি তৃষ্ণা ন ধ্রাপৈ ॥

ভেখ অনেক অগনি নহি বুঝৈ।
কোটি উপাব দরগহ নহি সিঝৈ॥
মোহি বিয়াপহি মায়া জাল।
ছুটসি নাহি উভ পয়াল॥
অবর করতুতি সগলি যম ডানৈ।
গোবিংদ ভজন বিন তিল নহি মানৈ॥
হরিকা নাম জপত দুখ যাই।
নানক বোলৈ সহজ শুভাই॥

যতই চতুর হও যম-ভয় আছে,
যতই যতন কর তৃষ্ণা নাহি ঘুচে ;
মনাগুন নিভিবেনা নানা ভেক ধরি,
দরবারে যাইতে না হবে অধিকারী ;
মোহ আর মায়া-জালে ঘেরা চারিধার,
কিছুতে নাহিরে মুক্তি আসা যাওয়া সার।
সর্ব্বকালে পিছে যম দণ্ড হাতে যায়,
গোবিন্দ ভজন বিনা না দেখি উপায়।
হরিনাম জপে ঘুচে সকল বেদনা,
নানক, সহজ শুভ নামের সাধনা॥

৫

চার পদারথ যে কো মাংগৈ।
সাধ জনকি সেবা লাগৈ॥

যে কো অপনা দুখ মিটাবৈ।
হরি হরি নাম রিদৈ সদ গাবৈ॥
যে কো অপনি শোভা লোরৈ।
সাধ সঙ্গ ইহু হউ মৈ ছোরৈ॥
যে কো জনম মরণ তে ডরৈ।
সাধ জনা কি শরণ পরৈ॥
যিস জন কউ প্রভ দরশ পিয়াসা।
নানক তাকৈ বলি বলি যাসা॥

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এ চারি যে চায়,
সে থাকুক রত সদা সাধুর সেবায়।
যে চায় আপন দুঃখ করিবারে দূর,
হিয়ায় বাজুক তার হরিনাম সুর।
আপনার শোভা যার দেখিবারে মন,
সাধু সঙ্গে অহঙ্কার দিক্ বিসর্জ্জন।
জনম-মরণ ভয় জাগে যার মনে,
সে যেন শরণ লয় সাধুর চরণে।
প্রভু দরশন লাগি পিয়াস যাহার
রে নানক, বলিহারী যাই আমি তার॥

৬

সকল পুরুষ মহি পুরুষ প্রধান।
সাধ সংগ যাকা মিটৈ অভিমান॥

আপনকউ যো জানৈ নীচা।
সউ গণিয়ৈ সভতে উচা ॥
যাকা মন হোয় সগল কি রীনা।
হরি হরি নাম তিন ঘটি ঘটি চীনা ॥
মন অপনেতে বুরা মিটানা।
পেখৈ সগল স্বষ্টি সাজনা ॥
সুখ দুঃখ জন সম দৃষ্টেতা।
নানক পাপ পুংন নহি লেপা ॥

সকলের মাঝে সেই পুরুষ প্রধান,
সাধুসঙ্গে ঘুচিয়াছে যার অভিমান।
আপনাকে নীচু বলি যার আছে জানা,
সকলের উচ্চ স্থানে তাহার ঠিকানা।
সকলের পদরেনু হয়ে থাকে যেই,
ঘটে ঘটে শ্রীহরির রূপ দেখে সেই।
মনের বিকার যার মিটে যায় মনে,
সর্ব্বভূত মাঝে সেই দেখে নিজ জনে।
সুখে আর দুঃখে দৃষ্টি সমান যাহার,
রে নানক, পাপ পুণ্য দুই তুল্য তার ॥

৭

নিরধন কউ ধন তেরি নাউ।
নিথাবে কউ নাউ তেরি থাউ ॥

নিমানে কউ প্রভ তেরি মান ।
সগল ঘটা কউ দেবহু দান ॥
করন করাবনহার স্বামী ।
সগল ঘটাকে অংতরযামী ॥
আপনি গতি মিতি জানহু আপে ।
আপন সংগি আপি প্রভ রাতে ।
তুমরি উস্‌তুতি তুমতে হোয় ।
নানক অবর ন জানসি কোয় ॥

প্রভু হে, তোমার নাম নির্ধনের ধন,
তব নাম গৃহ, জানে গৃহহীন জন ।
অমানির একমাত্র তুমিই তো মান,
দাতা শিরোমণি কর সর্ব্ব জীবে দান ।
সকল সৃষ্টির তুমি কারণ—কারণ
সর্ব্ব ঘটে বিরাজিত অন্তর্যামী-ধন ।
তোমার কর্ম্মের গতি শুধু জান তুমি,
আপন আনন্দে মগ্ন রহ দিন-যামী ।
তব স্তুতি তুমি ছাড়া কে জানিবে আর,
রে নানক, সে মহিমা অগম্য অপার ॥

৮

সরব ধর্ম্ম মহি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ।
হরি কো নাম জপি নির্মল কর্ম ॥

সগল ক্রিয়া মহি উতম কিরিয়া।
সাধ সংগ তুর্মতি মল হিরিয়া॥
সগল উদম মহি উদম ভলা।
হরিকা নাম জপহু জীয় সদা॥
সগল বাণী মহি অমৃত বাণী।
হরি কো যশ শুন রসন বখানী॥
সগল থান তে ওহু উতম থান।
নানক যিহ ঘট বসৈ হরি নাম॥

সকল ধর্ম্মের মাঝে ধরম উজ্জল,
শ্রীহরির নাম জপ কর্ম্ম নিরমল।
এই তো উত্তম ক্রিয়া সর্ব্ব ক্রিয়া মাঝে,
দুর্ম্মতির মলা যায় সন্তের সমাজে।
উদ্যম চেষ্টার মাঝে সেই বলিহারী,
যে উদ্যমে জপে মন সদা হরিহরি।
সেই তো অমৃত বাণী সর্ব্ব বাক্য মাঝে,
হরি যশ গান যার রসনায় লাজে।
সর্ব্ব স্থান হতে সেই সুউত্তম স্থান,
রে নানক, যে হৃদয়ে হরি বর্ত্তমান।

সুখমনী

চতুর্থঅধ্যায়

নিরগুনিয়ার ইয়ানিয়া, সো প্রভু সদা সমালি ।
যিন কিয়া, তিস্ চিতি রখ, নানক নিবহি নালি ॥

ওরে গুনহীন মূর্খ নানক,
প্রভুকে রাখিও মনে :
যাঁর গড়া তনু, মরণে যে সাথী,
চিতে ধর সেই জনে ॥

১

রমইয়া কে গুণ চেত পরাণী ।
কবন মূল তে কবন দ্রিষ্টানী ॥
যিন তুঁ সাজি সবার সীগারিয়া ।
গরভ অগন মহি যিনহি উবারিয়া ॥
বার বিবস্থা তুঝহি পিয়ারৈ দুধ ।
ভরি জীবন ভোজন সুখ সুধ ॥
বিরধ ভয়া উপর সাক সৈন ।
মুখ অপিয়াউ বৈঠকউ দৈন ॥

ইহ নিরগুণ গুণ কছু ন বুঝৈ ;
বখস লেহু তউ নানক সীঝৈ ॥

হৃদয়-রমণ-গুণ গান কর প্রাণ,
সকলের মূল তিনি, কী তার বাখান ?
যে তোরে সৃজিল দিয়া শোভার সম্ভার,
গর্ভবাস-অগ্নিদাহে করিল উদ্ধার ;
শৈশবে মায়ের বুকে স্বাদু দুগ্ধ-ধারা,
আহার-বিহার সুখ এ জীবন ভরা ;
বৃদ্ধকালে স্বজনের সঙ্গ দান যাঁর,
যাঁর বলে বসে' কর নিশ্চিন্তে আহার ।
হে প্রভু, নির্গুণ জন না জানে মহিমা,
নানক হইবে সিদ্ধ যদি কর ক্ষমা ॥

২

যিহ প্রসাদী ধর উপর সুখ বসহি ।
সুত ভ্রাত মিত বনিতা সংগি হসহি ॥
যিহ প্রসাদী পিবহি শীতল জলা ।
সুখদাই পবন পাবক অমূলা ॥
যিহ প্রসাদী ভোগহি সব রসা ।
সগল সমগ্রী সংগী সাথ বসা ॥

দিনে হসত পাব করণ নেত্র রসনা।
তিসহি তিয়াগ অবর সংগি রচনা॥
ঐসে দোষ মূঢ় অন্ধ বিয়াপে।
নানক কাঢ় লেহু প্রভু আপে॥

যাঁহার প্রসাদে সুখে বিশ্বে কর বাস,
মিত্র-ভ্রাতা-পত্নি-পুত্রে হাস্য পরিহাস ;
যাঁহার দয়ার দান সুশীতল জল,
সুখদ পবন আর অমূল্য অনল ;
সর্ব্ব রস উপভোগ যাঁহার প্রসাদে,
সকল সামগ্রী সহ বসতি আহ্লাদে ;
হস্ত পদ কর্ণ নেত্র রসনা যে দিল,
তাঁর সঙ্গ ঠেলি আনে মানস মজিল।
ওহে প্রভু মূঢ় আমি—ঘেরা অন্ধকার,
নানকে টানিয়া লহ চরণে তোমার॥

৩

আদি অন্ত যো রাখন হার।
তিস্ সিউ প্রীতি ন করৈ গবার॥
যাকি সেবা নবনিধি পাবৈ।
তাসিউ মূঢ়া মন নহি লাবৈ॥

যো ঠাকুর সদ সদা হজুরে।
তাকউ অন্ধা জানত দূরে ॥
যাকি টহলে পাবৈ দরগহ মান।
তিসহি বিসারৈ মুগধ অজান ॥
সদা সদা এহু ভুলনহার।
নানক রাখনহার অপার ॥

আদি অন্তে যেই কান্ত রক্ষা করে নিতি,
ওরে মূর্খ তাঁর সঙ্গে না করিলি প্রীতি;
নব রত্ন লাভ হয় যাঁহার সেবায়,
মূঢ় মন তাঁর পানে কেন নাহি ধায়!
সদা সঙ্গে সঙ্গে রহে যে তোর ঠাকুর,
ওরে অন্ধ, তুমি তাঁরে মনে ভাবো দূর।
যাঁহারে পাইলে বাড়ে দরবারে মান,
তাঁহারে রয়েছো ভুলি রে মুগ্ধ অজ্ঞান!
নিশিদিন লেগে আছে এ ভুলের ঘোর,
নানক, এবার রক্ষা সুদুষ্কর তোর ॥

৪

রতন তিয়াগি কৌড়ি সংগি রচৈ।
সাচ ছোড় ঝুট সংগি মচৈ ॥

যো ছোড়না সু অসথির কর মানৈ।
যো হোবন সো দূর পরাণৈ ॥
ছোড় যায় তিস্‌কা শ্রম করৈ।
সংগি সহাই তিস্ পরহরৈ ॥
চংদন লেপ উতারৈ ধোয়।
গরধব প্রীতি ভষম সংগ হোয় ॥
অন্ধ কূপ মহি পতিত বিকরাল।
নানক কাঢ় লেহু প্রভ দয়াল ॥

রত্ন ত্যাগ করি তোর কড়ি নিয়ে খেলা,
সত্য ছাড়ি ওরে মন, মিথ্যা সঙ্গে মেলা।
অনিত্য যে, তারে ভাবি সার নিত্য ধন,
ঠেলিয়া ফেলেছ দূরে সত্য যে রতন।
যা' রবেনা, শ্রম কর তাহারি লাগিয়া,
যে যাইবে সঙ্গে, তাঁরে গিয়েছ ভুলিয়া।
চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ,—ধুইয়াছ তাই,
রে গর্দ্দভ, সারা অঙ্গে মাখিয়াছ ছাই।
অন্ধকূপে পড়ে' রলি ওরে রে কাঙ্গাল,
নানকে উদ্ধার কর হে প্রভু দয়াল!

৫

করতুতি পশুকি মানয জাতি।
লোক পচারা করৈ দিন রাতি ॥

বাহর ভেখ অন্তর মল্ মায়া।
ছপসি নাহি কছু করৈ ছপয়া॥
বাহর জ্ঞান ধ্যান ইস্নান।
অন্তর বিয়াপৈ লোভ সুআন॥
অন্তর অগনি বাহবি তন সুযাহ।
গল্ পাথর কৈসে তরে অথাহ॥
জাকৈ অন্তর বসৈ প্রভু আপি।
নানক তেজন সহজি সমাতি॥

জাতিতে মানুষ, কার্য্য পশুর মতন,
এই সাজে চরাচরে করিছ ভ্রমণ।
বাহিরে ভেকের ঘটা অন্তরেতে মল,
কি উপায়ে কালো দাগ্ ঢাকিবিরে বল।
বাহিরেতে জ্ঞান-ধ্যান ত্রিসন্ধ্যায় স্নান,
লোভের কুকুর প্রাণে জিহ্বা লেলিহান।
অন্তর-আগুন কি রে ভস্মে ঢাকা রবে?
গলায় পাথর বাঁধি সাগর তরিবে?
রে নানক, যার প্রাণে প্রভু প্রকাশিত,
কেবল সহজ ধ্যানে মগ্ন তার চিত॥

৬

শুন অন্ধা কৈসে মারগ পাবৈ।
কর গাহি লেহ ওড় নিবহাবৈ॥

কহা বুঝারত বুঝৈ ডোরা।
নিশি কহিয়ৈ তউ সমঝৈ ভোরা॥
কহা বিষণ পদ গাবৈ গুংগ।
যতন করৈ তেউভি সুর ভংগ॥
কহ পিংগল পরবত পর ভবন।
নহি হোত উয়া উস্ গবন॥
করতার করুণা মৈ দীন বেনতি করৈ
নানক তুমারি কিরপা তরৈ॥

অন্ধ কিসে পাবে পথ শুধু শুনি কানে?
হাত ধরে' লও তারে পথ-মাঝখানে।
বধির বুঝিতে নারে কোনো ফের-ঘোর,
যদি বল নিশি এলো, সে ভাবিবে ভোর।
গোঙ্গায় গাহিতে নারে বিষ্ণু-গুণ গান,
শত যত্নে ভাঙ্গা সুর হবেনা সমান।
পঙ্গুর পর্ব্বত-পরে যদি হয় ঘর,
লঙ্ঘিতে পারেনা গিরি ভাবিয়া ফাঁফর।
করুণার ধাতা, শুন দীনের মিনতি,
যদি দয়া কর, হয় নানকের গতি॥

৭

সংগি সহাই সু আবৈ ন চিতি।
যো বৈরাই তাসিউ প্রীতি॥

বলুয়া কে গৃহ ভিতর বসৈ।
অনদ কেলি মায়া রংগি রসৈ॥
দৃঢ় করি মানৈ মনহি প্রতীতি।
কাল ন আবৈ মূঢ়ে চীতি॥
বৈর বিরোধ কাম ক্রোধ মোহ।
ঝুট বিকার মহা লোভ ধ্রোহ॥
ইয়াহু জুগতি বিহানে কই জনম।
নানক রাখ লেহু আপন কর করম॥

যে জন সহায়—সঙ্গী তাঁরে নাই মনে,
যে আমার মহাশত্রু প্রীতি তার সনে।
বালি দিয়া ঘর বেঁধে নিশ্চিন্তে বসতি,
অনুদিন খেলা-ধূলা রঙ্গ-রসে মাতি।
মায়ার বিষম ধাঁধা সত্য মনে হয়,
মূঢ় চিত্তে তিলেক না আসে যম ভয়।
বৈরতা বিরোধ কাম ক্রোধ মোহ আর,
মিথ্যা কুটিলতা লোভ মনের বিকার,
জন্ম জন্ম যাওয়া আসা এই পণ্য নিয়া,
নানকে বাঁচাও প্রভু দয়া বিতরিয়া॥

৮

তূঁ ঠাকুর তুম পহি অরদাস।
জীউ পিংড সভ তেরি বাস॥

তুম মাত পিতা হম বারিক তেরে।
তুমরি কৃপা মহি সুখ ঘনেরে ॥
কোয় ন জানৈ তুমরা অন্ত।
উচ তে উচা ভগবন্ত ॥
সগল সামগ্রী তুমরে সূত্রধারী।
তুমতে হোয় সু আজ্ঞাকারী ॥
তুমরি গতি মিতি তুমহি জানি।
নানক দাস সদা কুরবাণী ॥

হে ঠাকুর, শ্রীচরণে এই নিবেদন—
সকলি তোমার,—এই দেহ-চিত্ত-মন।
তুমি পিতা-মাতা, আমি সন্তান তোমার,
তোমারি করুণা শুধু আনন্দ আমার।
কেহ তো পায়না অন্ত,—অনন্ত মহান্,
উচ্চ হতে অতি উচ্চ তুমি ভগবান!
ব্রহ্মাণ্ড শৃঙ্খলে বাঁধা, তুমি সূত্রধারী,
যা' কিছু নয়নে হেরি সব আজ্ঞাকারী;
তব গতি-মতি প্রভু, তুমি জান খালি,
চরণে নানক দাস দেয় আত্মবলি ॥

সুখমনী

পঞ্চম অধ্যায়

দৈনহার প্রভু ছাড়িকৈ লাগহি আন সুয়ায় ।
নানক কহুন সিঝই, বিন নাবৈ পতি যায় ॥

দৈন্যহারী সে প্রভুকে ছাড়িয়া
আনে চিত মজে যার,
কহিছে নানক, পতিত সে-জন
সিদ্ধি মিলেনা তার ।

১

দশবস্তু লে পাছে পাবৈ ।
এক বস্তু কারণ বিখোট গবাবৈ ॥
এক ভি ন দেয় দশ ভি হির লেয় ।
তউ মূঢ়া কহু কহা করেয় ॥
যিস ঠাকুর সিউ নাহি চারা ।
তাকউ কিজৈ সদ নমস্কারা ॥
যাকৈ মন লাগা প্রভু মিঠা ।
সরব সুখ তাহু মন বুটা ॥
যিস জন আপনা হুকুম মনায়া ।
সব থোক নানক তিন পায়া ॥

দশবিধ বস্তু তুমি পেলে তাঁর কাছে,
কেবল বিশ্বাস-বস্তু অভাব যে আছে ;
সে এক অভাবে তোর আর দশ যায়,
ওরে মূঢ়, ইহার কি করিবি উপায় ?
যে ঠাকুর বিনে আর নাই কোনো গতি,
সদাকাল কর তাঁরে দণ্ডবৎ-নতি।
মনে যার লাগিয়াছে প্রভু সুমধুর,
সে অন্তরে শান্তি-সুখ বিরাজে প্রচুর ;
যে জন হুকুমে চলে না করি বিচার,
রে নানক, সর্ব্ব বস্তু সুলভ তাহার ॥

২

অগনত সাহু অপনি দে রাস।
খাত পিত বরতৈ অনদ উলাস ॥
আপনি অমান কছু বহুর সাহু লেয়।
অজ্ঞানী মন রোষ করেয় ॥
অপনি প্রতীত আপহি খোবৈ।
বহুর উস্‌কা বিশ্বাস ন হোবৈ ॥
জিনকি বস্তু তিস আগৈ রাখৈ।
প্রভু কি আজ্ঞা মানৈ মাথৈ ॥

উস্‌তে চৌগুন করৈ নিহাল।
নানক সাহিব সদা দয়াল॥

অনন্ত ভাণ্ডারী করে সদা বিতরণ,
খাও-পর তাঁর, আছ আনন্দে মগন ;
কিন্তু যদি কভু কিছু চাহে প্রতিদান,
অমনি তোমার ক্রোধ হয় রে অজ্ঞান।
মনের বিশ্বাস তাই করে পলায়ন,
ফিরিয়া আসেনা আর কিছুতে কখন।
যাঁর বস্তু সঁপি তাঁরে দাও ওরে মন,
প্রভু আজ্ঞা শির পাতি লহ অনুক্ষণ।
কৃতার্থ হইবে—পাবে চতুর্গুণ তার,
নানক, দয়াল বড় ঠাকুর তোমার॥

৩

অনিক ভাতি মায়াকে হেতু।
সরপর হোবত জান অনেত॥
বৃক্ষ কি ছায়া সিউরংগ লাবৈ।
ওহ বিনসৈ ওহ মন পছুতাবৈ॥
যো দিসৈ সো চালনহার।
লপট রহিও তহ অন্ধ আন্ধার॥

বটাউ সিউ যো লাবৈ নেহ।
তাকউ হাথি ন আবৈ কেহ॥
মন হরিকে নামকি প্রীত সুখদাই।
কর কিরপা নানক আপ লএ লাই॥

মায়ার বস্তুতে এত যতন তোমার,
কিছুই রবেনা ওরে, অনিত্য সংসার।
বৃক্ষের যে ছায়া পেয়ে আনন্দে মগন,
সে ছায়া লুকাবে যবে ঠকিবে তখন।
যা-কিছু নয়নে হের, স্থায়ী নয়— নয়.
অন্ধ এই অন্ধকারে সদা পড়ে রয়।
দু'দিনের পথসঙ্গী সনে তোর প্রীত,
কী পাইবি তার কাছে, কিসে হবে হিত!
হরিনামে প্রীতি চির সুখের নিদান,
নানকে করুণা করি কর প্রেম দান॥

৪

মিথিয়া তন ধন কুটংব সবায়া।
মিথিয়া হউমৈ মমতা মায়া॥
মিথিয়া রাজ জীবন ধন মাল।
মিথিয়া কাম ক্রোধ বিকরাল॥

মিথিয়া রথ হস্তী অশ্ব বস্ত্রা।
মিথিয়া রংগ সংগ মায়া পেখ হস্তা ॥
মিথিয়া ধ্রোহ মোহ অভিমান।
মিথিয়া আপস উপর করত্ত গুমান ॥
অস্থির ভগত সাধকি শরন।
নানক জপ জপ জীবৈ হরিকে চরণ ॥

মিথ্যা তোর দেহ ধন কুটুম্ব স্বজন,
মিথ্যা অহঙ্কার মায়া মমতা রে মন !
মিথ্যা রাজ্য বিত্ত ধন যৌবন তোমার,
মিথ্যা ওরে, মিথ্যা কাম-ক্রোধের বিকার।
মিথ্যা রথ হস্তী অশ্ব, মিথ্য এ বসন,
মিথ্যা মায়া রঙ্গ সঙ্গ হাস্য দরশন।
মিথ্যা দ্রোহ মিথ্যা মোহ মিথ্যা অভিমান,
মিথ্যা তোর মনে মনে যা কিছু গুমান।
নানক কহিছে, সত্য সাধুর শরণ,
ওরে জীব, জপ জপ হরির চরণ ॥

৫

মিথিয়া শ্রবণ পরনিংদা শুনহি।
মিথিয়া হস্ত পর দরব কউ হিরহি ॥

মিথিয়া নেত্র পেখত পর ত্রিয় রূপাদ।
মিথিয়া রসনা ভোজন অনস্বাদ ॥
মিথিয়া চরণ পর বিকারকউ ধাবহি।
মিথিয়া মন পর লোভ লুভাবহি ॥
মিথিয়া তন নহি পর উপকারা।
মিথিয়া বাস লেত বিকারা ॥
বিন বুঝে মিথিয়া সভ ভএ।
সফল দেহ নানক হরি হরি নাম লএ ॥

পরনিন্দা শুনে যদি, মিথ্যা সে শ্রবণ,
মিথ্যা সেই হস্ত, যদি হরে পরধন।
নেত্র মিথ্যা পরনারী যদি দরশন,
মিথ্যা সে রসনা, যদি আস্বাদে ভোজন।
পর-অপকারে ধায়, মিথ্যা সে চরণ
পরবস্তু লোভে মুগ্ধ, মিথ্যা সেই মন।
মিথ্যা দেহ, যদি নহে পর উপকার,
মিথ্যা গৃহ, যদি রহে এ সব বিকার।
যে না-বুঝে কিছু, তার সকলি বিফল,
রে নানক, হরিনামে জনম সফল ॥

৬

বিরথি শাকত কি আরজা।
সাচ বিনা কহ হোবত সুচা॥
বিরথা নাম বিনা তন অন্ধ।
মুখ আবত তাকৈ দুর্গংধ॥
বিন সিমরণ দিন রৈণ বৃথা বিহায়।
মেঘ বিনা যিউ খেতি যায়॥
গোবিংদ ভজন বিন বৃথে সব কাম।
যিউ কিরপন কে নিরারথ দাম॥
ধংন ধংন তে জন যিহ ঘট বসিও হরি নাউ।
নানক তাকৈ বলি বলি যাউ॥

শাক্ত-তান্ত্রিকের চেষ্টা বিফল রে সব,
সত্য বিনা শুচি হওয়া নহে তো সম্ভব।
অন্ধ তোর তনু, যদি নাম নাহি জপে,
মুখের দুর্গন্ধ ওরে, কি সে বা ঘুচিবে!
না স্মরিয়া তাঁকে বৃথা রাত্রিদিন যায়,
বর্ষণ বিহনে ক্ষেত্র যেমন শুকায়।
গোবিন্দ ভজন বিনা বৃথা কার্য্য সব,
নিরর্থক কৃপণের যা' কিছু বৈভব।

ধন্য সেই জন যার হৃদে বসে হরি,
রে নানক, তারে মুই যাই বলিহারী ॥

৭

রহত অবর কছু, অবর কমাবত ।
মন নহি প্রীত মুখহুঁ গংড লাবত ॥
জাননহার প্রভু পরবীন ।
বাহর ভেখ ন কাহু ভীন ॥
অবর উপদেশৈ আপন করৈ ।
আবত যাবত জনমৈ মরৈ ॥
যিনকৈ অন্তর বসৈ নিরংকার ।
তিসকি শিখ তরৈ সংসার ॥
যো তুম ভানে তিনে প্রভ যাতা ।
নানক উন জন চরণ পরাতা ॥

কত বস্তু আছে, তবু আকাঙ্ক্ষা বিভোল,
প্রেমশূন্য-প্রাণ, মুখে ভালবাসা বোল ।
প্রভু যে প্রবীণ মোর, সব তাঁর দেখা,
ভেকের ঘটায় কিছু রবেনা তো ঢাকা ।
পরে দেয় উপদেশ, নিজে নাহি করে,
আসে যায় বারম্বার জন্মে আর মরে ।

নিরঙ্কার সে পুরুষ অন্তরে যাহার,
তাহার শিক্ষায় শুধু তরে এ সংসার।
প্রভুইকে জানয়ে সে, সেই ভালবাসে,
রে নানক, পড়ে' রহ তার পদপাশে ॥

৮

করউ বেনতি পারব্রহ্ম সভ জানৈ।
অপনা কিয়া আপহি মানৈ ॥
আপহি আপ, আপি করতা নিবেরা।
কিসৈ দূর জনাবত, কিসৈ বুঝাবত নেরা।
উপাব সিয়ানপ সগলতে রহত।
সভ কছু জানৈ আতম কি রহত ॥
যিস ভাবৈ তিস লয়ে লড় লায়।
থান থনন্তর রহিয়া সমায় ॥
সো সেবক যিস কিরপাকরি।
নিমখ নিমখ জপ নানক হরি ॥

সর্ব্বজ্ঞ পরমব্রহ্ম, স্তুতি কর মন,
তাঁহারি রচিত বিধি সে করে পালন।
আপনা-আপনি তিনি কর্ত্তা সর্ব্বঘটে,
কেহ জানে বহুদূরে—কেহ সন্নিকটে।

ধূর্ত্ততা বা কূটবুদ্ধি কিছু নাহি তার,
আত্মার মনন যাহা সেই জানে সার।
যারে খুসি তারে তিনি লয়েন টানিয়া,
রয়েছেন সর্ব্বস্থানে প্রবেশ করিয়া।
তাঁহার করুণা যারে সেই তো সেবক,
নিমেষে নিমেষে হরি জপ রে নানক॥

সুখমনী

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাম ক্রোধ অরু লোভ মোহ
বিনশ যাই অহংমেব।
নানক প্রভু শরণাগতী কর
প্রসাদ্ গুরুদেব॥
রে নানক, গুরুকৃপাবলে যেই
প্রভুর শরণাগত,
কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহমিকা
সদা তার পদানত॥

১

যিহ প্রসাদী ছত্তীহ অমৃত খাহি।
তিস ঠাকুর কো রখ মন মাহি॥
যিহ প্রসাদ সুগংধত তন লাবহি।
তিসকৌ সিমরত পরমগতি পাবহি॥
যিহ প্রসাদি বসহি সুখ মংদর।
তিসহি ধিয়াই সদা মন অংদর॥

যিহ প্রসাদি গৃহ সংগি সুখ বসনা।
আঠ পহর সিমরহু তিস্ু রসনা॥
যিহ প্রসাদি রংগ রস ভোগ।
নানক সদা ধ্যাইয়ৈ ধ্যাবন যোগ॥

যাঁহার প্রসাদে খাও ছত্রিশ ব্যাঞ্জন,
সদা মনে রাখ তাঁর অভয় চরণ।
সুন্দর শরীর ধর যাঁহার বিধানে,
লভিবে পরম গতি তাঁহার ধেয়ানে।
যাঁহার প্রসাদে বাস সুখের ভবনে,
চিত্তের অন্দরে তাঁরে ধ্যান কর মনে।
যাঁহার প্রসাদে এত সুখ-সংগঠন,
রসনায় কর অষ্ট প্রহর স্মরণ।
যাঁহার প্রসাদে এত রঙ্গ-রস ভোগ,
ধ্যান--যোগ্য তাঁর সনে নানকের যোগ॥

২

যিহ প্রসাদি পাট পটংবর হডাবহি।
তিসহি ত্যাগি কত অবর লুভাবহি॥
যিহ প্রসাদি সুখ শেষ সেইজৈ।
মন আট পহর তাকা যশ গাবিজৈ॥

যিহ প্রসাদি তুঝ সব কোউ মানৈ।
মূখি তাকো যশ রসন বখানৈ॥
যিহ প্রসাদি তেরো রহতা ধর্ম।
মন সদা ধ্যায় কেবল পারব্রহ্ম॥
প্রভুজি জপত দরগহ মান পাবহি।
নানক পতিসেতী ঘর যাবহি॥

যাঁহার প্রসাদে পট্টাম্বর পরিধানে,
তাঁহারে ছাড়িয়া কেন লোভ কর আনে!
যাঁহার প্রসাদে সুখ শয্যায় শয়ন,
অষ্টম প্রহর তাঁহার যশ গাহ মন।
যাঁহার প্রসাদে তোর সমাজে সম্মান,
বদনে-জিহ্বায় তাঁর যশ করো গান।
যাঁহার প্রসাদে তোর স্থায়ী রহে ধর্ম্ম,
ওরে মন, ধ্যান করো সেই পরব্রহ্ম।
প্রভু-নাম জপি মান পাবে তাঁর দ্বারে,
নানক সতীর মতো চলো পতি ঘরে॥

৩

যিহ প্রসাদি অরোগ কংচন দেহী।
লিব লাবহু তিস্থু রাম সনেহী॥

যিহ প্রসাদি তেরা ওলা রহত।
মন সুখ পাবহি হরি যশ কহত॥
যিহ প্রসাদি তেরে সগল ছিদ্র ঢাকে।
মন সরণী পর ঠাকুর প্রভু তাকে॥
যিস্ প্রসাদী তুঝ কো ন পঁহুচে।
মন শ্বাসি শ্বাসি সিমরহু প্রভু উচে॥
যিহ প্রসাদি পাই দুর্লভ দেহ।
নানক তাকি ভগতি করেহ॥

রোগহীন স্বর্ণ কান্তি যাঁহার প্রসাদে,
বন্ধু সে শ্রীরাম, ধরো হৃদয়ের ফাঁদে।
যাঁহার প্রসাদে তোর সর্ব্ব সুরক্ষণ,
সেই হরি-যশগানে সুখী হও মন।
যাঁহার প্রসাদে তোর সব দোষ ঢাকে,
সেই তো ঠাকুর প্রভু, স্মর মন তাঁকে।
যাঁহার প্রসাদে কিছু স্পর্শে না তোমায়,
শ্বাসে শ্বাসে স্মর সেই প্রভু—মহিমায়।
যাঁহার প্রসাদে পেলে এ দেহ দুর্লভ,
রে নানক, ভক্তি ভরে করো তাঁর স্তব॥

৪

যিহ প্রসাদি আভূষণ পহিরিজৈ।
মন তিসু সিমরত ক্যোঁ আলস কিজৈ ॥
যিহ প্রসাদি অশ্ব হস্তী অসবারী।
মন তিস্ প্রভুকৌ কবহুঁন বিসারী ॥
যিন প্রসাদি বাগ মিলখ ধনা।
রাখু পরোহা প্রভু অপনে মনা ॥
যিন তেরি মন বনত বনাই।
উঠত বৈঠত সদা তিসহি ধিয়াই ॥
তিসহি ধিয়াই যো একু অলক্ষৈ।
ইহ উহ নানক তেরি রক্ষৈ ॥

যাঁহার প্রসাদে পরো বসন-ভূষণ,
নিরলসে তাঁরে মন কররে স্মরণ।
যাঁহার প্রসাদে তোর হাতী ঘোড়া যান,
সে হেন প্রভুকে যেন ভুলিও না প্রাণ।
বিষয়, বাগান, ধন, যাঁহার প্রসাদে,
সে হেন প্রভুকে বাঁধো হৃদয়ের ফাঁদে।
পলে পলে যিনি করে মনের গঠন,
উঠিতে বসিতে তাঁর ধ্যান কর মন।

রে নানক, এক লক্ষ্যে ধ্যান করো তাঁর,
ইহ-পরকালে যিনি করেন উদ্ধার ॥

৫

যিহ প্রসাদি করহি পুণ্য বহু দান।
মন আঠ পহর করি তিস্‌কা ধ্যান ॥
যিহ প্রসাদি তূঁ আচার ব্যোহারী।
তিস্ প্রভুকৌ শ্বাসি শ্বাসি চিতারী ॥
যিহ প্রসাদি তেরা সুন্দর রূপ।
সো প্রভু সিমরহু সদা অনূপ ॥
যিহ প্রসাদি তেরি নীকী জাতি।
সো প্রভু সিমরহু সদা দিন রাতি ॥
যিহ প্রসাদি তেরি পতি রহৈ।
গুরু প্রসাদি নানক যশ কহৈ ॥

যাঁহার প্রসাদে তুমি দান পুণ্য করো,
এ অষ্টপ্রহর মন, তাঁর ধ্যান ধরো।
সদাচারী রীতিশীল যাঁহার প্রসাদে,
প্রতি শ্বাসে-শ্বাসে তাঁরে স্মর নির্ব্বিবাদে।
যাঁহার প্রসাদে মন, সৌন্দর্য্য তোমার,
অনুপম সেই প্রভু, স্মর বারম্বার।

যাঁহার প্রসাদে তুমি সু-উত্তম জাতি,
সে প্রভুকে অবিরত স্মর দিবারাতি।
যাঁহার প্রসাদে তোর সর্ব্বত্র সম্মান,
রে নানক, সেই গুরু-যশ কর গান॥

৬

যিহ প্রসাদি শুনহি কর্ণনাদ।
যিহ প্রসাদি পেখহি বিষমাদ॥
যিহ প্রসাদি বোলহি অমৃত রসনা।
যিহ প্রসাদি সুখি সহজে বসনা॥
যিহ প্রসাদি হস্ত কর চলহি।
যিহ প্রসাদি সম্পূরণ ফলহি॥
যিহ প্রসাদি পরম গতি পাবহি।
যিহ প্রসাদি সুখি সহজ সমাবহি॥
ঐসা প্রভু ত্যাগি অবর কত লাগহু।
গুরু প্রসাদি নানক মন জাগহু॥

যাঁহার প্রসাদে কর্ণে করিছ শ্রবণ,
যাঁহার প্রসাদে চক্ষে কর দরশন,
যাঁহার প্রসাদে জিহ্বা কহে মিষ্ট ভাষা,
যাঁহার প্রসাদে সুখে শান্তিতে নিবাসা,

যাঁহার প্রসাদে চলে হস্ত ও চরণ,
যাঁহার প্রসাদে তোর সফল জীবন,
যাঁহার প্রসাদে নর লভে উচ্চ গতি,
যাঁহার প্রসাদে সুখে কর নিবসতি,
নানক, সে প্রভু ছাড়ি অন্যে কেন রাগ ?
শ্রীগুরু প্রসাদে তুই জাগ্ ওরে জাগ্ ॥

৭

যহ প্রসাদি তুঁ প্রগট সংসার।
তিন্ প্রভুকৌ মূল ন মনহু বিসার ॥
যিহ প্রসাদি তেরা পরতাপ।
রে মন মূঢ় তু তাকৌ জাপ ॥
যিহ প্রসাদি তেরে কারয পুরে।
তিস্হি জান মন সদা হজুরে ॥
যিহ প্রসাদি তুঁ পাবহি সাচ।
রে মন মেরে তুঁ তাসিউ রাচ ॥
যিহ প্রসাদি সভকি গতি হোই।
নানক জাপ্ জপৈ জপি সোই ॥

যাঁহার প্রসাদে করো সংসার যাপন,
হেন প্রভু কভু হইওনা বিস্মরণ।

যাঁহার প্রসাদে তোর প্রতাপ নিয়ত,
মূঢ় মন, তাঁর নাম জপ অবিরত।
যাঁহার প্রসাদে সর্ব্ব কার্য্য পূর্ণ হয়,
তাঁহার হুজুরে মন লগ্ন যেন রয়।
যাঁহার প্রসাদে হয় সার সত্য লাভ,
ওরে মন, মনে মনে তাঁরে তুই ভাব।
নানক, প্রসাদে যাঁর সকলের গতি,
জপ-যোগ্য তাঁর নাম জপ দিবারাতি ॥

৮

আপি জপায়ে জপৈ সো নাউ।
আপি গাবায়ে সু হরিগুণ গাউ ॥
প্রভু কিরপাতে হোয় প্রগাশ।
প্রভু দয়াতে কমল বিগাশ ॥
প্রভু সুপ্রসন্ন বসৈ মন সোয়।
প্রভু দয়াতে মতি উত্তম হোয় ॥
সরব-নিধান প্রভু তেরি মায়া।
আপহু কছু ন কিনহু লয়া ॥
যিতু যিতু লাবহু তিতু তিতু লগহি হরিনাথ।
নানক ইনকৈ কছু ন হাথ ॥

যাহারে জপান সেই জপে তাঁর নাম,
যাহারে গাওয়ান, গায় হরিগুণ গান।
নিজ কৃপা-গুণে তিনি হন প্রকাশিত,
কৃপাগুণে হৃদ্‌পদ্ম হয় বিকশিত।
প্রভু সুপ্রসন্ন হলে স্থির হয় মন,
প্রভু কৃপাগুণে হয় মতির গঠন।
হে সর্ব্ব-নিধান প্রভু, তব মায়া সব,
কাহারো নিকটে কিছু চাহনা বৈভব।
হে হরি, হে নাথ, তুমি যা-করাও করি,
নানকের কোনো সাধ্য কিছুতে না হেরি॥

সুখমনী

সপ্তম অধ্যায়

অগম অগাধ পরব্রহ্ম সোয়।
যে যো কহৈ সো মুকতা হোয়॥
শুন মিতা নানক বিনবন্তা।
সাধ জনাকি অচরজ কথা॥
অগম অগাধ পরব্রহ্ম,
নামেই মুক্তি হয়.
শুন মিতা, সাধু চরিত মহান্‌·
বিনয়ে নানক কয়॥

১

সাধকৈ সংগি মুখ উজ্জল হোত।
সাধ সংগি মল সগলি খোত॥
সাধকৈ সংগি মিটৈ অভিমান।
সাধকৈ সংগি প্রগটৈ সুজ্ঞান॥
সাধকৈ সংগি বুঝৈ প্রভু নেরা।
সাধ সংগি সভ হোত নিবেরা॥

সাধকৈ সংগি পায় নাম রতন।
সাধকৈ সংগি এক উপর যতন ॥
সাধকি মহিমা বরণৈ কউন প্রাণী।
নানক সাধকি শোভা প্রভ মাহি সমানী ॥

সাধুসঙ্গে মানবের বয়ান উজলে,
মন-মলা ধৌত হয় সাধুসঙ্গ-জলে।
সাধুসঙ্গে মিটে যায় সব অভিমান,
সাধুসঙ্গে 'ফুটে' ওঠে বস্তু-তত্ত্বজ্ঞান।
সাধুসঙ্গে মনে হয় প্রভু আছে কাছে,
সাধুসঙ্গে সব গোল মীমাংসায় পৌঁছে।
সাধুসঙ্গে লাভ হয় শ্রীনাম-রতন,
সাধুসঙ্গে বুঝে সেই একের যতন।
সাধুর মহিমা কেবা বর্ণিবারে পারে,
প্রভু আর সাধু দুই তুল্য শোভা ধরে ॥

২

সাধকৈ সংগি অগোচর মিলৈ।
সাধকৈ সংগি সদা পরফুলৈ ॥
সাধকৈ সংগি আবহি বসি পংচা।
সাধ সংগি অমৃত রস ভুংচা ॥

সাধ সংগি হোয় সভকি রেণ।
সাধকৈ সংগি মনোহরি বৈন ॥
সাধকৈ সংগি ন কতহু ধাবৈ।
সাধ সংগি অসথিত মন পাবৈ ॥
সাধকৈ সংগি মায়া তে ভিংন।
সাধ সংগি নানক প্রভ সুপ্রসংন ॥

সাধুসঙ্গে অগোচর হয় রে গোচর,
সাধুসঙ্গে সদা রহে প্রফুল্ল অন্তর।
সাধুসঙ্গে অনায়াসে পঞ্চেন্দ্রিয় বশ,
সাধুসঙ্গে ভুঞ্জে নর কী অমৃত রস।
সাধুসঙ্গি সকলের পদরেণু হয়,
সাধুসঙ্গে বাক্য-কার্য্য হয় মধুময়।
সাধুসঙ্গে মন নাহি ইতি-উতি ধায়,
সাধুসঙ্গে চিত্ত-বুদ্ধি স্থির হয়ে যায়।
রে নানক, সাধুসঙ্গে মায়া-জাল ছিন্ন,
সাধুসঙ্গ হ'লে প্রভু হন সুপ্রসন্ন ॥

৩

সাধু সংগি দুসমন সভ মিত।
সাধুকৈ সংগি মহা পুণিত ॥

সাধ সংগি কিস্ সিউ নহি বৈর।
সাধকৈ সংগি ন বিগা পৈর॥
সাধকৈ সংগি নাহি কো মংদা।
সাধ সংগি জানৈ পরমানন্দা॥
সাধকৈ সংগি নাহি হউ তাপ।
সাধকৈ সংগি তজৈ সভ আপ॥
আপে জানৈ সাধ বড়াই।
নানক সাধ প্রভু বনিয়াই॥

সাধুসঙ্গ গুণে শত্রু মিত্র হয়ে যায়,
সাধুসঙ্গ গুণে নর পবিত্রতা পায়।
সাধুসঙ্গে বৈরী নাহি রহে একজন,
সাধুসঙ্গ হলে' আর হয়না পতন।
সাধুসঙ্গে নাহি থাকে অভাবের দ্বন্দ্ব,
সাধুসঙ্গী জানে কিসে পরম আনন্দ।
সাধুসঙ্গ গুণে কোনো তাপ নাহি লাগে,
সাধুসঙ্গে আমিত্বের অহমিকা ভাগে।
সাধুর মহিমা প্রভু জানে ভাল বটে,
উভয়ের এক যোগ,— এ নানক রটে॥

৪

সাধকৈ সংগি ন কবহু ধাবৈ।
সাধকৈ সংগি সদা সুখ পাবৈ ॥
সাধ সংগি বস্তু অগোচর লহৈ।
সাধকৈ সংগি অজরু সহৈ ॥
সাধকৈ সংগি বসৈ থান ঊচৈ।
সাধকৈ সংগি মহলি পহুঁচৈ ॥
সাধকৈ সংগি দৃঢ়ৈ সভ ধর্ম্ম।
সাধকৈ সংগি কেবল পারব্রহ্ম ॥
সাধকৈ সংগি পায়ে নাম নিধান।
নানক সাধু কৈ কুরবান ॥

সাধুসঙ্গী কভু নাহি ধায় যথাতথা,
সাধুসঙ্গে সর্ব্ব সুখ মিলয়ে সর্ব্বথা।
সাধুসঙ্গে অগোচর বস্তু হয় লাভ,
সাধুসঙ্গে ইন্দ্রিয়ের রহেনা প্রভাব।
সাধুসঙ্গ গুণে পোঁছে উচ্চ লোকে নর,
সাধুসঙ্গে মিলে' যায় আপনার ঘর।
সাধুসঙ্গ গুণে দৃঢ় হয় সর্ব্ব ধর্ম্ম,
সাধু সঙ্গ গুণে লাভ হয় পরব্রহ্ম।

সাধুসঙ্গ গুণে নর পায় নাম-ধন,
নানক, সাধুর গুণ কররে কীর্ত্তন ॥

৫

সাধকৈ সংগি সব কুল উধারৈ।
সাধ সংগি সাজন মিত কুটুংব নিস্তারৈ ॥
সাধু কৈ সংগি সো ধন পাবৈ।
যিস্‌ু ধনতে সভকো বরষাবৈ ॥
সাধ সংগি ধর্ম্মরাই করে সেবা।
সাধকৈ সংগি শোভা সুরদেবা ॥
সাধকৈ সংগি পাপ পলাইন।
সাধ সংগি অমৃত গুণ গাইন ॥
সাধকৈ সংগি সরব থান গংমি।
নানক সাধকৈ সংগি সফল জনমি ॥

সাধুসঙ্গ গুণে সর্ব্ব কুলের উদ্ধার,
সাধুসঙ্গে হয় মিত্র কুটুম্ব নিস্তার।
সাধুসঙ্গে পায় নর সে পরম ধন,
যে ধন সবার হিতে হয় বরিষণ।
সাধুসঙ্গে ধর্ম্মরাজ যম করে সেবা,
সাধুসঙ্গে সুর-দেব সকলের শোভা।

সাধুসঙ্গে সর্ব্বপাপ করে পলায়ন,
সাধু সঙ্গে নাম-সুধা গুণের কীর্ত্তন।
সাধুসঙ্গে কোনো স্থান না রহে অগম,
সাধুসঙ্গে নানকের সফল জনম ॥

৬

সাধকৈ সংগি নহি কছু ঘাল।
দর্শন ভেট হোত নিহাল ॥
সাধকৈ সংগি কলুষত হরৈ।
সাধকৈ সংগি নরক পরহরৈ ॥
সাধকৈ সংগি ইহা উহা সুহেলা।
সাধ সংগি বিছুরত হরি মেলা ॥
যো ইচ্ছে সোই ফল পাবৈ।
সাধকৈ সংগি না বিরথা যাবৈ ॥
পারব্রহ্ম সাধ রিদ বসৈ।
নানক উধরৈ সাধ শুনি রসৈ ॥

সাধুসঙ্গ-গুণে কিছু বিপদ না ঘটে,
সাধু দরশনে তরে সকল সঙ্কটে।
সাধুসঙ্গ-গুণে সর্ব্ব পাপের স্খালন,
সাধুসঙ্গে হয় সর্ব্ব নরক বারণ।

সাধুসঙ্গে ইহ-পরলোকে সুখ হয়,
সাধুসঙ্গে হারাধন শ্রীহরি মিলয়।
সাধুসঙ্গে যাহা চায় পায় সেই ফল,
সাধুসঙ্গ কভু নাহি হয়রে বিফল।
সাধুর হৃদয়ে পরব্রহ্মের সংস্থান,
নানক, উদ্ধারো শুনি সাধু-গুণ গান॥

৭

সাধকৈ সংগি শুনউ হরি নাউ।
সাধ সংগি হরিকৈ গুণ গাউ॥
সাধকৈ সংগি ন মনতে বিসরৈ।
সাধ সংগি সরপর নিসতরৈ॥
সাধকৈ সংগি লাগৈ প্রভু মিঠা।
সাধকৈ সংগি ঘট ঘট ডিটা॥
সাধ সংগি ভয়ে আজ্ঞাকারী।
সাধ সংগি গতি ভই হমারি॥
সাধকৈ সংগি মিটৈ সভ রোগ।
নানক সাধ ভেটে সংযোগ॥

সাধুসঙ্গে হরিনাম কররে শ্রবণ,
সাধুসঙ্গে হরিগুণ গান কর মন!

সাধুসঙ্গে চিত্ত নারে ভুলিতে প্রভুরে,
সাধুসঙ্গে অনায়াসে ভব নদী তরে।
সাধুসঙ্গ-গুণে প্রভু লাগে মধুময়,
সাধুসঙ্গে সর্ব্ব ঘটে দর্শন মিলয়।
সাধুসঙ্গে মন প্রভুআজ্ঞাকারী হয়,
সাধুসঙ্গে আমাদের সুগতি নিশ্চয়।
সাধুসঙ্গে মিটে যায় সব ভব-রোগ,
নানকের সাধ, যেন হয় সঙ্গ-যোগ ॥

৮

সাধকি মহিমা বেদ ন জানহি।
যেতা শুনহি তেতা বখিয়ানহি ॥
সাধকি উপমা তিহু গুণতে দূরি।
সাধকি উপমা রহি ভরপূরি ॥
সাধকি শোভাকা নাহি অন্ত।
সাধকি শোভা সদা বে অন্ত ॥
সাধকি শোভা উচতে উচী।
সাধকি শোভা মুচতে মুচী ॥
সাধকি শোভা সাধ বনিয়াই।
নানক সাধ প্রভ ভেদ ন ভাই ॥

বেদ নাহি জানে সাধুজনার মহিমা,
যতটুকু শুনিয়াছে সেই তার সীমা।
সাধুর মহিমা হয় ত্রিগুণের দূর,
সাধুর মহিমা সদা রহে ভরপুর।
সাধুর শোভার নাই অন্ত পারাপার,
সাধুজন শোভা কিবা অনন্ত অপার।
সাধুজন শোভা সদা সর্ব্বোচ্চ মহৎ,
সাধুজন বৃহতের অতীব বৃহৎ।
সাধুর শোভাটি শুধু সাজে সাধুজনে,
সাধু-প্রভু ভেদ নাই এ নানক ভণে॥

সুখমনী

অষ্টম অধ্যায়

মন সাচা মুখ সাচা সোয় ।
অবর ন পেখৈ একস বিন কোয় ।
নানক এহ লছন ব্রহমজ্ঞানী হোয় ॥
মন আর মুখ সত্য যাহার,
এক বিনা কিছু দেখেনা তুই ;
এই লক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞানী
নানক, চিনিয়া রাখ্ রে তুই ॥

১

ব্রহমজ্ঞানী সদা নিরলেপ ।
যৈসে জল মহি কমল অলেপ ॥
ব্রহমজ্ঞানী সদা নিরদোখ ।
যৈসে সুর সরব কউ সোখ ॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ দৃষ্টি সমান ।
যৈসে রাজ রংক কউ লাগৈ তুলি পবান ॥ ১

ব্রহমজ্ঞানী কৈ ধীরজ এক।
জিউ বসুধা কোউ খোদৈ কোউ চংদন লেপ ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা ইহৈ গুনাউ।
নানক যিঁউ পাবক কা সহজ সুভাউ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্ব কার্য্যে নির্লিপ্তই রয়,
জল মধ্যে পদ্ম যেন লিপ্ত নাহি হয়।
ব্রহ্মজ্ঞানী সদাকাল দোষশূন্য মন,
সূর্য্য যৈছে সর্ব্ব দোষ করয়ে শোধন।
ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি হন,
রাজা-প্রজা সর্ব্ব ভাগ্যে যেমন পবন।
চন্দন লেপনে কিম্বা খননে যেমন,
পৃথ্বি রহে স্থির, ব্রহ্মজ্ঞানীও তেমন।
ব্রহ্মজ্ঞের গুণ-গাথা, কহিছে নানক,
যেমন দাহিকা গুণ ধরয়ে পাবক ॥

২

ব্রহমজ্ঞানী নিরমল তে নিরমলা।
যৈসে মৈল ন লাগৈ জলা ॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ মন হোয় প্রগাশ।
যেসে ধর উপর আকাশ ॥

ব্রহমজ্ঞানী কৈ শত্রু মিত্র সমান।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ নাহি অভিমান ॥
ব্রহমজ্ঞানী উচতে উচা।
মন অপনৈ হৈ সভতে নীচা ॥
ব্রহমজ্ঞানী সে জন ভয়ে।
নানক যিন প্রভু আপ করেয়ে ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী সুনির্ম্মল হৈতে নিরমল,
যেন মলিনতাহীন সুপবিত্র জল।
ধরিত্রী উপরে যৈছে আকাশের স্থিতি,
ব্রহ্মজ্ঞানী মনে তৈছে প্রকাশিত জ্যোতি।
ব্রহ্মজ্ঞানী কাছে শত্রু মিত্রের সমান,
ব্রহ্মজ্ঞানী মনে নাহি বিন্দু অভিমান।
ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্ব উচ্চ হৈতে আরো উচু,
মনে ভাবে আপনাকে সকলের নীচু।
প্রভু যারে ব্রহ্মজ্ঞানী করান আপনে,
সেই সে হইতে পারে, এ নানক ভনে ॥

৩

ব্রহমজ্ঞানী সগল কি রীনা।
আতমরস ব্রহমজ্ঞানী চিনা ॥
ব্রহমজ্ঞানী কি সভ উপরময়া।
ব্রহমজ্ঞানী তে কছু বুরা ন ভয়া ॥

ব্রহমজ্ঞানী সদা সমদরশী।
ব্রহমজ্ঞানী কি দৃষ্টি অমৃত বরষী ॥
ব্রহমজ্ঞানী বন্ধন তে মুকুতা।
ব্রহমজ্ঞানী কি নিরমল যুগতা ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা ভোজন গিয়ান।
নানক ব্রহমজ্ঞানীকা ব্রহম ধিয়ান ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী আপনাকে রেণু সম মানে,
আত্মার রহস্য শুধু ব্রহ্মজ্ঞানী জানে।
ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বভূতে সম দয়াশীল,
ব্রহ্মজ্ঞানী হৈতে কারো ক্ষতি নহে তিল।
ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্বকালে সমদর্শী হয়,
ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টি যেন অমৃত বর্ষয়।
সকল বন্ধন হৈতে ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত,
ব্রহ্মজ্ঞানী নিরমল সদা রহে যুক্ত।
ব্রহ্মজ্ঞের ভোজ্য-পেয় পরব্রহ্মজ্ঞান,
ব্রহ্মজ্ঞানী চিত্তে সদা ব্রহ্মের ধেয়ান ॥

৪

ব্রহমজ্ঞানী এক উপর আশ।
ব্রহমজ্ঞানী কা নহি বিনাশ ॥

ব্রহমজ্ঞানীকৈ গরিবী সমাহা।
ব্রহমজ্ঞানী পর উপকার উগাহা॥
ব্রহমজ্ঞানীকৈ নাহি ধন্ধা।
ব্রহমজ্ঞানী লে ধাবত বন্ধা॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ হোয় সুভলা।
ব্রহমজ্ঞানী সুফল ফলা॥
ব্রহমজ্ঞানী সঙ্গ সগল উধার।
নানক ব্রহমজ্ঞানী জপৈ সগল সংসার॥

ব্রহ্মজ্ঞের আশা শুধু একের উপরে,
ব্রহ্মজ্ঞানী জনে কেহ বিনাশিতে নারে।
ব্রহ্মজ্ঞানী কাঙ্গালিয়া রহে সদানন্দে,
পর উপকার করে নানাবিধ ছন্দে।
ব্রহ্মজ্ঞানী মনে নাই তিলমাত্র ধাঁধা,
ব্রহ্মজ্ঞানী-মন স্থির প'ড়িয়াছে বাঁধা।
ব্রহ্মজ্ঞানী সর্ব্ব কার্য্য সাধে শুভযোগে,
ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম্মফলে সুফলই ভোগে।
ব্রহ্মজ্ঞানী সঙ্গে হয় সবার উদ্ধার,
রে নানক, ব্রহ্মজ্ঞানী নিস্তারে সংসার॥

৫

ব্রহমজ্ঞানী কৈ একৈ রংগ।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ বসৈ প্রভ সংগ ॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ নাম অধার।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ নাম পরবার ॥
ব্রহমজ্ঞানী সদা সদ জাগত।
ব্রহমজ্ঞানী অহং বুদ্ধি তিয়াগত ॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ মন পরমানন্দ।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ ঘর সদা অনংদ ॥
ব্রহমজ্ঞানী সুখ সহজ নিবাস।
নানক ব্রহমজ্ঞানীকা নহি বিনাশ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী-মন রহে এক অনুরাগে,
ব্রহ্মজ্ঞানী-মন রহে প্রভু সঙ্গ যোগে।
ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সদা নামই আধার,
ব্রহ্মজ্ঞের কাছে নাম মহিমা অপার।
ব্রহ্মজ্ঞানী সত্য-ধর্ম্মে সদাই জাগ্রত,
ব্রহ্মজ্ঞানী অহং বুদ্ধি বিহীন সতত।
ব্রহ্মজ্ঞানী মনে সদা পরম আনন্দ,
ব্রহ্মজ্ঞানী গৃহে রাজে আনন্দের ছন্দ।

ব্রহ্মজ্ঞানী করে সুখে সহজে নিবাস,
রে নানক, ব্রহ্মজ্ঞের কভু নহে নাশ ॥

৬

ব্রহমজ্ঞানী ব্রহমকা বেতা।
ব্রহমজ্ঞানী এক সংগ হেতা ॥
ব্রহমজ্ঞানী কৈ হোয় অচিংত।
ব্রহমজ্ঞানী কা নিরমল মংত ॥
ব্রহমজ্ঞানী যিস করৈ প্রভ আপ।
ব্রহমজ্ঞানী কা বড় পরতাপ ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা দরশ বড়ভাগী পাইয়ৈ।
ব্রহমজ্ঞানী কউ বলি বলি যাইয়ৈ ॥
ব্রহমজ্ঞানী কউ খোজহি মহেশ্বর।
নানক ব্রহমজ্ঞানী আপ পরমেশ্বর ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী জন সদা হয় ব্রহ্মবিৎ,
ব্রহ্মজ্ঞানী সেই এক সনে করে প্রীত।
ব্রহ্মজ্ঞানী সদাকাল ভাবনা-বিহীন,
ব্রহ্মজ্ঞানী মন কভু নহেতো মলিন।
প্রভু যারে করে, সেই ব্রহ্মজ্ঞানী হয়,
ব্রহ্মজ্ঞের সর্ব্বকালে প্রতাপ অক্ষয়।

বহু ভাগ্যে ব্রহ্মজ্ঞানী দরশন পাই,
বলিহারী ব্রহ্মজ্ঞানী বলিহারী যাই।
ব্রহ্মজ্ঞের রক্ষাকারী স্বয়ং মহেশ্বর,
রে নানক, ব্রহ্মজ্ঞানী আপনি ঈশ্বর ॥

৭

ব্রহমজ্ঞানী কি কিমত নাহি।
ব্রহমজ্ঞানী কৈ সগল মনমাহি ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা কউন জানৈ ভেদ।
ব্রহমজ্ঞানী কৌ সদা আদেশ ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা কথিয়া ন যায় অধাথর।
ব্রহমজ্ঞামী সরব কা ঠাকুর ॥
ব্রহমজ্ঞানী কি মতি কউন বখানৈ।
ব্রহমজ্ঞানী কি গতি ব্রহমজ্ঞানী জানৈ ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা অন্ত ন পার।
নানক ব্রহমজ্ঞানী কউ সদা নমস্কার ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী জনের তো মূল্য নাহি হয়,
ব্রহ্মজ্ঞানী মনে সর্ব্ব তত্ত্বের উদয়।
ব্রহ্মজ্ঞের ভেদাভেদ কে জানে বিকার,
ব্রহ্মজ্ঞানী সদা চলে হুকুমে তাঁহার।

ব্রহ্মজ্ঞের অর্দ্ধাক্ষর না যায় বর্ণনা,
সবার ঠাকুর রূপে তাঁহার গণনা।
ব্রহ্মজ্ঞের মতি কেবা বর্ণিবে বয়ানে,
ব্রহ্মজ্ঞের গতি শুধু ব্রহ্মজ্ঞই জানে।
ব্রহ্মজ্ঞের অন্ত নাহি অনন্ত অপার,
রে নানক, ব্রহ্মজ্ঞানী-পদে নমস্কার ॥

৮

ব্রহমজ্ঞানী সভ সৃষ্টিকা করতা।
ব্রহমজ্ঞানী সদা জীব নহি মরতা ॥
ব্রহমজ্ঞানী মুকত যুগত জীয়কা দাতা।
ব্রহমজ্ঞানী পূরণ পুরুষ বিধাতা ॥
ব্রহমজ্ঞানী অনাথ কা নাথ।
ব্রহমজ্ঞানী কা সভ উপর হাথ ॥
ব্রহমজ্ঞানী কা সগল অকার।
ব্রহমগিয়ানী আপ নিরংকার ॥
ব্রহমজ্ঞানী কি শোভা ব্রহমজ্ঞানী বনী।
নানক ব্রহমজ্ঞানী সরব কা ধনী ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ত্তা এই সৃষ্ট চরাচরে,
ব্রহ্মজ্ঞানী চিরজীবি কভুতো না মরে।

ব্রহ্মজ্ঞানী যুক্তি-মুক্তি জীবন প্রদাতা,
ব্রহ্মজ্ঞানী সদা পূর্ণ পুরুষ বিধাতা।
ব্রহ্মজ্ঞানী যত সব অনাথের নাথ,
ব্রহ্মজ্ঞের সর্ব্বোপরি করুণার হাত।
ব্রহ্মজ্ঞের সর্ব্বোপরি পূর্ণ অধিকার,
ব্রহ্মজ্ঞানী সদাকাল শূন্য অহঙ্কার।
ব্রহ্মজ্ঞের শোভা শুধু ব্রহ্মজ্ঞেই সাজে,
রে নানক, ব্রহ্মজ্ঞানী ধনী সর্ব্ব মাঝে॥

সুখমনী

নবম অধ্যায়

উরধারে যো অন্তরে নাম ।
সরম মৈ পেখৈ ভগবান ॥
নিমখ নিমখ ঠাকুর নমস্কারৈ ।
নানক ওহু অপরশ সগল নিস্তারৈ ॥

অন্তরে যার নামের ধারণা,
ঘটে ঘটে সেই দেখে ভগবানে ;
নিমেষে নিমেষে ঠাকুর-চরণে
দণ্ড-প্রণতি করে সেই জনে ।
পাপের পরশ লাগেনা তাহার,
রে নানক, করে সবে নিস্তার ॥

১

মিথিয়া নাহি রসনা পরশ ।
মন মহি প্রীতি নিরঞ্জন দরশ ॥
পরত্রীয় রূপ ন পেখৈ নেত্র ।
সাধকি টহল সন্ত সঙ্গ হেত ॥

করণ না শুনৈ কাহু কি নিন্দা।
সভতে জানৈ আপস কউ মংদা ॥
গুরু প্রসাদি বিখ্যা পরহরৈ।
মন কি বাসনা মনতে টরৈ ॥
ইন্দ্রি জীত পঞ্চ দোষতে রহত।
নানক কোটি মধ্যে কো ঐসা অপরশ॥

যাহার রসনা মিথ্যা পরশ না করে,
যার মন নিত্য-নিরঞ্জনে প্রীতি ধরে,
পরস্ত্রীর রূপ নাহি হেরে যার আঁখি,
সাধু সেবা করে সদা সাধুসঙ্গে থাকি,
যার কর্ণ পরনিন্দা শুনেনা শ্রবণে,
সব হতে নীচু বলি আপনাকে জানে,
শ্রীগুরু প্রসাদে ছাড়ি বিষয় কামনা,
মনে যার লয় হয় মনের বাসনা,
পঞ্চদোষ নাই যার ইন্দ্রিয় দমন,
রে নানক, কোটি মধ্যে হেন একজন ॥

২

বৈষ্ণী সো যিস্ উপর সুপ্রসংন।
বিষণ কি মায়াতে হোয় ভিংন ॥

কর্ম্ম করত হোবৈ নিহ কর্ম্ম।
তিন্ বৈষণী কা নির্ম্মল ধর্ম্ম ॥
কাহু ফল কি ইচ্ছা নহি বাছৈ।
কেবল ভগতি কীরতন সঙ্গ রাচৈ
মন তন অন্তরি সিমরণ গোপাল।
সভ উপর হোবত কিরপাল ॥
আপি দৃঢ়ৈ অবরহ নাম জপাবৈ।
নানক ওহ বৈষণী পরমগতি পাবৈ ॥

সেই তো বৈষ্ণব, প্রভু সুপ্রসন্ন যাঁরে,
বিষ্ণু মায়া তাঁরে মুগ্ধ করিতে না পারে;
কর্ম্ম করিছেন তিনি কামনা রহিত,
বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই সুনির্ম্মল রীত।
কোনো ফলাকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে নাহি হয়,
ভকতি কীর্ত্তন গান সঙ্গে মজে' রয়।
দেহ মন প্রাণ দিয়া গোপাল স্মরণ,
সবার উপরে সদা কৃপা অগণন;
রে নানক, দৃঢ় চিত্তে সদা জপে নাম,
হেন বৈষ্ণবের লভ্য হয় পরধাম ॥

৩

ভগউতি ভগবন্ত ভগতি কা রঙ্গ।
সগল তিয়াগৈ ছুষ্ট কা সঙ্গ ॥
মনতে বিনশৈ সগল ভরম।
করি পূজৈ সগল পারব্রহ্ম॥
সাধ সঙ্গি পাপ মল খোবৈ।
তিস ভগউতি কি মতি উতম হোবৈ॥
ভগবন্ত কি টহল করৈ নিতনিতি।
মন তন অরপৈ বিষণ প্রীতি॥
হরিকে চরণ হিরদৈ বসাবৈ।
নানক ঐসা ভগউতী ভগবন্ত কউ পাবৈ॥

সেই ভাগবত যাঁর ভক্তি ভগবানে,
সর্ব্বত্যাগী সেই ছুষ্ট সঙ্গ বিবর্জ্জনে।
মনের ভরম তাঁর সব হয় নাশ,
সর্ব্বভূতে হেরে সেই ব্রহ্মের প্রকাশ।
সাধু সঙ্গে তাঁর পাপ মলা দূর হয়,
হেন ভকতের মতি সুউত্তম রয়।
ভগবান সনে তাঁর নিত্য কারবার,
বিষ্ণুপ্রীতে দেহ মন উৎসর্গিত তাঁর।

শ্রীহরি চরণ তাঁর হৃদে বর্ত্তমান,
রে নানক, হেন ভক্ত লভে ভগবান ॥

৪

সো পণ্ডিত যো মন পরবোধৈ।
রাম নাম আতম মহি শোধৈ ॥
রাম নাম সার রস পিবৈ।
উস্ পণ্ডিত কৈ উপদেশ জগ জীবৈ ॥
হরি কি কথা হিরদৈ বসাবৈ।
সো পণ্ডিত ফির যোনি ন আবৈ ॥
বেদ পুরাণ সিমৃত বুঝৈ মূল।
সুখম মহি জানৈ অস্থূল ॥
চার বরনা কউ দে উপদেশ।
নানক উস্ পণ্ডিত কউ সদা আদেশ ॥

সেইতো পণ্ডিত সদা সন্তোষ যাঁহার,
রাম নাম জপে আত্ম-শুদ্ধি হয় তাঁর।
রাম নাম রস-সার যে পণ্ডিত পিয়ে,
তাঁর সৎ উপদেশে জগজন জীয়ে।
শ্রীহরির' কথা যাঁর হৃদয়ে নিবাসে,
সে পণ্ডিত আর তো না জন্মে গর্ভবাসে।

বেদ-স্মৃতি পুরাণের সেই বুঝে মূল,
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাত তাঁর সূক্ষ্ম মাঝে স্থূল।
চতুর্ব্বর্ণ সে পণ্ডিতের লভে উপদেশ,
রে মানক, মান্য কর তাঁহার আদেশ ॥

৫

বীজ মন্ত্র সরব কউ জ্ঞান।
চার বরণা মহি জপৈ কোউ নাম ॥
যো যো জপৈ তিস্‌কি গতি হোয়।
সাধ সঙ্গি পাবৈ জন কোয় ॥
করি কিরপা অন্তরি উরধারৈ।
পশু প্রেত মুগধ পাথর কউ তারৈ ॥
সরব রোগ কা ঔষধ নাম।
কলিয়াণ রূপ মঙ্গল গুণ গাম ॥
কাহু যুগত কিতৈ ন পাইঐ ধর্ম্ম।
নানক তিস মিলৈ যিস লিখিয়া ধুর কর্ম্ম ॥

সকল জ্ঞানের সার বীজমন্ত্র জ্ঞান,
চতুর্ব্বর্ণ মধ্যে নাম জপে ভাগ্যবান।
যে জন অজপা জপে ধন্য তার গতি,
সধুসঙ্গে ভাগ্যবান লভে নামে রতি।

নাম-কৃপাবলে চিত্ত উদ্ধারিয়া যায়,
পশু প্রেত মুগ্ধ নামে পাথর গলায়।
সর্ব্বৌষধি মহৌষধি নাম চিন্তামণি,
পরম কল্যাণরূপ সুমঙ্গল খনি।
যুক্তি-তর্কে ধর্ম্ম-কর্ম্মে ধর্ম্ম নাহি হয়,
নানক, যাহার ভাগ্য সেই তো লভয়॥

৬

যিস্ কি মণি পারব্রহ্ম কা নিবাস।
তিস্‌কা নাম সতি রামদাস॥
আতমরাম তিস্ নদরি আয়া।
দাস দসংতন ভায় তিন পায়া॥
সদা নিকট নিকট হরি জান।
সো দাস দরগহ পরবান॥
আপুনৈ দাসকউ আপি কিরপা করৈ।
তিস্ দাসকউ সভ সোঝি পরৈ॥
সগল সংগি আতম উদাস।
ঐসি যুগতি নানক রাম দাস॥

যাঁর চিত্তে পরব্রহ্ম সদা করে বাস,
সার্থক তাঁহার নাম, সেই রামদাস।

আত্মারাম সদা তাঁর দর্শন গোচর,
হইয়া দাসের দাস লভে ইষ্ট বর।
সদা সন্নিকটে হরি, যাঁর মন জানে,
সেই দাস তুষ্টি লভে শ্রীহরির স্থানে।
নিজদাস জানি প্রভু কৃপা করে তাঁরে,
সেই দাস সর্ব্বতত্ত্ব পারে বুঝিবারে।
সর্ব্বসঙ্গে থাকি সেই নিঃসঙ্গে বিহরে,
রামদাস নানকের চিত্তে এই স্ফুরে॥

৭

প্রভুকি আজ্ঞা আতম হিতাবৈ।
জীবন মুকত সোউ কহাবৈ॥
তৈসা হরয তৈসা উস শোগ।
সদা অনংদ তহ নহি বিয়োগ॥
তৈসা সুবরণ তৈসা উস্ মাটী।
তৈসা অমৃত তৈসা বিষ খাটী॥
তৈসা মান তৈসা অপমান।
তৈসা রংক তৈসা রাজান॥
যো বরতায় সাই যুগত।
নানক উহ পুরুষ কহিয়ৈ জীবন মুকত॥

প্রভু আজ্ঞা পালে যেই আত্মহিত লাগি,
সেই তো জীবন মুক্ত সর্ব্ববন্ধ-ত্যাগী।
কিবা হর্ষ কিবা শোক সমান তাঁহার,
সর্ব্বদা আনন্দে রহে, নাহিক বিকার।
মৃত্তিকা সুবর্ণে তাঁর সদা সমজ্ঞান,
অমৃত অথবা বিষ সকল সমান।
মান অপমান দুই তুল্য মূল্য হয়,
রাজা কি ভিখারী সব সমান গণয়।
এইরূপ ব্রত যাঁর মুক্ত সেই জন,
নানক জীবন মুক্ত হেন মহাজন।

৮

পারব্রহ্মকে সগল ঠাউ।
যিত যিত ঘর রাখৈ তৈসা তিন নাউ॥
আপে করণ করাবন যোগ।
প্রভ ভাবৈ সেই ফুনি হোগ॥
পসরিয়া আপ হোয় অনন্ত তরঙ্গ।
লখে ন যাহি পারব্রহ্মকে রঙ্গ॥
যৈসি মত দেয় তৈসা প্রগাশ।
পারব্রহ্ম করতা অবিনাশ॥

সদা সদা সদা দয়াল।
সিমর সিমর নামক ভয়ে নিহাল ॥

সর্ব্বস্থানে পরব্রহ্ম আছে বিদ্যমান,
সকলের নাম ধাম তাঁহার বিধান।
তিনিই করেন সৃষ্টি, পালন তাঁহার,
প্রভুর ভাবের কোনো নাই পারাপার।
প্রসারিয়া আপনাকে হয়েন অনন্ত,
কে জানে পরমব্রহ্ম কোথা তার অন্ত।
যার যতটুকু জ্ঞান সে বুঝে তেমন,
অবিনাশী কর্ত্তা পরব্রহ্ম সনাতন।
দয়ালের চূড়ামণি এই কথা সার,
নানক সভয়ে লও শরণ তাঁহার ॥

সুখমনী

দশম অধ্যায়

উস্‌তত করহি অনেক জন অংত ন পারাবার।
নানক, রচনা প্রভ রচি বহুবিধি অনেক প্রকার ॥

অনন্তের স্তুতি গান অনন্ত বিধানে
করে সদা বিশ্ব চরাচরে
অনন্ত সৃজন তাঁর কেহ নাহি জানে,
কহিছে নানক জোড়করে ॥

১

কই কোট হোয়ে পূজারী।
কই কোট আচার বিউহারী ॥
কই কোট ভয়ে তীরথবাসী।
কই কোট বন ভ্রমহি উদাসী॥
কই কোট বেদ কে শ্রোতে।
কই কোট তপীস্থর হোতে ॥
কই কোট আতম ধিয়ান ধারহি
কই কোট করি কবিত বিচারহি ॥

কই কোট নবতন নাম ধিয়াবহি।
নানক করতে কা অংতু ন পাবহি ॥

কত কোটি জন আছে তাঁহার পূজারী,
কত কোটি কোটি আছে উত্তম আচারী ;
কত কোটি লোক সদা হয় তীর্থবাসী,
কত কোটি বনে ভ্রমে হইয়া উদাসী ;
কত কোটি জন করে বেদাদি শ্রবণ,
কত কোটি জন আছে তপ-পরায়ণ ;
কত কোটি আত্মধ্যানে রহে নিমগন,
কত কোটি কবি করে কাব্য আলাপন ;
কত কোটি জপে নাম, লাগায় ধেয়ান,
রে নানক, অন্ত তাঁর কেহই না পান ॥

২

কই কোট ভয়ে অভিমানী।
কই কোট অংধ অগিয়ানী ॥
কই কোট কিরপন কঠোর।
কই কোট অভিগ আতম নিকোর ॥
কই কোট পর দরবকউ হিরহি।
কই কোট পর দুখনা করহি ॥

কই কোট মায়া শ্রম মাহি।
কই কোট পর দেশ ভ্রমহি॥
যিত যিত লাবহু তিত লগনা।
নানক কহতে কি জানহি করতা রচনা॥

কত কোটি কোটি আছে আত্ম-অভিমানী,
কত কোটি কোটি আছে অন্ধ ও অজ্ঞানী;
কত কোটি কোটি আছে কঠোর কৃপণ,
কত কোটি জ্ঞানী আছে অন্ধের মতন;
কত কোটি পরদ্রব্য করয়ে হরণ,
কত কোটি অপরের দুঃখের কারণ;
কত কোটি মায়া বসে বৃথা শ্রম করে,
কত কোটি পরদেশে কেবল বিচরে;
প্রভু যারে যে বিষয়ে করেন যোজনা,
নানক, সে করে তাহা অপরে বুঝে না॥

৩

কই কোট সিধ যতী যোগী।
কই কোট রাজে রস ভোগী॥
কই কোট পংখী সরপ উপায়ে।
কই কোট পাথর বিরখ নিপজায়ে॥

কই কোট পবন পানী বৈসংতর।
কই কোট দেশ ভূমংডল॥
কই কোট শশী অর সূর নিখত্র।
কই কোট দেব দানব ইন্দ্র শিরছত্র॥
সগল সমগ্রী অপনে সূত্র ধাবৈ।
নানক যিস্ যিস্ ভাবৈ তিস্ তিস্ নিস্তারৈ॥

কত কোটি কোটি আছে সিদ্ধ যতী যোগী,
কত কোটি রাজা আছে নানা রস ভোগী;
কত কোটি পক্ষী সর্প হয়েছে সৃজন,
কত কোটি প্রস্তরাদি বৃক্ষ অগণন;
পবন সলিল অগ্নি কত কোটি হয়,
কত কোটি কোটি দেশ ভূমণ্ডলময়;
কত কোটি চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র নিকর,
দেব ও দানব কত রাজা ইন্দ্র চর;
একমাত্র সূত্রধারী সেই সে পুরুষ,
নানক, যে কৃপা পায় তার হয় হুঁস্॥

৪

কই কোট রাজস তামস সাতক।
কই কোট বেদ পুরাণ সিমৃত অরু শাসত।

কই কোট কিয়ে রতন সমুংদ।
কই কোট নানা প্রকার জংত॥
কই কোট কিয়ে চিরজীবৈ।
কই কোট গিরি মের স্বরণ থাবৈ॥
কই কোট যক্ষ কিংনর পিশাচ।
কই কোট ভূত প্রেত শূকর মৃগাচ॥
সভতে নেরৈ সভহুতে দূরি।
নানক আপি অলিপত রহিয়া ভরপূরি॥

সাত্ত্বিক ও রাজসিক তামসিক কত,
বেদ ও পুরাণ স্মৃতি শাস্ত্র অগণিত।
কত কোটী রত্ন আছে সমুদ্রের তলে,
কত কোটী কোটী জন্তু চলে ভূমণ্ডলে।
কত কোটী জীব আছে সুদীর্ঘ জীবন,
গিরি মেরু স্বর্ণ হীরা আছে অগণন।
পিশাচ কিন্নর যক্ষ আছে কত শত,
শূকর মৃগাদি ভূত প্রেত অগণিত।
সকলের কাছে তিনি, তবু বহু দূরে,
নানক, নির্লিপ্ত তিনি বসি অন্তঃপুরে॥

৫

কই কোট পাতালকে বাসী।
কই কোট নরক সুরগ নিবাসী॥
কই কোট জনমহি জীবহি মরহি।
কই কোট বহু যোনি ফিরহি॥
কই কোট বৈঠত হি খাহি।
কই কোট ঘালহি থকি পাহি॥
কই কোট কিয়ে ধনবংত।
কই কোট মায়া মাহি চিংত॥
যহ যহ ভানা তহ তহ রাখৈ।
নানক সভ কিছু প্রভকে হাথৈ॥

কত কোটি কোটি আছে পাতাল নিবাসী.
কত কোটি নরক অথবা স্বর্গবাসী।
কত কোটি জন্মে বাঁচে পুনরায় মরে,
কত কোটি নানা যোনি ভ্রমণ যে করে;
কত কোটি বসে' বসে' ভোজ্য পায় নানা,
খাটীতে খাটীতে ক্লান্ত হয় কত জনা।
কত কোটী ধনবন্ত তাঁহার কৃপায়,
কত কোটী চিন্তা লগ্ন ধঁধিয়া মায়ায়।

যেখানে যেমন সাজে সাজান তেমন,
নানক, প্রভুর লীলা কর দরশন ॥

৬

কই কোট ভয়ে বৈরাগী।
রাম নাম সংগি তিনি লিবলাগী ॥
কই কোট প্রভকউ খোঁজতে।
আতম মহি পারব্রহ্ম লহংতে ॥
কই কোট দরশন প্রভ পিয়াস।
তিনকউ মিলিয়ো প্রভু অবিনাশ ॥
কই কোট মাগহি সতসংগ।
পারব্রহ্ম তিন লাগা রংগ ॥
যিনকউ হোয়ে আপি সুপ্রসংন।
নানক তে জন সদা ধংন ধংন ॥

৬ কত কোটি কোটি আছে একান্ত বৈরাগী,
রাম নামে মগ্ন চিত্ত কত সর্ব্বত্যাগী ;
কত কোটি লোক ফিরে প্রভু অন্বেষণে,
পরব্রহ্ম লভে কত আত্ম সমাধানে।
কত কোটি আছে প্রভু দর্শন পিয়াসী,
অন্তরে ধারণা করে প্রভু অবিনাশী ;

কত কোটি সৎসঙ্গ করে অন্বেষণ,
পরব্রহ্ম লীলা হেরি রসে নিমগন।
যার প্রতি প্রভু মোর হয়েন প্রসন্ন,
রে নানক, সেই জন চির ধন্য ধন্য ॥

৭

কই কোট খানী অর খণ্ড।
কই কোট আকাশ ব্রহ্মাণ্ড ॥
কই কোট হোয়ে অবতার।
কই যুগত কিনো বিস্থার ॥
কইবার পসরিয়ো পাসার।
সদা সদা এক একংকার ॥
কই কোট কিনে বহু ভাতি।
প্রভতে হোয় প্রভ মাহি সমাতি ॥
তাকা অংত ন জানৈ কোয়।
আপে আপ নানক প্রভ সোয় ॥

কত কোটি খণি আছে অপার ভূখণ্ডে,
কত কোটি ব্যোম আছে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ;
কত কোটি কোটি আছে তাঁর অবতার,
যুগে যুগে কী কৌশল করেন বিস্তার।

কতবার এই বিশ্ব হয়েছে সৃজন,
কিন্তু সদা বিরাজিত সেই একজন।
কত কোটি সৃষ্টি তাঁর গণনা না হয়,
প্রভু হ'তে সব পুন প্রভুতেই লয়।
রে নানক, অন্ত তাঁর কেহ নাহি জানে,
তিনিই জানেন তাঁকে স্বরূপ-বিধানে ॥

৮

কই কোট পারব্রহ্মকে দাস।
তিন হোবত আতম প্রগাশ ॥
কই কোট ততকে বেতে।
সদা নিহারহি একো নেত্রে ॥
কই কোট নাম রস পিবহি।
অমর ভয়ে সদ সদ হি জীবহি ॥
কই কোট নাম গুণ গাবহি।
আতম রস সুখ সহজি সমাবহি ॥
অপনে জন কউ শাস শাস সমারে।
নানক ওয় পরমেস্থর কে পিয়ারে ॥

কত কোটি আছে পরমেশ্বরের দাস,
তাহাদের আত্মালোকে হয়েন প্রকাশ।

জগতে রয়েছে কোটি তত্ত্ববেত্তাগণ,
যোগনেত্রে সেই একে করেন দর্শন।
কত কোটি জন নাম-রস পান করে,
অমর হইয়া চির আনন্দে বিহরে।
কত কোটি করে নাম গুণের কীর্ত্তন,
সহজ আনন্দে রহে চির নিমগন।
রে নানক, শ্বাসে শ্বাসে যে করে স্মরণ,
ঈশ্বরের সেই প্রিয় আপনার জন॥

সুখমনী

একাদশ অধ্যায়

করণ-কারণ প্রভু এক হৈ,
দুসর নাহি কোয়।
নানক তিস্ বলিহারণৈ,
জল থল মহী অলি সোয়॥

অদ্বিতীয় প্রভু মোর কারণ-কারণ।
জলে স্থলে পৃথ্বিতলে,
বিরাজিত সর্ব্বদলে,
রে নানক, বলিহারী যাই অনুক্ষণ॥

১

করণ করাবণ করণৈ যোগ।
যো তিস ভাবৈ সোই হোগ॥
খিন মহি থাপিউ থাপন হার।
অংত নহি কিছু পারাবার॥
হুকমে ধার অধর রহাবৈ।
হুকমে উপজৈ হুকমে সমাবৈ॥
হুকমে উচ নীচ বিউহার।
হুকমে অনিক রঙ্গ পরকার॥

কর কর দেখৈ অপনি বড়িয়াই।
নানক সভ মহি রহিয়া সমাই॥

সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি সর্ব্ব কারণ-কারণ,
ইচ্ছামাত্র সর্ব্বকার্য্য হয় সমাপন।
ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি-লয় অনায়াসে হয়,
পরাবর সে পুরুষ, অন্ত কে জানয়।
তাঁহার হুকুমে পৃথ্বি সংরক্ষিত হয়,
হুকুমে উৎপত্তি, পুন হুকুমেই লয়।
তাঁহার হুকুমে উচ্চ-নীচের বিকাশ,
তাঁহার হুকুমে রূপ-রঙ্গের প্রকাশ।
আপন মহত্ত্ব শুধু আপনিই জানে,
নানক, বসতি তাঁর সদা সর্ব্বস্থানে॥

২

প্রভ ভাবৈ মানুষ গত পাবৈ।
প্রভ ভাবৈ তা পাথর তরাবৈ॥
প্রভ ভাবৈ বিন শ্বাসতে রাখৈ।
প্রভ ভাবৈ তা হরিগুণ ভাখৈ॥
প্রভ ভাবৈ তা পতিত উধারৈ।
আপ করৈ আপন বিচারৈ॥

দুহা সিরিয়া কা আপ সুয়ামী।
খেলৈ বিগশৈ অংতরযামী॥
যো ভাবৈ সে কার করাবৈ।
নানক দৃষ্টি অবর ন আবৈ॥

প্রভুর ইচ্ছায় হয় মানুষের গতি,
প্রভুর ইচ্ছায় লভে পাষাণ মুকতি।
প্রভুর ইচ্ছায় শ্বাস মানবে জিয়ায়,
প্রভুর ইচ্ছায় হরি প্রকাশে হিয়ায়।
প্রভুর ইচ্ছায় হয় পতিত উদ্ধার,
আপন কার্য্যের করে আপনি বিচার।
ইহকালে পরকালে সর্ব্বকালে স্বামী,
অন্তরে প্রকাশ হ'ন সে অন্তরযামি।
ইচ্ছামাত্র সবকিছু হয় সমাধান,
রে নানক, তিনি ছাড়া কিছু নাহি আন॥

৩

কোহু মানুষ তে কিয়াছুই আবৈ।
যো তিষ ভাবৈ সোই করাবৈ॥
ইস্‌কে হাত হোয় ত সভ কিছু লেয়।
যো তিস ভাবৈ সোই করেয়॥

অন জানত বিখিয়া মহি রচৈ।
যে জানত আপন আপ বচৈ॥
ভরমে ভুলা দহ দিশ ধাবৈ।
নিমষ মাহি চার কুংঠ ফির আবৈ॥
কর কিরপা যিস্ অপনি ভগতি দেয়।
নানক তে জন নাম মিলেয়॥

রে মানুষ, বল তুমি কি করিতে পারো,
তাঁহার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ করো।
শকতি থাকিত যদি মালিক সাজিতে,
বৃথা আশা, তাঁর ইচ্ছা হয় সমাধিতে।
অজ্ঞান সতত থাকে বিষয়ে মজিয়া,
আত্মজ্ঞানী অনায়াসে যায় উদ্ধারিয়া।
ভ্রমবশে দশদিকে ঘুরিতেছ মরি,
চারিদিক ভ্রমি পুন আসিতেছ ফিরি।
যারে প্রভু কৃপা করি দেন ভক্তি ধন,
রে নানক, হরিনাম লভে সেইজন॥

৪

খিন মহি নীচ কীট কউ রাজ।
পারব্রহ্ম গরীব নিবাজ॥

যাকি দৃষ্টি কছু না আবৈ।
তিস ততকাল দহদিশ প্রকটাবৈ ॥
যাকউ আপনি করৈ বখসিশ।
তাকা লেখা ন গণৈ জগদীশ ॥
জীউ পিংড সভ তিসকি রাস।
ঘট ঘট পূরণ ব্রহ্ম প্রগাশ ॥
আপনি বণিত আপ বনাই।
নানক জীবৈ দেখ বড়াই ॥

ক্ষণমাত্রে নীচ কীট রাজপদ পায়,
দীনহীন কাঙ্গালের তিনিই আশ্রয়।
সামান্য বলিয়া যারে লোকে মনে করে,
ক্ষণমধ্যে সুবিখ্যাত সে হইতে পারে।
যাহারে করেন কৃপা প্রভুজী আমার,
সর্ব্ব কর্ম্মফল হতে পায় সে নিস্তার।
দেহ আত্মা সবকিছু তাঁহার বিলাস,
সর্ব্ববস্তু মধ্যে তাঁর অখণ্ড প্রকাশ।
আপনি রচেন তিনি আকার আপন.
রে নানক, তাঁর লীলা কর দরশন ॥

৫

ইস্‌কা বল নাহি ইস হাথ।
করন করাবন সরব কো নাথ॥
আজ্ঞাকারী বপুরা জীউ।
যো তিস ভাবৈ সোই ফুন থিউ॥
কবহু উচ নীচ মহি বসৈ।
কবহু শোগ হরখ রংগ হসৈ॥
কবহু নিংদ চিংদ বিউহার।
কবহু উভ অকাশ পয়াল॥
কবহু বেতা ব্রহ্ম বিচার।
নানক আপ মিলাবণ হার॥

শক্তিহীন সকলের দেহ প্রাণ মন।
তিনি সকলের নাথ কারণ-কারণ।
সৃষ্ট জীব সব তাঁর হুকুমে বিকাশে,
তিনি যা করান তাই হয় অনায়াসে।
কভু উচ্চ কভু নীচ চরাচর বাসী,
কভু শোক কভু হর্ষ আনন্দের হাসি,
নিন্দা ভোগ করে কেহ অশেষ চিন্তায়,
কখনো আকাশে পুন পাতালেতে যায়;

কখনো সে ব্রহ্মবিদ্ তত্ত্ব-বেত্তা জন,
নানক হরির লীলা হের অনুক্ষণ ॥

৬

কবহু নিরত্ত করৈ বহু ভাত।
কবহু শোয় রহৈ দিন রাত ॥
কবহু মহাক্রোধ বিকরাল।
কবহু সরব কি হোত রবাল ॥
কবহু হায় বহৈ বড় রাজা।
কবহু ভিখারী নীচ কী সাজা ॥
কবহু অপকারতি মহি আবৈ।
কবহু ভলা ভলা কহাবৈ ॥
যিউ প্রভু রাখৈ তিবহি রহৈ।
গুরু প্রসাদি নানক সচ কহৈ ॥

কখনো মানুষ কত যুক্তি চিন্তা করে,
কখনো বা নিদ্রা যায় সুখে অকাতরে ;
কখনো প্রচণ্ড ক্রোধে জ্ঞানহারা হয়,
কখনো বিনয়ী হয়ে পদধূলী লয় ;
কখনো বা রাজা হয়ে বসে সিংহাসনে,
দীন ভিখারীর বেশে কভু ঘুরে বনে ;

অপকীর্ত্তি লভি কভু পায় বড় শোক,
'ভাল' 'ভাল' কভু তারে বলে সর্ব্বলোক ;
যে ভাবে রাখেন প্রভু সেই ভাবে থাকে,
শ্রীগুরু কৃপাই শুধু সৎপথে রাখে ॥

৭

কবহু হোয় পংডিত করে বখ্যান।
কবহু মোন ধারী লাবৈ ধিয়ান॥
কবহু তটতীর্থ ইসনান।
কবহু সিধ সাধিক মুখ গিয়ান॥
কবহু কীট হসতি পতংগ হোয় জীয়া।
অনিক যোন ভরমৈ ভরমিয়া॥
নানারূপ যিউ স্বাংগী দিখাবৈ।
যিউ প্রভ ভাবৈ তিবৈ নচাবৈ॥
যো তিস্ ভাবৈ সোই হোয়।
নানক দুজা অবর ন কোয়॥

কখনো পণ্ডিত হয়ে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে,
কখনো হইয়া মৌন যত্নে ধ্যান ধরে :
কখনো যাইয়া তীর্থে করে পুণ্যস্নান,
সাধক বা সিদ্ধ হয়ে প্রচারয়ে জ্ঞান ;

হস্তী কীট পতঙ্গাদি নানা জন্মে লয়,
বহু যোনি ভ্রমে জীব নাহিক নির্ণয় ;
বাজীকর যেই মত পুতুল নাচায়,
তেমনি ভ্রময়ে সবে প্রভুর ইচ্ছায়।
যখন যেমন ভাব করেন তেমন,
রে নানক, প্রভু ছাড়া নাই দুইজন ॥

৮

কবহু সাধ সংগত ইহু পাবৈ।
উস অস্থান তে বহুর ন আবৈ ॥
অংতর হোয় জ্ঞান পরগাশ।
উস অস্থান কা নহি বিনাশ ॥
মন তন নাম রতে ইক রংগ।
সদা বসহি পারব্রহ্ম কৈ সংগ ॥
যিউ জল মহি জল আয় খটানা।
তিউ জ্যোতি সংগ জোত সমানা ॥
মিট গয়ে গবন পায়ে বিশ্রাম।
নানক প্রভকৈ সদ কুরবান ॥

কখনো মানব যদি সাধু সঙ্গ পায়,
সে স্থান ছাড়িয়া আর ফিরিতে না চায়।

অন্তর মাঝারে হয় জ্ঞানের প্রকাশ,
সহজে সে জ্ঞান কভু নাহি হয় নাশ।
নামের রঙ্গেতে যার রাঙ্গা দেহ মন,
পরব্রহ্ম সঙ্গে বাস করে সেই জন।
যেমন নদীর জল সাগরে মিলায়,
মহাজ্যোতি মাঝে ক্ষুদ্র আলোক লুকায়।
আসা যাওয়া মিটে যায় লভয়ে বিশ্রাম,
রে নানক, প্রভুগুণ সদা কর গান॥

সুখমনী

দ্বাদশ অধ্যায়

সুখী বসৈ মসকিনিয়া, আপ নিবারতলে।
বড়ে বড়ে অহংকারীয়া, নানক গরব গলে॥

গর্ব্বোদ্ধত অহংকারী জন—
রে নানক, তারা বড় দুখী;
অহংকার নাশ হয় যার,
দরিদ্র হলেও সেই সুখী॥

১

যিস্‌কৈ অংতর রাজ অভিমান।
সো নরক পাতো হোবত সুআন॥
যো জানৈ মৈ যৌবনবংত।
সো হোবত বিষ্ঠা কা যংত॥
আপস কউ কর্ম্মবংত কহাবৈ।
জনমি মরে বহু যোন ভ্রমাবৈ॥
ধন ভূমি কা যো করৈ গুমান।
সো মূরখ অংধা অজ্ঞান॥

কর কিরপা যিস্‌কৈ হিরদে গরিবী বসাবৈ।
নানক ইহা মুকত আগৈ সুখ পাবৈ॥

যাহার অন্তরে আছে রাজ্য অভিমান,
নরকে পতিত সেই কুক্কুর সমান।
যৌবনের অভিমান মনে যার হয়,
বিষ্ঠা মাঝে কীট সেই, নাহিকো সংশয়।
আপনি সুকর্ম্মী বলি ভাবে যেই নরে,
বহু যোনি ভ্রমে সেই জন্মে আর মরে।
ভূমির বা ধনের যে করে অভিমান,
সেই মূর্খ বড় অন্ধ নিতান্ত অজ্ঞান।
অন্তরে বিনয়ী যেবা, প্রভু কৃপাবলে,
ইহকালে সুখী সেই মুক্ত পরকালে॥

২

ধনবংতা হোয় করি গরবাবৈ।
ত্রিণ সমান কছু সংগি ন যাবৈ॥
বহু লস্‌কর মানুষ ঊপর করৈ আশ।
পল ভিতর তাকা হোয় বিনাশ॥
সভিতে আপি জানৈ বলবংত।
খিন মহি হোয় যায় ভসমংত॥

কিসৈ ন বদৈ আপ অহংকারী।
ধরম রায় তিস করৈ খুয়ারী॥
গুর প্রসাদি যাকা মিটৈ অভিমান।
সো জন, নানক, দরগহ পরবান॥

ধনবান বৃথা করে ধনের গরবে,
একটী তৃণও কভু সঙ্গে নাহি যাবে।
লোক-জন দাস-দাসী বৃথা তার আশা,
পলকের মাঝে তোর ভেঙ্গে যাবে বাসা।
সবচেয়ে বলবান ভাবো আপনায়,
ক্ষণ মধ্যে ভস্ম হবে শ্মশান চিতায়।
অহঙ্কার বশে কিছু গ্রাহ্য নাহি হয়,
ধর্ম্মের বিচারে তার পাবে পরিচয়।
শ্রীগুরু প্রসাদে যার মিটে অভিমান॥
রে নানক, দরবারে সেই পাবে মান॥

৩

কোটি করম করৈ হউ ধারৈ।
শ্রম পাবৈ সগলে বিরথারৈ॥
অনিক তপস্যা করৈ অহংকার।
নরক স্যুরগ ফির ফির অবতার॥

অনিক যতন কর আতম নহি দ্রবৈ ।
হরি দরগহ কহ কৈসে গবৈ ॥
আপস কৌ যো ভলা কহাবৈ ।
তিসহি ভলাই নিকট ন আবৈ ॥
সরব রেণ যাকা মন হোয় ।
কহু নানক, তাকি নিরমল সোয় ॥

সুকর্ম্ম করয়ে বহু, কিন্তু অভিমানী,
পণ্ডশ্রম তার হায়, বিফল জীবনী ।
বিবিধ তপস্যা করে, তবু অহঙ্কার,
স্বর্গে ও নরকে সেই ঘুরে বারম্বার ।
অহঙ্কার হৃদে রাখি ভাল হতে চায়,
হরির দুয়ারে তার আর্ত্তি না পৌঁছায় ।
আপনারে ভাল বলি মনে যার জানা,
ভালোর রাজত্বে তার কভু নহে থানা ।
সবার চরণ রেণু হয়ে যেই রয়,
রে নানক, সুনির্ম্মল সাধু সে নিশ্চয় ॥

৪

যবলগ জানে মুঝতে কছু হোয় ।
তব ইস্‌কউ সুখ নাহি কোয় ॥

যব ইহু জানৈ মৈ কিছু করতা।
তবলগ গরভ যোনি মহি ফিরতা॥
হব ধারৈ কোউ বৈরী মিত।
তবলগ নিহচল নাহি চিত॥
যবলগ মোহ মগন সংগি মায়।
তবলগ ধরম রায় দেয় সজায়॥
প্রভ কিরপাতে বন্ধন তুটে।
গুরু প্রসাদি নানক হউ ছুটে॥

'আমি করি—আমি কর্ত্তা' এ বিশ্বাস যার,
কোনো সুখে তার কভু নাহি অধিকার।
'আমি করি' যার মনে এ বিশ্বাস ধরে,
পুনঃ পুন গর্ভবাসে জন্মে আর মরে।
'কেহ শত্রু কেহ মিত্র' এ বিশ্বাস যার,
কিসে চিত্ত স্থির বল হইবে তাহার।
মোহ ও মায়ার বসে রহে যতদিন,
ধর্ম্মের বিচারে সাজা লভে ততদিন।
গুরুর কৃপায় হয় বন্ধন ছেদন,
শ্রীগুরু প্রসাদে অহঙ্কার বিমোচন॥

৫

সহস খটে লখকউ উঠ ধাবৈ।
ত্রিপতি ন আবৈ মায়া পাছৈ পাবৈ॥
অনিক ভোগ বিখিয়াকে করৈ।
নহি ত্রিপতাবৈ খপি খপি মরৈ॥
বিনা সংতোষ নাহি কোউ রাজৈ।
সুপন মনোরথ বৃথে সভ কাযৈ॥
নাম রংগি সরব সুখ হোয়।
বড় ভাগীকি সৈ পরাপতি হোয়॥
করণ করাবন আপে আপি।
সদা সদা নানক হরি জাপি॥

সহস্রের অধিকারী লক্ষ পানে ধায়,
মায়ায় ঘুরিয়া ফিরে তৃপ্তি নাহি পায়;
নানারূপে বিষয়ের নানা ভোগ করে,
কিছুতেই তৃপ্তি নাই, বৃথা খেটে মরে।
সন্তোষ বিহনে নর তৃপ্তি নাহি পায়,
বিফল সকল কার্য্য স্বপনের প্রায়।
নামে যার মগ্ন চিত্ত, সর্ব্ব সুখ তার,
ভাগ্যবান-জন করে হরি নাম সার।

সর্ব্ব কারণের তিনি কারণ নিদান,
রে নানক, সদাকাল জপ হরিনাম ॥

৬

করণ করাবন করনৈহার।
ইস্‌কে হাথ কহা বিচার ॥
যৈসি দৃষ্টি করৈ তৈসা হোয়।
আপে আপি আপি প্রভু সোয় ॥
যো কিছু কিনো সু অপনৈ রংগি।
সভতে দূরি সভহু কৈ সংগি ॥
বুঝৈ দেখৈ করৈ বিবেক।
আপহি এক আপহি অনেক ॥
মরৈ ন বিনশৈ আবৈ ন যায়।
নানক সদহি রহিয়া সমায় ॥

সৃষ্টি কর্ত্তা ধাতা তিনি কারণ-কারণ,
বাক্য ও বিচার সব তাঁহার সৃজন।
যেমন করিবে দৃষ্টি হবে সেইরূপ,
আপনাতে বিরাজিত আপন স্বরূপ।
তাঁহার ইচ্ছায় সর্ব্ব সৃষ্টি স্থিতি রটে,
সব হৈতে দূরে তিনি, সবার নিকটে।

বুঝেন, দেখেন, সদ করেন বিচার,
এক হয়ে বহু তিনি, কেহ নাই আর।
মৃত্যুহীন ধ্বংসহীন—আসা যাওয়া নাই,
রে নানক, সর্ব্ব ঘটে সদা তাঁর ঠাঁই॥

৭

আপ উপদেশ সমঝে আপি।
আপে রচিয়া সভকৈ সাথি॥
আপি কিনো আপন বিস্থার।
সভ কিছু উস্‌কা ওহু করনৈ হার॥
উস্‌তে ভিংন কহহু কিছু হোয়।
থান থনংতর এক্কৈ সোয়॥
অপুনে চলিত আপি করনৈ হার;
কৌতুক করৈ রংগি অপার॥
মন মহি আপ, মন অপুনে মাহি।
নানক কিমতি কহনু ন যায়ি॥

তিনি উপদেশ-দাতা তিনিই গৃহিতা,
বিশ্ব রচয়িতা তিনি বিশ্বব্যাপি-ধাতা।
আপনিই আপনাকে করেন বিস্তার,
সবার মালিক তিনি সৃষ্টিও তাঁহার।

তিনি ছাড়া ত্রিভুবনে কিছু নাহি হয়,
সর্ব্ব ঘটে সেই এক বিরাজিত রয়।
আপনার কর্ম্ম তিনি করেন আপনি,
কতনা কৌতুক তাঁর, রঙ্গী-শিরোমণি।
মনের মনন তিনি মন তাঁতে ভায়,
নানক, স্বরূপ তাঁর কহনে না যায়॥

৮

সতি সতি সতি প্রভু সোয়ামী।
গুরু প্রসাদি কিনৈ বখ্যানী॥
সচ সচ সচ সভ কিনা।
কোটি মধ্যে কিনৈ বিরলৈ চিনা॥
ভলা ভলা ভলা তেরা রূপ।
অতি সুন্দর অপার অনূপ॥
নিরমল নিরমল নিরমল তেরি বাণী।
ঘটি ঘটি ঘটি শুনি শ্রবণ বখানী॥
পবিত্র পবিত্র পবিত্র পুণীত।
নাম জপৈ নানক, মন প্রীত॥

সত্য সত্য সত্য কহি সেই প্রভু স্বামী,
শ্রীগুরু প্রসাদে হয় তাঁর গুণে জ্ঞানী।

সত্য সত্য সত্য কহি তাঁর সব জানা,
কোটী মধ্যে একজন পায় সে ঠিকানা।
সুন্দর সুন্দর সার সুন্দর স্বরূপ,
সুন্দর সুন্দর তুমি অপার অনূপ।
নিরমল নিরমল কী নির্ম্মল বাণী,
ঘটে ঘটে শুনি তাহা জুড়াই শ্রবণী।
পরম পবিত্র তুমি পবিত্র পাবক,
প্রীত মনে নাম জপ কররে নানক॥

সুখমনী

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সংত শরণি যো জন পরৈ
সো জন উধরণ হার।
সংত কি নিংদা, নানক,
বহুর বহুর অবতার॥

সাধুর শরণ যে করে গ্রহণ,
অনায়াসে ভব তরে;
সাধুর নিন্দা যার রসনায়,
সে শুধু জন্মে-মরে॥

১

সংত কৈ দুখনি আরজা ঘটৈ।
সংত কৈ দুখনি যম তে নহি ছুটৈ॥
সংত কৈ দুখনি সুখ সভ যায়।
সংত কৈ দুখনি নরক মহি পায়॥
সংত কৈ দুখনি মত হোয় মলিন।
সংত কৈ দুখনি শোভা তে হীন॥
সংত কৈ হতেকউ রখৈ ন কোয়।
সংত কৈ দুখনি থান ভ্রষ্ট হোয়॥

সংত কৃপাল কৃপা যে করৈ।
নানক সংত সংগি নিংদক ভি তরৈ ॥

সাধুজনে দুঃখ দিলে পরমায়ু ক্ষয়,
সাধুজনে দুঃখ দিলে রহে যমভয়।
সাধুজনে দুঃখ দিলে সুখ হয় নাশ,
সাধুজনে দুঃখ দিলে নরকে নিবাস।
সাধুজনে দুঃখ দিলে মানস মলিন,
সাধুজনে দুঃখ দিলে হয় শোভাহীন।
সাধু-দুঃখ দাতা কভু রক্ষা নাহি হয়,
সাধুকে বেদনা দিলে স্থান ভ্রষ্ট হয়।
দয়াল সাধুর কৃপা লভে ভাগ্যবান,
রে নানক, সাধু সঙ্গে নিন্দুকের ত্রাণ ॥

২

সংত কৈ দুখনি নতে মুখ ভবৈ।
সংতন কৈ দুখনি কাগ যিউ লবৈ ॥
সংতন কৈ দুখনি সরপ যোনি পায়।
সংত কৈ দুখনি ত্রিগদ যোনি কিরমায় ॥
সংতন কৈ দুখনি ত্রিষণা মহি জ্বলৈ।
সংত কৈ দুখনি সভকো ছলৈ ॥

সংত কৈ দুখনি তেজ সভ যায়।
সংত কৈ দুখনি নীচ নীচায় ॥
সংত দোষী কা থাউ কো নাই।
নানক, সংত ভাবৈতা ওয়ভি গতি পাই ॥

সাধুকে বেদনা দিলে মুখ হেট হয়,
কাকের সমান তার চরিত্র নিশ্চয়।
সাধুকে যে দুঃখ দেয় সর্পযোনি তার,
অথবা তির্য্যগ যোনি সেই দুরাচার।
তৃষ্ণার সময় তার নাহি মিলে জল,
সাধু-দুঃখদাতা জনে সবে করে ছল।
সব তেজ অনায়াসে করে পলায়ন,
নীচ হতে আরো নীচে তাহার পতন।
সাধু নিন্দুকের স্থান ত্রিভুবনে নাই,
তবুও সে লভে গতি সাধুর কৃপায় ॥

৩

সংত কা নিংদক মহা অততাই :
সংত কা নিংদক খিন টিকন ন পাই ॥
সংত কা নিংদক মহা হতিয়ারা।
সংত কা নিংদক পরমেশ্বর মারা ॥

সংত কা নিংদক রাজতে হীন।
সংত কা নিংদক দুখিয়া অর দীন॥
সংত কে নিংদক কউ সরব রোগ।
সংত কে নিংদক কউ সদা বিয়োগ॥
সংত কে নিংদা দোষ মহি দোষ।
নানক সংত ভবৈ তা উসকা হোয় মোক্ষ্॥

সাধুর নিন্দুক মহাশত্রু পৃথিবীর,
সাধুর নিন্দুক কভু হতে নারে স্থির।
সাধুর নিন্দুক যেন হত্যাকারী জন,
পদে পদে ভগবান দেন নির্য্যাতন।
সাধুর নিন্দুক জন চির তৃপ্তিহীন,
সাধুর নিন্দুক জন বড় দুঃখী-দীন।
সাধুর নিন্দুক করে সর্ব্বরোগ ভোগ,
বিধির করুণা হতে তাহার বিয়োগ।
রে নানক, সাধু নিন্দা দোষে দোষীজন,
সাধু কৃপা বলে হয় তাহারও মোচন॥

৪

সংত কা দোষী সদা অপবিত্র।
সংত কা দোষী কিসৈকা নহি মিত্র॥

সংত কে দোখী কউ ডান লাগৈ।
সংত কে দোখী কউ সভ তিয়াগৈ॥
সংত কা দোখী মহা অহংকারী।
সংত কা দোখী সদা বিকারী॥
সংত কা দোখী জনমৈ মরৈ।
সংত কি দুখনা সুখতে টরৈ॥
সংত কে দোখী কউ নাহি ঠাউ।
নানক, সংত ভাবৈ তা লয়ে মিলায়॥

সাধু নিন্দাকারী সদা থাকে অপবিত্র,
সাধু নিন্দাকারী নহে কাহারও মিত্র।
সাধু নিন্দাকারী জনে গুরু দণ্ড পায়,
হেন জনে সকলেই ত্যাগ করি যায়।
সাধুদ্বেষী জন বড় অহঙ্কারী হয়,
সদাই বিকারযুক্ত তাহার আশয়।
সাধুদ্বেষী জন শুধু জন্মে আর মরে,
চির সুখ হতে সেই বঞ্চিয়া বিচরে।
রে নানক, সাধু দ্বেষী নাই কোনো স্থান,
সাধু কৃপা হলে সেও পায় ভগবান॥

৫

সংত কা দোখী অধবীচ তে টুটৈ।
সংত কা দোখী কিতৈ কায ন পঁহুচৈ॥
সংত কে দোখী কউ উদ্যান ভ্রমাইয়ৈ।
সংত কা দোখী উঁঝড়ি পাইয়ৈ॥
সংত কা দোখী অংতর তে থোঁথা।
যিউ শাস বিনা মিরতক কি লোঁথা॥
সংত কে দোখী কি জড় কিছু নাহি।
আপন বীজি আপে হি খাহি॥
সংত কে দোখী কউ অবর ন রাখন হার।
নানক সংত ভাবৈ তা লয়ে উবার॥

সাধু-দ্বেষী জন সদা জীবন্মৃত রয়,
কোনো কার্য্য কভু তার সফল না হয়।
সাধু দ্বেষী জন সদা ফিরে বনে বনে,
মরুভূমি মাঝে সেই রহে বিচরণে।
সাধু নিন্দুকের শূন্য অন্তর-হৃদয়,
শ্বাস হীন মৃতব্যক্তি যেন পড়ে রয়।
সাধুদ্বেষী জনে নাই দাঁড়াবার ঠাঁই,
যেমন বপন করে ফল ভোগে তাই।

কেহ না রাখিতে পারে সাধুদ্বেষী জনে,
রে নানক উদ্ধারে সে সাধুকৃপা গুণে ॥

৬

সংত কা দোখী ইউ বিললায় ।
যিউ জল বিহুন মছলি তড়ফড়ায় ॥
সংত কা দোখী ভুখা নহি রাজৈ ।
যিউ পাবক ইধঁনি নহি ধ্রাপৈ ॥
সংত কা দোখী ছুটৈ ইকেলা ।
যিউ বুআড় তিল খেত মাহি দুহেলা ॥
সংতকা দোখী ধরম তে রহত ।
সংত কা দোখী সদ মিথিয়া কহত ॥
কিরত নিংদককা ধুরি হি পয়া ।
নানক যো তিস ভাবৈ সোই থিয়া ॥

সাধুর নিন্দুক জন ফাঁপরিয়া মরে,
জল বিনা মৎস্য যেন ছটফট্ করে ।
সাধুদ্বেষী ভোগে কভু তৃপ্তি নাহি পায়,
ইন্ধন পাইলে অগ্নি আরো বেড়ে যায় ।
সাধুদ্বেষী জন একা ছুটাছুটি করে,
শস্যহীন গাছ যথা বৃথা নড়ে চড়ে ।

সাধুদ্বেষী জন বড় ধর্ম্ম হীন হয়,
অকারণ অবিরত মিথ্যাকথা কয়।
আকাশে ছড়ালে ধূলি ফিরে আসে গায়,
রে নানক যাহা ঘটে হরির ইচ্ছায় ॥

৭

সংত কা দোষী বিগড়রূপ হোয় যায়।
সংত কে দোষী কউ দরগহ মিলৈ সজায় ॥
সংত কা দোষী সদা সহকাইঐ।
সংত কা দোষী ন মরৈ ন জীবাইঐ ॥
সংত কা দোষী কি পূরৈ ন আশা।
সংত কা দোষী উঠ চলৈ নিরাশা ॥
সংত কৈ দোষী ন তুষ্টৈ কোয়।
যৈসা ভাবৈ তৈসা কোই হোয় ॥
পইয়া কিরত ন মেটৈ কোয়।
নানক, জানৈ সাচা সোয় ॥

সাধুদ্বেষী জন হয় মূরতি বিকৃত,
ভগবান দ্বারে সাজা পায় অবিরত।
অনুতাপে ভুগে মরে সাধুদ্বেষী জন,
জীবিত কি মৃত তার নাহি নিরূপণ।

সাধুদ্বেষী জনের না কোনো আশা মিটে,
নিরাশা হতাশা লয়ে তা'র দিন কাটে।
কেহ নাহি হয় তুষ্ট সাধুদ্বেষী জনে,
কি ভাবে কাটিবে দিন কেহ নাহি জানে।
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফল নহেতো বিফল,
রে নানক, সত্যময় জানেন সকল ॥

৮

সভ ঘট তিসকে ওহ করনৈহার।
সদা সদা তিস্ কউ নমসকার ॥
প্রভকি উসততি করহু দিন রাত।
তিসহি ধিয়াবহু শ্বাস গিরাশ ॥
সভ কছু বরতৈ তিসকা কিয়া।
যৈসা করৈ তৈসা কো থিয়া ॥
আপনা খেল আপ কর নৈ হার।
দুসর কউন কহৈ বিচার ॥
যিসনো কৃপা করৈ তিস্ আপনা নাম দেয়,
বড় ভাগী নানক জন সোয় ॥

তিনি সকলের স্রষ্টা সকলেই তাঁর,
সদা সদাকাল তাঁরে কর নমস্কার।

দিনরাত কর সেই প্রভুর স্তবন,
প্রতিশ্বাসে প্রতিগ্রাসে কররে স্মরণ।
যাহা কিছু আছে সব তাঁহারি স্থাপন,
যেমন রাখেন সবে থাকয়ে তেমন।
আপনি খেলেন তিনি খেলা আপনার,
দ্বিতীয় কেহই নাই করিবে বিচার।
যাহাকে করুণা করি করে নাম দান,
রে নামক, সেইজন বড় ভাগ্যবান ॥

সুখমনী

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

তজহু সিয়ানপ সুরজনহু
সিমরহু হরি হরি রায়।
এক আশ হরি মন রখহু নানক,
দুখ ভরম ভউ যায়॥

হে বন্ধু, ধূর্ত্ততা ছাড়ি জপ সদা হরি হরি
হরি-পদে স্থির রাখ মন,
দুঃখ ভ্রম ভয় যত সব হবে অপগত,
নানক, স্মররে শ্রীচরণ॥

১

মানুষ ক ঠেক বৃথি সভ জান।
দেবনকৌ একৈ ভগবান॥
যিস্‌কৈ দিয়ৈ রয়ৈ অঘায়।
বহুর ন তৃষণা লাগৈ আয়॥
মারৈ রাখৈ একো আপ।
মানুষকৈ কিছু নাহি হাথ॥

তিস্‌কা হুকুম বুঝ সুখ হোয়।
তিস্‌কা নাম রখ কংঠ পরোয়॥
সিমর সিমর সিমর প্রভু সোয়।
নানক বিঘন ন লাগৈ কোয়॥

মানুষে নির্ভর করা নিতান্ত অজ্ঞান,
দিবার মালিক সেই এক ভগবান।
যে পায় তাঁহার দান তৃপ্ত সেই জন,
বাসনার বশে তার হয় না জনম।
রাখিলে রাখেন তিনি পারেন মারিতে,
মানুষের কিছুমাত্র হাত নাই ইথে।
যে বুঝে হুকুম তাঁর সুখী সেই জন,
তাঁহার মধুর নাম কণ্ঠের ভূষণ।
স্মরণ কররে তাঁরে কররে স্মরণ,
নানক, সকল বিঘ্ন হবে বিমোচন॥

২

উসততি মন মহি কর নিরংকার।
কর মন মেরে সতি বিউহার॥
নিরমল রসনা অমৃত পিউ।
সদা সুহেলা কর লেহি জীউ॥

নৈনহু পেখ ঠাকুর কা রংগ।
সাধ সংগ বিনশৈ সভ সংক॥
চরণ চলউ মারগ গোবিংদ।
মিটহি পাপ জপিয়ে হরি বিংদ॥
কর হরি করম, শ্রবণ হরি কথা।
হরি দরগহ নানক উজল থমা॥

নিরঙ্কার প্রভু-স্তুতি কর ওরে মন,
অবিরাম কর মন সত্যের সাধন।
নির্ম্মল রসনা কর সে অমৃত পান,
সুখময় হয়ে যাক্ জীবনের গান।
নয়ন দেখিয়া লও ঠাকুরের রঙ্গ,
আশঙ্কাহরণ সেই কর সাধুসঙ্গ।
৮ গোবিন্দ দর্শনে চল, ওরে রে চরণ,
জপ নাম, সর্ব্ব পাপ হবে বিমোচন।
শ্রীহরির কর্ম্ম কর, শুন হরিকথা,
হরির দুয়ারে নত নানকের মাথা॥

৩

বড় ভাগী তে জন জগ মাহি।
সদা সদা হরিকে গুণ গাহি॥

রাম নাম যো করহি বিচার।
সে ধনবংত গনি সংসার ॥
মন তন মুখ বোলহি হরিমুখী।
সদা সদা জানহু তে সুখী ॥
এক এক এক পছানৈ।
ইত উতকি ওহ সোঝি জানৈ ॥
নাম সংগ জিস্‌কা মন মানিয়া।
নানক তিনহি নিরংজন জানিয়া ॥

সেই বড় ভাগ্যবান এ জগত মাঝে,
হরিগুণ গান সদা যার কণ্ঠে রাজে।
রাম নাম লইবার বিচার যাহার,
সেই তো যথার্থ ধনী সংসার মাঝার।
তনু-মন-মুখে যার হরি উচ্চারণ,
সকলের মাঝে সেই সদা সুখী জন।
সেই এক অদ্বিতীয় যার আছে চেনা,
ইহলোকে পরলোকে সব তার জানা।
নামের সঙ্গেতে যার মজিয়াছে মন,
নানক, সেই সে জানে প্রভু নিরঞ্জন ॥

৪

গুরপ্রসাদি আপন আপ সুঝৈ।
তিস্‌কি জানহু ত্রিষণা বুঝৈ॥
সাধ সংগ হরি হরি যশ কহত।
সরব রোগতে ওহ হরিজন রহত॥
অনদিন কিরতন কেবল বখিয়ান।
গৃহস্থ মহি সোই নিরবান॥
এক উপর যিস্‌ জনকি আশা।
তিস্‌কি কটিয়ৈ যম কি ফাসা॥
পারব্রহ্ম কি যিস মন ভুখ।
নানক তিসহি ন লাগহি দুখ॥

শ্রীগুরু প্রসাদে দৃষ্টি খুলিয়াছে যার,
সর্ব্ব তৃষ্ণা বাসনায় জলাঞ্জলি তার।
সাধু সঙ্গে হরি-যশ যে করে কীর্ত্তন,
সর্ব্ব-ব্যাধি মুক্ত সেই হরিভক্ত জন
অনুদিন হরিনাম কীর্ত্তন ব্যাখ্যান,
গৃহস্থ হলেও সেই লভয়ে নির্ব্বাণ।
একের উপরে যার অফুরন্ত আশ,
অনায়াসে কাটে তার সর্ব্ব যম-ফাঁস।

পরব্রহ্ম লাগি যার মনে আছে ভুখ,
রে নানক, তার আর নাই কোন দুখ ॥

৫

যিসকউ হরিপ্রভু মন চিত আবৈ।
সো সংত সুহেলা নহি ডুলাবৈ ॥
যিস্ প্রভু অপনি কৃপা করৈ।
সে সেবক কহু কিস্‌তে ডরৈ ॥
যৈসা সা তৈসা দৃষ্টায়া।
অপনে কারয মহি আপ সমায়া ॥
শোধত শোধত শোধত শোঝিয়া।
গুরু প্রসাদি তত সভ বুঝিয়া ॥
যব দেখউ তব সভ কিছু মূল।
নানক সে সুষম্ সোই অস্‌থুল ॥

চিত্ত ও মানসে হরিপ্রভু অচঞ্চল,
সেই সাধু সদা সুখী নির্ভীক অটল।
যাহাকে করেন কৃপা প্রভু-পারাবার,
সে দাসের ভয় নাই এ জগতে আর।
জীবনের যত ভোগ সব তার জানা,
সর্ব্বকর্ম্ম মাঝে নিত্য আঝে তার থানা।

আপনি শোধন করি আপনার চিত্ত,
শ্রীগুরু প্রসাদে লভে অফুরন্ত তত্ত্ব।
যাহা কিছু দেখি সব তিনি তার মূল,
রে নানক, তিনি সূক্ষ্ম তিনি অতি স্থূল॥

৬

নহ কিছু জনমৈ নহ কিছু মরৈ।
আপন চলিত আপহি করৈ॥
আবন যাবন দৃষ্ট অনদৃষ্টি।
আজ্ঞাকারী ধারী সভ সৃষ্টি॥
আপে আপি সগল মহি আপি।
অনিক যুগতি রচি থাপিউ আপি॥
অবিনাশী নাহি কিছু খংড।
ধারণ ধারী রহিও ব্রহ্মাণ্ড॥
অলখ অভেদ পুরুষ পরতাপ।
আপি জপায় ত নানক জাপ॥

জনম নাহিকো তাঁর না আছে মরণ,
আপনি আপন কর্ম্ম করে সমাপন।
আসেন—যায়েন তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ,
সকল সৃষ্টিই তাঁর আজ্ঞাধীন দাস।

আপনার মাঝে তিনি আপনি বিহরে,
কৌশলে রচনা তাঁর কৌশলে সম্বরে।
অবিনাশী প্রভু মোর অংশ নাই আর,
ধারণ করেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অপার।
অলক্ষ্যপুরুষ তাঁর অনন্ত প্রতাপ,
রে নানক, কৃপা বলে কর নাম জাপ॥

৭

যিন্ প্রভ জাতা সু শোভাবংত।
সগল সংসার উধরৈ তিন মংত॥
প্রভকে সেবক সগল উধারণ।
প্রভকে সেবক দুখ বিসারণ॥
আপে মেল লয়ে কিরপাল।
গুর কা শবদ জপি ভয়ে নিহাল॥
উনকি সেবা সোই লাগৈ।
যিসনো কৃপা করহি বড় ভাগৈ।
নাম জপত পাবহি বিশ্রাম।
নানক তিন পুরুষ কউ উতম করি মান॥

যে জানে প্রভুকে সেই শোভার আধার,
তার উপদেশে হয় সংসার উদ্ধার।

সবার উদ্ধারকারী প্রভুর সেবক,
প্রভুর সেবক সর্ব্ব দুঃখ নিবারক।
কৃপা করি সকলের সঙ্গেতে মিশিয়া,
উদ্ধার করেন গুরুদত্ত মন্ত্র দিয়া।
বহু ভাগ্যে হেন কৃপা যে লভে যখন,
সেই ধন্য ভগবৎ—ভক্ত মহাজন।
বিশ্রাম লভিবে যদি জপ সদা নাম,
৭ রে নানক, সে পুরুষ অতি ভাগ্যবান॥

৮

যো কিছু করৈ সে প্রভ কৈ রংগি।
সদা সদা বসৈ হরি সংগি॥
সহজ শুভায় হোবৈ সু হোয়।
করনৈ হার পছানৈ সোয়॥
৮ প্রভকা কিয়া জন মিঠ লগানা।
যৈসা সা তৈসা দৃষ্টানা॥
যিসতে উপজে তিস মাহি সমায়ে।
ওয় সুখ নিধান উনহু বনিয়ায়ে॥
আপস কউ আপ দিনোমান।
নানক প্রভ জন একো জান॥

ভক্ত যাহা কিছু করে প্রভুরই রঙ্গ,
ভক্ত অবিরাম করে শ্রীহরির সঙ্গ।
সহজ উদ্দেশ্যে শুভ কার্য্য করে সেই,
মালিকের পরিচয় মনে জানে যেই।
প্রভুর জনের প্রভু বড় মিঠা লাগে,
ভূত ভবিষ্যত তার দৃষ্টিপথে জাগে।
যাহা হতে জন্ম, ভক্ত স্থিতি করে তথা,
সুখের নিদান তিনি সকল নির্ম্মাতা।
আপনি আপন মান করেন স্থাপন,
প্রভু ও তাঁহার জন দুইয়ে একজন॥

সুখমনী

পঞ্চদশ অধ্যায়

সর্ব্ব কলা ভরপুর, প্রভ, বিরথা জাননহার।
যাকৈ সিমরনি উধরিয়ে, নানক তিস্ বলিহার ॥

প্রভু মোর সর্ব্ব সৃষ্টিময়,
সকলের মনোভাব জানেন নিশ্চয়।
রে নানক, যাই বলিহারি,
তাঁহার স্মরণে মোরা উদ্ধারিতে পারি ॥

১

টুটি গাড়ন হার গোপাল।
সরব জীয়া আপে প্রতিপাল ॥
সগল কি চিন্তা যিস্ মন মাহি।
তিস্‌তে বিরথা কোই নাই ॥
রে মন মেরে, সদা হরি জাপি।
অবিনাশী প্রভু আপে আপি ॥

আপন কিয়া কছু ন হোয়।
যে সউ প্রাণী লোচৈ কোঁয়॥
তিস্ বিন নাহি তেরৈ কিছু কাম।
গতি নানক জপি এক হরিনাম॥

ভাঙ্গা জোড়া দিতে পারে আমার গোপাল
সকল জীবের প্রতিপালক দয়াল।
সবার ভাবনা তাঁর মানসে মনন,
নিস্ফল হইয়া কেহ ফিরেনা কখন।
রে আমার মন, জপ হরি হরি নাম,
অবিনাশী প্রভু হের সদা বর্ত্তমান।
আপন চেষ্টায় কিছু হয় না কখন,
তথাপি মানব চেষ্টা করে প্রাণপণ।
তিনি ছাড়া কিছুতেই নাই তোর কাম,
নানকের গতি মুক্তি জপি হরিনাম॥

২

রূপবংত হোয় নাহি মোহৈ।
প্রভু কি জ্যোতি সগল ঘট সোহৈ॥
ধনবংত হোয় কিয়া কো গরবৈ।
যা সভ কিছু তিস্‌কা দিয়া দরবৈ॥

অতি সূরা যো কোউ কহাবৈ।
প্রভু কি কলা বিনা কহ ধাবৈ ॥
যে কো হোয় বহৈ দাতার।
তিস্ দেনহার জানৈ গাবার ॥
ঘিস্ গুর প্রসাদি তুটৈ হউ রোগ।
নানক সো জন সদা অরোগ ॥

৭

মোহাচ্ছন্ন হইও না ওগো রূপবান,
প্রভুর মাধুরী তব রূপের নিদান।
ধনবান্, কেন মিছে ধনের গৌরব ?
যা' কিছু পেয়েছ তুমি তাঁর দেওয়া সব।
হে বীর; বলের তুমি করো না বড়াই,
প্রভুর শকতি বিনা তব শক্তি নাই।
৮ দাতা বলি' মনে মনে বৃথা অহঙ্কার,
দেওয়ার মালিক তিনি কেহ নাই আর।
শ্রীগুরু প্রসাদে যার হুঙ্কার না রয়,
রে নানক, ব্যাধি মুক্ত সেই মহাশয় ॥

৩

যিউ মন্দরকউ থামৈ থংমন।
তিউ গুরুকা শবদ মনহি অসথংমন ॥

যিউ পাষাণ নাব চড় তরৈ।
প্রাণী গুরচরণ লগত নিস্তরৈ ॥
যিউ অন্ধকার দীপক পরগাস্থু।
গুরু দরশন দেখ মন হোয় বিগাশু ॥
যিউ মহা উদিয়ান মহি মারগ পাবৈ।
তিউ সাধুসঙ্গ মিল জোত প্রগটাবৈ ॥
তিন সন্তনকি বাছউ ধূর।
নানক কি হরি লোঁচা পূর ॥

খুঁটির উপরে যথা গৃহ রয় খাড়া.
সেইরূপ গুরুমন্ত্র মনের পাহারা।
পাথর নৌকায় লয়ে নদী হয় পার,
গুরু-পদতরী বলে মানব উদ্ধার।
অন্ধকারে দীপ যথা আলোক বিতরে,
শ্রীগুরু দর্শনে মন বিকশিত করে।
মহাবনে হারা-পথ মিলে অবশেষে,
সাধুসঙ্গে সেইরূপ জ্যোতি পরকাশে।
সাধুর চরণ ধূলি বাঞ্ছা নানকের,
হে হরি, পূরাও এই বাসনা মনের ॥

৪

মন মূরখ কাহে বিললাইয়ৈ।
পূরব লিখেকা লিখিয়া পাইয়ৈ॥
দুখ সুখ প্রভ দেবনহার।
অবর তিয়াগ তুঁ তিস্‌হি চিতার॥
যো কছু করৈ সোই সুখ মান।
ভুলা কাহে ফিরহি অজান॥
কউন বসতু আই তেরৈ সংগ।
লপট রহিও রস লোভী পতংগ॥
রাম নাম জপ হিরদৈ মাহি।
নানক পতসেতী ঘর যাহি॥

মূর্খ মন, কেন বৃথা করিছ বিলাপ,
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফলে পাইতেছ তাপ।
সুখ-দুঃখদাতা সেই এক প্রভু হন,
সব চিন্তা ছাড়ি কর তাঁহার মনন।
যে কিছু বিধান তাঁর সব তোর সুখ,
অজ্ঞানের বসে শুধু মানিতেছ দুখ।
কোন্ বস্তু তোর সঙ্গে এসেছে জগতে ?
চিটা লোভী কীট প্রায় লিপ্ত রলি তা'তে।

রামনাম জপ করি গোপন অন্তরে,
রে নানক, যাত্রা কর আপনার ঘরে ॥

৫

`যিস্ বঁখর কউ লৈন তুঁ আয়া।
রাম নাম সংতন ঘর পায়া ॥
ত্যজ অভিমান লোহু মন মোল।
রাম নাম হিরদৈ মহি তোল ॥
লাদ খেপ সংতহ সংগ চাল।
অবর তিয়াগ বিখিয়া জংজাল ॥
ধংন ধংন কহৈ সভ কোয়।
মুখ উজ্জল হরি দরগহ সোয় ॥
এহু ব্যাপার বিরলা ব্যাপারৈ।
নানক তাকৈ সদ বলিহারৈ ॥

যে বস্তু পাবার লাগি এসেছ এ ঘটে,
পেয়েছ সে রামনাম সাধুর নিকটে।
ত্যজ অভিমান মন, যোগ্য মূল্য দিয়া,
রামনাম হিয়া মাঝে রাখহ সঞ্চিয়া।
এ হেন সঞ্চয় লয়ে কর সাধুসঙ্গ,
বিষবৎ ত্যাগ কর বিষয়ের রঙ্গ।

ধন্য ধন্য সব লোক করিবে তোমারে;
উজ্জ্বল হইবে মুখ হরির দুয়ারে।
নামের ব্যাপারী বড় দুর্লভ সংসারে,
রে নানক, বলিহারী যাই আমি তারে॥

৬

চরণ সাধকে ধোয় ধোয় পিউ।
অরপ সাধকউ অপনা জীউ॥
সাধ কি ধূর করহু ইস্‌নান।
সাধ উপর যাইয়ৈ কুরবান॥
সাধ সেবা বড় ভাগী পাইয়ৈ।
সাধ সংগ হরি কীরতন গাইয়ৈ॥
অনিক বিঘনতে সাধু রাখৈ।
হরিগুণ গায় অমৃত রস চাখৈ॥
ওঠ গহি সংতহ দর আয়া।
সবর সুখ নানক তিহ পায়া॥

সাধুর চরণ ধুয়ে ধুয়ে কর পান,
আপন জীবন কর সাধু-পদে দান।
সাধু-পদরজ মাখি নিত্য কর স্নান,
সাধুর চরণে কর আত্ম বলিদান;

বহু ভাগ্যে হয় সাধু সেবা অধিকার,
শ্রীহরি কীর্ত্তন, সাধু সঙ্গে কর সার।
বহু বিঘ্ন নাশ হয় সাধুর কৃপায়,
হরিগুণ গাহি রস অমৃত চাখায়।
সাধুর আশ্রয় লভি যত ভাগ্যবান,
রে নানক, সুখে পায় দরবারে স্থান ॥

৭

মিরতক কউ জীবালনহার।
ভুখে কউ দেবত আধার ॥
সরব নিধান যাকি দৃষ্টি মাহি।
পূরব লিখেকা লহনা পাহি ॥
সভা কিছু তিস্‌কা ওহ করনৈ যোগ।
তিস্ বিন দুসর হোয়া ন হোগ ॥
জপ জন সদা সদা দিন রৈনী।
সভতে উচ নিরমল ইহ করনী ॥
কর কিরপা যিস্ কউ নাম দিয়া।
নানক সো জন নিরমল থীয়া ॥

মৃতকে জীবিত কর হে প্রভু আমার,
ক্ষুধার্ত্তকে নিরবধি যোগাও আহার।

তোমার দৃষ্টিতে লভে সকল সম্পদ,
যার যেন ভাগ্য তারে দাও সেই পদ।
সব কিছু তাঁর তিনি সর্ব্ব শক্তিমান,
কেহ নাই কিছু নাই তাঁহার সমান।
দিবস রজনী কর নাম-জপ সার,
নিরমল কর্ম্ম এই শ্রেষ্ঠ সবাকার।
কৃপা করি যারে নাম দিয়াছে ঠাকুর,
রে নানক, তার মলা হইয়াছে দূর॥

৮

যাকৈ মন গুরকে পরতীত।
তিস্ জন আবৈ হরি প্রভ চিত॥
ভগত ভগত শুনায়ৈ তিহ লোয়।
যাকৈ হিরদৈ একো হোয়॥
সচ করনী সচ তাকি রহত।
সচ হিরদৈ সচ মুখ কহত॥
সাচী দৃষ্ট সাচা আকার।
সচ বরতে সাচা পাসার॥
পারব্রহ্ম যিন সচ কর জাতা।
নানক সো জন সচ সমাতা॥

শ্রীগুরু চরণে যার দৃঢ় ভক্তি হয়,
তাহার হৃদয়ে হরি প্রকাশিত রয়।
লোকে তাঁরে 'ভক্ত' বলি করে সম্বোধন,
তাহার হৃদয়ে ঘটে একের মিলন।
সত্য তাঁর কার্য্য চেষ্টা সত্য আচরণ,
সত্য তাঁর চিত্ত সত্য সকল বচন।
সত্য তাঁর দৃষ্টি সত্য আকার-প্রকার,
তাঁহার জীবন সত্য, সত্য সমাচার।
পরব্রহ্ম সত্য বলি যার আছে জানা,
রে নানক, চির সত্যে তাহার ঠিকানা॥

সুখমনী

ষোড়শ অধ্যায়

রূপ ন রেখ ন রংগ কিছু, ত্রিহু গুণতে প্রভ ভিংন।
তিসহি বুঝায়ে নানক, যিস্ হোবৈ সু প্রসংন ॥

রূপ নাই রেখা নাই বর্ণ নাই তাঁর,
ত্রিগুণ অতীত প্রভু ধন্য।
রে নানক, সেই জানে স্বরূপ তাঁহার—
যারে তিনি হন সুপ্রসন্ন ॥

১

অবিনাশী প্রভু মন মহি রাখ।
মানুষ কি তুঁ প্রীতি তিয়াগ ॥
তিস্‌তৈ পরৈ নাহি কিছু কোয়।
সরব নিরন্তর একো সোয় ॥
আপে বীনা আপে দানা।
গহীর গংভীর গহীর সুজানা ॥
পারব্রহ্ম পরমেশ্বর গোবিংদ।
কিরপা নিধান দয়াল বখসংদ ॥

সাধ তেরে কি চরনী পাউ।
নানককে মন ইহুঁ অনরাউ ॥

অবিনাশী প্রভু মোর রাখ মনে ধরে,
মানুষের সঙ্গে প্রীতি দাও দূর করে।
তিনি ছাড়া কোনো স্থানে কিছু নাই আর,
সকলের মাঝে সদা বসতি তাঁহার।
সব কিছু দেখা তাঁর সব কিছু জানা,
গভীর গম্ভীর তিনি সর্ব্বজ্ঞ সুজানা।
তিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর গোবিন্দ,
কৃপার নিধান তিনি দয়ালু নির্দ্দন্দ।
হে প্রভু, নানক-চিত্তে এই আকিঞ্চন,
তোমার ভক্তের পদে লইব শরণ ॥

২

মনসা পূরণ শরণা যোগ।
যো কর পায়া সোই হোগ ॥
হরণ ভরণ যাকা নেত্র ফোর।
তিস্‌কা মংত ন জানৈ হোর ॥
অনদ রূপ মংগল সদ যাকৈ।
সরব থোক শুনিয়হি ঘর তাকৈ ॥

রাজ মহি রাজা যোগ মহি যোগী।
তপ মহি তপীসর গৃহস্থ মহি ভোগী॥
ধিয়ায় ধিয়ায় ভগতহ সুখ পায়া।
নানক তিস্ পুরুষকা কিনৈ অংত ন পায়া॥

চরণে শরণ নিলে আশা পূর্ণ হয়,
যাহা তাঁর ইচ্ছা, ঘটে তাহাই নিশ্চয়।
হরণ পূরণ যাঁর নেত্রের পলকে,
তাঁহার স্বভাব বল কে বুঝাবে কাকে?
অনাদি আনন্দমূর্ত্তি সুমঙ্গলময়,
সে লোকে বসতি যার সেই মহাশয়।
রাজ্য মধ্যে রাজা তিনি যোগ মধ্যে যোগী.
তপ মধ্যে তপীশ্বর গৃহী মধ্যে ভোগী।
ভক্তগণ যাঁর ধ্যান করি সুখ পায়,
অনন্ত পুরুষ তিনি এ নানক গায়॥

৩

যাকি লীলা কীমত নাহি।
সগল দেব হারে অবগাহি॥

পিতাকা জনম কি জানৈ পুত ।
সগল পরোই অপনে সুত ॥
সুমত জ্ঞান ধিয়ান যিন দেয় ।
জন দাস নাম ধিয়াবহি সেয় ॥
তিহ গুণ মহি যাকউ ভরমায়ে ।
জনম মরৈ ফির আবৈ যায়ে ॥
উচ নীচ তিস্‌কে অস্থান ।
যৈসা জনাবৈ তৈসা নানক জান ॥

যাঁহার লীলার আর নাই পারাপার,
খুঁজিয়া না অন্ত পায় দেবতারা যাঁর ;
পিতার জন্মের কথা পুত্র কি গো জানে ?
সর্ব্ব সৃষ্টি যাঁর সূত্রে রয়েছে গ্রন্থনে ;
শুভমতি জ্ঞান ধ্যান যাকে দেন স্বামী,
সেই দাস নাম-ধ্যানে মগ্ন দিনযামী ।
ত্রিগুণের ফেরে জীব করয়ে ভ্রমণ,
বারবার ঘটে তার জনম মরণ ।
উচ্চ নীচ সব স্থান তাঁহার বিধান,
যে যেমন জন্ম লয় সেই তাঁর স্থান ॥

৪

নানারূপ নানা যাকে অংগ।
নানা ভেখ কর্‌ছি ইক রংগ॥
নানা বিধি কিনো বিস্থার।
প্রভ অবনাশী একংকার॥
নানা চলিত করে খিন মাহি।
পূর্‌ রহিয়ো পূরণ সব ঠায়ী॥
নানা বিধি কর বনত বনাই।
অপনি কীমত আপে পাই॥
সভ ঘট তিস্‌কে সভ তিস্‌কে ঠাউ।
জপ জপ জীবৈ নানক হরি নাউ॥

নানারূপধারী তিনি নানারূপ অঙ্গ,
নানা ভেক ধরি তাঁর নানাবিধ রঙ্গ।
নানা ব্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টিকর্ত্তা শিরোমণি,
অবিনাশী প্রভু এক অদ্বিতীয় তিনি।
ক্ষণ মধ্যে সর্ব্বকার্য্য করেন সাধন,
সর্ব্বস্থানে পরিপূর্ণ পরম রতন।
নানাবিধ স্থষ্টি করি করেন পালন,
আপনার মূল্য তিনি জানেন আপন।

সব জীব তাঁর, এই সৃষ্টি অনুপাম,
নানক, জীবন ভরি কর হরিনাম ॥

৫

নামকে ধারে সগল জংত।
নামকে ধারে খংড ব্রহ্মংড ॥
নামকে ধারে সিমৃত বেদ পূরাণ।
নামকে ধারে শুনন জ্ঞান ধিয়ান ॥
নামকে ধারে আগাশ পাতাল।
নামকে ধারে সগল আকার ॥
নামকে ধারে পূরীয়া সভ ভবন।
নামকে সংগ উধরে শুন শ্রবণ ॥
কর কিরপা যিস্ অপনে নাম লায়ে।
নানক চউথে পদ মহি সো জন গতি পায়ে ॥

নামের কৃপায় সব জীব-জন্তু বাঁচে,
ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করি নাম রহিয়াছে।
নামের কৃপায় স্মৃতি বেদ ও পুরাণ,
শ্রবণ-মনন নাম খেয়ান গেয়ান।
নাম পরিব্যাপ্ত সব আকাশ পাতাল,
নামের কৃপায় সৃষ্টি স্থিতি চিরকাল।

নাম পরিপূর্ণ সব ভবনে ভুবনে,
নামের সঙ্গের গুণে উদ্ধারে সুজনে।
যার কাছে কৃপা করি শ্রীনাম প্রকাশে,
রে নানক, মোক্ষ তার লভ্য অনায়াসে॥

৬

রূপ সতি যাকা সতি অস্থান।
পুরুখ সতি কেবল পরধান॥
করতুতি সতি যাকি বাণী।
সতি পুরখ সভ মাহি সমানী॥
সতি করম যাকি রচনা সতি।
মূল সতি সতি উৎপতি॥
সতি করনী নির্ম্মল নির্ম্মলী।
যিস্‌হি বুঝায়ে তিস্‌হি সভ ভলী॥
সতি নাম প্রভকা সুখদায়ী।
বিশ্বাস সতি নানক গুরতে পাই॥

সত্যই যাঁহার রূপ সত্য যাঁর স্থান,
সত্যময় যিনি সত্য পুরুষ প্রধান;
সত্য যাঁর কার্য্য চেষ্টা সত্য যাঁর বাণী,
সর্ব্বভূতে সমভাবে বিরাজিত তিনি;

তাঁহার করম সত্য সত্য এ রচনা,
মূল সত্য, উৎপত্তিও সত্যের দ্যোতনা।
নির্ম্মল হইতে সুনির্ম্মল তাঁর কর্ম্ম,
সেই ধন্য, যারে তিনি বুঝান এ মর্ম্ম।
নানক, প্রভুর নাম সত্য সুখদাই,
গুরু কৃপাবলে শুধু এ বিশ্বাস পাই ॥

৭

সতি বচন সাধু উপদেশ।
সতি তে জন যাকৈ রিদৈ প্রবেশ ॥
সতি নিরতি বুঝৈ যে কোয়।
নাম জপত তাকি গতি হোয় ॥
আপি সতি কিয়া সভু সতি।
আপৈ জানৈ অপনি মিতি গতি ॥
যিস্‌কি সৃষ্টি সু করণৈ হার।
অবরন বুঝি করত বিচার ॥
করতে কি মিতি ন জানৈ কিয়া।
নানক, যো তিস্ ভাবৈ সো বরতিয়া ॥

সাধুর বচন সত্য, সত্য উপদেশ,
সত্য সেই যে হৃদয়ে করে তা' প্রবেশ।

যে পারে বুঝিতে, তার অনুরাগ হয়,
নাম জপি সেই জন সুগতি লভয়।
তিনি সত্য, সৃষ্টি তার সত্যময় জানি,
আপনার গতি-মতি জানেন আপনি।
যাঁহার নিখিল সৃষ্টি তিনি কর্ত্তা তার,
অন্যে কি বুঝিবে বলো করিয়া বিচার,
কেহ না করিতে পারে তার পরিমাণ,
নানক, তাহার ভাবে ভাবী ভাগ্যবান॥

৮

বিষমন বিষম ভয়ে বিষমাদ।
যিন বুঝিয়া তিস্ আয়া স্বাদ॥
প্রভকৈ রংগ রাচ জন রহৈ।
গুর কৈ বচন পদারথ লহৈ॥
ওয় দাতে দুঃখ কাটন হার।
যাকৈ সংগ তরৈ সংসার॥
জনকা সেবক সো বড়ভাগী।
জনকৈ সংগ এক লিব লাগী॥
গুণ গোবিংদ কীরতন জন গাবৈ।
গুর প্রসাদ নানক ফল পাবৈ॥

আশ্চর্য্য পুরুষে ভাবি স্তব্ধ ত্রিভুবন,
সেই বুঝে, যে পেয়েছে তার আস্বাদন।
প্রভুর যে রঙ্গ-রস জানে হরিজন,
সেই লভে দৃঢ় যার শ্রীগুরু বচন।
হরিজন সর্ব্ব দুঃখ করেন বিনাশ,
হরিজন সঙ্গে মিটে সংসারের ফাঁস।
ভক্তের সেবক যেই, সেই ভাগ্যবান,
হরিভক্ত সঙ্গে হয় হরিরস জ্ঞান।
নানক, গোবিন্দ-গুণ যে করে কীর্ত্তন,
শ্রীগুরু প্রসাদে তার সফল জীবন॥

সুখমনী

সপ্তদশ অধ্যায়

আদি সচ, যুগাদি সচ।
হৈভি সচ, নানক, হো সোভি সচ ॥
বর্ত্তমানে পরে আগে, আদি অন্ত মধ্যভাগে,
সত্য রূপে বিরাজিত সত্য ভগবান।
রে নানক, জপ সদা সত্যময় নাম ॥

১

চরণ সত, সত পরশন হার।
পূজা সত, সত সেবাদার ॥
দরশন সত, সত পেখন হার।
নাম সত, সত ধিয়াবন হার ॥
আপ সত, সত সভধারী।
আপে গুণ, আপে গুণকারী ॥
শবদ সত, সত প্রভু বকতা।
সুরত সত, সত যশ শুনতা ॥
বুঝনহার কৌ সত সভ হোয়।
নানক সত, সত প্রভু সোয় ॥

তাঁহার চরণ সত্য, স্পর্শ সত্য হয়,
পূজা সত্য, পূজারীও সত্য মহাশয় ।
দরশন সত্য, সত্য দরশনকারী,
নাম সত্য, সত্য যেবা রহে ধ্যান ধরি ।
সত্য তিনি, সত্য সেই যে পায় তাঁহারে,
গুণী তিনি, নিজ গুণ আপনি বিচারে ।
শব্দ সত্য, বক্তারূপে তিনি সত্য ধন,
প্রেম সত্য, সত্য যশ যে করে শ্রবণ ।
যে বুঝে তাঁহার তত্ত্ব সব সত্য হয়,
নানক গাওরে সত্য-স্বরূপের জয় ॥

২

সত সরূপ রিদৈ যিন মানিয়া ।
করণ করাবন তিন মূল পছানিয়া ॥
যাকৈ রিদৈ বিশ্বাস প্রভ আয়া ।
ততজ্ঞান তিস্ মন প্রগটায়া ॥
ভৈতে নিরভউ হোয় বাসানা ।
যিস্তে উপজিয়া তিস্ মাহি সমানা ॥
বসতু মাহি লৈ বসত গড়াই,
তাকউ ভিংন ন কহিনা যাই ॥

বুঝৈ বুঝনহার বিবেক।
নারায়ণ মিলৈ নানক এক ॥

সত্যের স্বরূপ তিনি; হৃদয়ে যে মানে,
সর্ব্বমূলাধার রূপে সেই তাঁরে জানে।
যাহার হৃদয়ে আছে প্রভুতে বিশ্বাস,
সার তত্ত্বজ্ঞান তাঁতে হয় পরকাশ।
সে জন নির্ভয়ে করে আনন্দে বসতি,
যাঁহা হতে উৎপত্তি তাঁহাতেই রতি।
সাধ্য ও সাধক দুই এক হ'য়ে যায়,
তিল মাত্র বিভিন্নতা রহে না সেথায়।
জগৎ সঙ্কল্প যার হৃদে পরতেক,
রে নানক, সেই পায় নারায়ণ এক ॥

৩

ঠাকুরকা সেবক আজ্ঞাকারী।
ঠাকুরকা সেবক সদা পূজারী ॥
ঠাকুরকে সেবককৈ মন পরতীত।
ঠাকুরকে সেবককো নিরমল রীত ॥
ঠাকুরকৌ সেবক জানৈ সংগ।
প্রভকা সেবক নামকৈ রংগ ॥

সেবককৌ প্রভ পালনহার।
সেবককো রাখৈ নিরংকার ॥
সো সেবক যিস্ দয়া প্রভ ধারৈ।
নানক সো সেবক শ্বাস শ্বাস সমারৈ ॥

ঠাকুর-সেবক জন সদা আজ্ঞাকারী,
ঠাকুর-সেবক জন পূজা অধিকারী।
ঠাকুর-সেবক হৃদে বিশ্বাস প্রবল।
ঠাকুর-সেবক জানে রীতি নিরমল।
ঠাকুর-সেবক করে ঠাকুরের সঙ্গ,
প্রভুর সেবক জানে নাম জপ রঙ্গ।
সেবকেরে পালেন শ্রীপ্রভুই আমার,
সেবকের রক্ষাকর্ত্তা প্রভু নিরঙ্কার।
প্রভু যারে দয়া করে সে হয় সেবক,
শ্বাসে শ্বাসে স্মরে সেই শুনরে নানক ॥

৪

অপনে জনকা পরদা ঢাকৈ।
অপনে সেবককি সরপর রাখৈ ॥
অপনে দাসকউ দেয় বড়াই।
অপনে সেবক কউ নাম জপাই ॥

অপনে সেবককো আপ পত রাখৈ।
তাকি গতি মিতি কোয় ন লাখৈ ॥
প্রভকে সেবক কউ কো ন পঁহুচে।
প্রভতে সেবক উচতে উচে ॥
যো প্রভু অপনি সেবা লায়া।
নানক সো সেবক দহদিশ প্রগটায়া ॥৪॥

আপন জনের দোষ প্রভু রাখে ঢেকে,
সতত রক্ষেন তিনি আপন সেবকে।
সেবকের খ্যাতি তিনি বাড়ান সতত,
সেবকে রাখেন সদা নাম জপে রত।
সর্ব্ব কার্য্যে সেবকের রাখেন সম্মান,
সেবকের মতি গতি কে বুঝিবে আন!
প্রভুর সেবক সম কেহ নাহি আর,
উচ্চ হতে উচ্চস্থানে বসতি তাহার!
কৃপা করি যারে প্রভু করেন সেবক,
দশদিকে খ্যাতি তার, কহিছে নানক ॥

৫

নিকি কীরি মহি কল রাখৈ।
ভসম্ করৈ লশকর কোট লাখৈ ॥

যিস্‌কা শ্বাস ন কাঢ়ত আপ।
তাকউ রাখত দেকর হাথ॥
মানষ যতন করত বহু ভাত।
তিস্‌কে করতব বিরথে যাত॥
মারৈ ন রাখৈ অবর ন কোয়।
সরব জিয়াকা রাখা সোয়॥
কাহে শোচ করহি রে প্রাণী।
জপ নানক প্রভ অলখ বিড়ানী॥

সামান্য কীটেও তাঁর কতই কৌশল,
মুহূর্ত্তে নাশিতে পারে লক্ষ-কোটী বল।
কেড়ে নিতে চাহেন না পরাণ যাহার,
রাখেন অভয় হস্ত মস্তকে তাহার।
মানুষ যতই কেন করুক যতন,
সর্ব্ব চেষ্টা বৃথা তার, হয় না পূরণ।
যাহাকে মারেন তিনি, কে রাখিতে পারে,
তিনি রক্ষাকর্ত্তা সর্ব্ব বিশ্ব চরাচরে।
কহিছে নানক, কেন চিন্তা কর আর,
অলখ পুরুষ তিনি, কর জপ সার॥

৬

বারংবার বার প্রভু জপিয়ৈ।
পী অংমৃত এহু মন তন ধ্রপীয়ৈ ॥
নাম রতন যিন গুরমুখ পায়া।
তিস্ কিছু অবর নাহি দৃষটায়া ॥
নাম ধন নামো রূপ রংগ।
নামো সুখ হরি নামকা সংগ ॥
নাম রস যোজন ত্রিপতানে।
মন তন নামহি নাম সমানে ॥
উঠত বৈঠত শোবত নাম।
কহু নানক জনকৈ সদ কাম ॥

বারম্বার নাম জপ কর মনে-প্রাণে,
দেহ-মন তৃপ্ত হবে নামামৃত পানে।
গুরুমুখে নাম-রত্ন যে মানব পায়,
কোনো দিকে আর তার দৃষ্টি নাহি যায়।
নাম ধন নাম রূপ নাম জপ রঙ্গ,
নাম সুখ, কর সদা হরিনাম সঙ্গ।
নাম রসে তৃপ্তি যার, তার দেহ-মন
জপিতে জপিতে হয় নামে নিমগন।

উঠিতে বসিতে নাম অথবা শয়নে,
রে নানক, এই কর্ম্ম করে হরিজনে ॥

৭

বোলহু যশ জিহ্বা দিন রাত।
প্রভ অপনৈ জন কিনো দাত ॥
করহি ভগত আতম কৈ চায়।
প্রভ অপনে সিউ রহহি সমায় ॥
যো হোয়া হোবত সো জানৈ।
প্রভ অপনে কা হুকম পছানৈ ॥
তিস্‌কি মহিমা কউন বখানউ।
তিস্‌কা গুণ কহি এক ন জানউ ॥
আঠ পহর প্রভ বসহি হজুরে।
কহু নানক সেই জন পুরে ॥

রসনায় করে সদা প্রভু-যশ গান,
রসনার এই শক্তি প্রভুরই দান।
যেই ভক্ত পাইবারে চাহে আত্মা-হরি,
মগ্ন হয়ে রহে সেই সকল পাশরি।
ভূত-ভবিষ্যৎ তাঁর সব জানা আছে,
প্রভুর হুকুম তাঁর মানসে বিরাজে।

তাঁহার মহিমা কেহ কহিতে না পারে,
তাঁহার গুণের সীমা দিতে কেউ নারে।
প্রভু সঙ্গে যাঁর অষ্ট প্রহর বসতি,
রে নানক, সেই জন পূর্ণ সিদ্ধ যতি॥

৮

মন মেরে তিন্‌কি ওঠ লেহি।
মন তন অপনা তিন জন দেহি॥
যিন জন অপনা প্রভু পছাতা।
সো জন সরব থোক কা দাতা॥
তিস্‌কি শরণ সরব সুখ পাবহি।
তিস্‌কৈ দরশ সভ পাপ মিটাবহি॥
অবর সিয়ানপ সগলি ছাড়।
তিস্ জনকি তুঁ সেবা লাগ॥
আবন যান ন হোবি তেরা।
নানক তিস জনকে পূজহু সদ পৈরা॥

রে আমার মন, সৎ-সিদ্ধের চরণে,
দেহ-মন আপনারে কর নিবেদনে।
আপনার প্রভুকে যে চিনিয়াছে ভাই,
তাঁর মত দাতা আর কেহ নাই—নাই।

তাঁহার দর্শনে তুমি বহু সুখ পাবে,
অশেষ পাপের বোঝা মিটিয়া যাইবে।
সকল ধূর্ত্ততা ছাড়ি ওরে মোর মন,
সেবায় লাগিয়া যাও করিয়া যতন।
মহাপুরুষের সেবা-পূজা যার ঘটে,
আসা-যাওয়া ঘুচে তার, এ নানক রটে॥

সুখমনী

অষ্টাদশ অধ্যায়

সতি পুরুষ যিনি জানিয়া, সতিগুরু তিস্‌কা নাউ।
তিস্‌কৈ সংগ শিখ উধরৈ, নানক হরিগুণ গাউ॥

সত্য পুরুষ যাঁর আছে জানা,
সদ্‌গুরু তাঁর নাম ;
তাঁহার সঙ্গে তরয়ে শিষ্য,
করি হরিগুণ গান॥

১

সতিগুরু শিখকি করৈ প্রতিপাল।
সেবককউ গুরু সদা দয়াল॥
শিখকি গুরু তুরমত মল হিরৈ।
গুরু বচনি হরিনাম উচরৈ॥
সতিগুরু শিখকে বংধন কাটৈ।
গুরুকা শিখ বিকারতে হাটৈ॥
সতিগুরু শিখকউ নামধন দেয়।
গুরুকা শিখ বড় ভাগী হোয়॥

সতিগুরু শিখকা হলত পলত সবারৈ।
নানক সতিগুরু শিখকউ জীয় নাল সমারৈ॥

সদ্‌গুরু শিষ্যগণে করেন পালন,
সেবকের প্রতি তাঁর দয়া অগণন।
শিষ্যের দুর্ম্মতি-মল করেন হরণ,
গুরু বাক্যে শিষ্য করে নাম উচ্চারণ।
সকল বন্ধন গুরু করেন ছেদন,
মনের বিকার করে দূরে পলায়ন।
সদ্‌গুরু শিষ্যগণে দেন নামধন,
শিষ্যের ভাগ্যের সীমা না যায় বর্ণন।
ইহকালে পরকালে শিষ্যের আশ্রয়,
রে নানক, সদ্‌গুরু শিষ্যে বুকে লয়॥

২

গুরুকৈ গৃহ সেবক যো রহৈ।
গুরুকি আজ্ঞা মন মহি সহৈ॥
আপস কউ কর কছুন জনাবৈ।
হরি হরি নাম রিদৈ সদ ধিয়াবৈ॥
মন বেচে সতিগুরুকৈ পাস।
তিস্ সেবককে কারয রাস॥

সেবা করত হোয় নিহকামী।
তিস্‌কউ হোত পরাপাত স্বুয়ামী ॥
অপনি কিরপা যিস আপ করেয়।
নানক সো সেবক গুরুকি মতলেয় ॥

গুরুগৃহে যে সেবক করেন বসতি,
গুরু বাক্য পালিবারে সদা যার মতি,
নিজের প্রাধান্য কভু করে না প্রকাশ,
গুরুদত্ত নাম যার হৃদয়ে বিকাশ,
সদ্‌গুরু পদে নিজ মানস বিকায়,
সেই সেবকের সব পূর্ণ হয়ে যায়।
সেবার অমৃত ফলে সে হয় নিষ্কাম,
অতি অল্পে লাভ করে পরামৃত ধাম।
কৃপা করি গুরু যারে করেন আপন,
সেই তো হইতে পারে সেবক এমন ॥

৩

বিশ বিশবে গুরকা মন মানৈ।
সো সেবক পরমেশ্বরকি গতি জানৈ ॥
সো সতিগুরু যিস্ রিদৈ হরি নাউ।
অনিকবার গুরকউ বলি যাউ ॥

সরব নিধান জীয় কা দাতা।
আঠ পহর পারব্রহ্ম রংগ রাতা॥
ব্রহ্মমহি জন, জনমহি পারব্রহ্ম।
একাহ আপ নহি কছু ভরম॥
সহস সিয়ানপ লয়ান যাইয়ৈ।
নানক ঐসা গুরু বড় ভাগী পাইয়ৈ॥

পূর্ণরূপে গুরুবাক্য পালন যে করে,
ভাগবৎ পন্থা তার বিদিত গোচরে।
সদ্‌গুরু হৃদে সদা হরিনাম ভায়,
বলিহারী গুরুদেব বলিহারী যাই।
সকল সম্পদ জীবে গুরু করে দান,
সদা ব্রহ্ম-ধ্যানে মগ্ন রহে তাঁর প্রাণ।
ব্রহ্ম মধ্যে হরিজন, জন মধ্যে ব্রহ্ম,
ওতপ্রোত দুহুঁ এক নাহি ইথে ভ্রম।
বুদ্ধি বা কৌশলে তাঁকে পাওয়া না যায়,
রে নানক, বহু ভাগ্যে হেন গুরু পায়॥

৪

সফল দরশন পেখত পুনীত।
পরশত চরণ গত নিরমল রীত॥

ভেটত সংগ রাম গুণ রবে।
পারব্রহ্ম কি দরগহ গবে॥
শুনকর বচন করন আঘানে।
মন সংতোষ আতম পতিয়ানে॥
পূরা গুরু আখিউ যাকা মন্ত্র।
অংমৃত দৃষ্ট পেখৈ হোয়ে সংত॥
গুণ বিঅংত কিমত নহি পায়ে।
নানক যিস ভাবৈ তিস লয়ে মিলায়ে॥

সদ্‌গুরু দরশনে জনম সফল,
চরণের স্পর্শে হয় রীতি নিরমল।
সদ্‌গুরু সঙ্গে হয় রাম নামে রতি,
পরব্রহ্ম সনে হয় মানসে বসতি।
কর্ণ পরিতৃপ্ত হয় বচন শ্রবণে,
সন্তোষ লভয়ে মন আত্মার ধেয়ানে!
পূর্ণ গুরু যেই, মন্ত্র অব্যর্থ তাহার,
দৃষ্টি দিলে হয় লোক সাধুর আকার।
তাঁহার অনন্ত গুণ মূল্য নাহি হয়,
নানক, কৃপায় তাঁর শ্রীহরি মিলয়॥

৫

জিহ্বা এক উস্‌ততি অনেক।
সত পুরুষ পূরন বিবেক॥
কাহু বোল ন পহুচত প্রাণী।
অগম অগোচর প্রভ নিরবাণী॥
নিরাহার নিরবৈর সুখদাই।
তাকি কিমত কিনৈ ন পাই॥
অনিক ভগত বন্দন নিত করহি।
চরণ কমল হিরদৈ সিমরহি॥
সদ বলিহারি সতিগুরু অপনে।
নানক যিস্ প্রসাদ ঐসা প্রভ জপনে॥

এক রসনায় তাঁর স্তুতি নাহি হয়,
বিবেকী পুরুষ তিনি পূর্ণ সত্যময়।
মানবের বৃথা চেষ্টা বর্ণিবারে তাঁরে,
অগম্য অপার তিনি নহে তো গোচরে।
নির্বৈর পুরুষ তিনি সর্ব্ব সুখদাতা,
তাঁর মূল্য নির্দ্ধারিতে কে পেরেছে কোথা
কত শত ভক্ত তাঁর করিছে বন্দন,
হৃদয়ে স্মরিয়া সেই কমল চরণ।

বলিহারী সদ্‌গুরু প্রভু অনুপাম,
রে নানক, জপ সদা প্রভুর শ্রীনাম ॥

৬

এহু হরিরস পাবৈ জন কোয় ।
অংমৃত পিবৈ অমর সো হোয় ॥
উস্ পুরুষকা নাহি কদে বিনাশ ।
জাকৈ মন প্রগটে গুণ তাস ॥
আঠ পহির হরিকা নাম লেয় ।
সচ উপদেশ সেবককউ দেয় ॥
মোহ মায়াকৈ সংগ ন লেপ ।
মন মহি রাখৈ হরি হরি এক ॥
অংধকার দীপক পরগাশে ।
নানক ভরম মোহ দুখ তহতে নাশে ॥

হরিরস পান করে কোনো ভাগ্যবানে,
অমরত্ব লাভ হয় সে অমৃত পানে ॥
হেন পুরুষের কভু নাহি তো বিনাশ,
যার চিত্তে হরিগুণ হয়েছে প্রকাশ ।
সে অষ্টপ্রহর করে হরিগুণ গান,
সৎ উপদেশ করে সেবকে প্রদান ।

মোহ মায়া সঙ্গে তার হয় না মিলন,
মন মাঝে সদা হরি করয়ে ধারণ।
অন্ধকারে হয় তার দীপক প্রকাশ,
রে নানক, ভ্রম-মোহ-দুঃখ হয় নাশ॥

৭

তপত মাহি ঠাণ্ডী বরতাই।
অনদ ভয়া দুখ নাঠে ভাই॥
জনম-মরণকে মিটে অংদেশে।
সাধুকে পূরণ উপদেশে॥
ভউ চুকা নিরভউ হোয়ে বসে।
সগল বিয়াধি মন তে খৈ নশে॥
যিস্‌কা সা তিন কিরপাধারী।
সাধ সংগ জপ নাম মুরারি॥
থিতি পাই চুকে ভ্রম গবন।
শুন নানক হরি হরি যশ শ্রবণ॥

তাপিত হৃদয় তার সুশীতল হয়,
আনন্দের আগমনে দুঃখ পায় লয়।
জনম-মরণ-ভ্রম সব হয় দূর,
সাধুর অমৃত বাক্য অতি সুমধুর।

ভয় করে পলায়ন নিঃশঙ্ক নির্ভয়,
মনের সকল ব্যাধি হয়ে যায় ক্ষয়।
সাধক-সম্বল তিনি পূর্ণ কৃপাধারী,
সাধু সঙ্গে রঙ্গে মন জপ শ্রীমুরারী।
পাবে স্থান, যাওয়া-আসা ঘুচিবে বিভ্রম,
রে নানক, নাম-যশ কররে শ্রবণ॥

৮

নিরগুণ আপ সরগুণ ভি ওহি।
কলাধার যিন সগলি মোহি॥
অপনে চরিত প্রভ আপ বনায়ে।
অপনি কিমত আপে পায়ে॥
হরিবিন দুজা নাহি কোয়
সরব নিরংতর একো সোয়॥
ওত পোত রবিয়া রূপ রংগ।
ভয়ে প্রগাশ সাধকৈ সংগ॥
রচ রচনা অপনি কলধারী।
অনিকবার নানক বলিহারী॥

নির্গুণ সগুণ তিনি যা বল তা সাজে,
স্রষ্টারূপে বিরাজিত সর্ব্ব সৃষ্টি মাঝে।

আপনার কার্য্য তিনি করেন আপনে,
আপনার মূল্য প্রভু আপনিই জানে।
হরি বিনা দুই কিছু নাহি বর্ত্তমান,
সর্ব্ব নিরন্তর এক পুরুষ প্রধান।
সর্ব্ব রূপ-রঙ্গ সঙ্গে রহে ওতঃপ্রোত,
সাধুসঙ্গে মাত্র তাঁর প্রকাশ বিদিত।
মহাশিল্পী তিনি বিশ্ব রচনা তাঁহার,
রে নানক, বলিহারী যাই বারম্বার॥

সুখমনী

উনবিংশ অধ্যায়

সাথ ন চালৈ বিন ভজন, বিখিয়া সগলি ছার।
হরি হরি নাম কমাবনা, নানক এহু ধন সার ॥

বিষয় কখনো যাবেনা সঙ্গে
সকলি বিফল ভজন বিহনে ;
হরি হরি নাম কররে রঙ্গে
এই সার ধন এ নানক ভণে ॥

১

সংত জনা মিল করহু বিচার।
এক সিমর নাম আধার ॥
অবর উপাব সভ মিত বিসারহু।
চরণ কমল রিদ মহি উরধারহু ॥
করণ কারণ সো প্রভু সমরথ।
দৃঢ় কর গহহু নাম হরি বংথ ॥
এহু ধন সংচহু, হোবহু ভগবংত।
সংত জনাকা নিরমল মংত ॥

এক আশ রাখহু মন মাহি।
সরব রোগ নানক মিট যাহি ॥

সাধুসঙ্গে মিলি মন কররে বিচার,
স্মরণ করহ রূপ নামের আধার।
সকল উপায় বন্ধু, হও বিস্মরণ—
হৃদয়ে ধারণ কর কমল চরণ।
সমর্থী পুরুষ সেহ কারণ-কারণ,
দৃঢ় করি হরিনাম কররে ধারণ।
সঞ্চয়ে হইবে তুমি বহু ভাগ্যবান,
সাধু উপদেশে হবে নিরমল প্রাণ।
একের উপরে আশা রাখোরে মানসে,
রে নানক সর্ব্ব রোগ যাবে অনায়াসে ॥

২

যিস ধনকউ চার কুংঠ উঠ ধাবহি।
সো ধন হরি সেবাতে পাবহি ॥
যিস সুখকউ নিত বাংছহি মিত।
সো সুখ সাধুসঙ্গ পরীত ॥
যিস শোভাকউ করহি ভলি করনী।
সো শোভা ভজ হরি কি শরনী ॥

অনিক উপাব রোগ ন যায়।
রোগ মিটৈ হরি অবখধ লায়॥
সরব নিধান মহি হরি নাম নিধান।
জপ নানক দরগহ পরবান॥

যে ধন লাগিয়া তুমি ঘুর চারিদিক,
হরির সেবায় তাহা মিলে যাবে ঠিক।
যে সুখের বাঞ্ছা তুমি করিতেছ নিতি,
সাধু সঙ্গে পাবে তুমি সে পরম প্রীতি।
যে শোভার লাগি তুমি সৎকাজে রত,
হরির স্মরণে হবে সে শোভা নিশ্চিত।
অনেক উপায়ে রোগ দূর নাহি হয়,
হরি নাম ঔষধেতে মিটিবে নিশ্চয়।
সকল ধনের মাঝে হরিনাম সার,
নাম জপে নানকের মিলে দরবার॥

৩

মন পর বোধহু হরি কৈ নায়।
দহ দিশি ধাবত আবৈ ঠায়॥
তাকউ বিঘন ন লাগৈ কোয়।
জাকৈ রিদৈ বসৈ হরি সোয়॥

কল তাতি, ঠংডা হরি নাউ।
সিমর সিমর সদা সুখ পাউ॥
ভউ বিনশৈ, পূরণ হোয় আশ।
ভগত ভায়ে আতম পরগাশ॥
তিত ঘর যায় বসৈ অবিনাশী।
কহু নানক কাটি যমফাঁসী॥

মনকে শিখাও সুমধুর হরিনাম,
তবে আর মন ঘুরিবে না দশ গ্রাম।
কোনো বিঘ্ন কোনো দিন তার নাহি হয়,
যাহার হৃদয়ে বসে হরি দয়াময়।
উত্তপ্ত কলির তাপ, শীতল শ্রীনাম,
স্মররে স্মররে হরি চির সুখধাম।
সর্ব্বভয় নাশ হবে, পূর্ণ হবে আশ,
ভক্তি প্রেমে আত্মালোক হইবে প্রকাশ।
অবিনাশী সে পুরুষ যাঁর হৃদে বসে,
রে নানক, যম ফাঁসী কাটে অনায়াসে॥

৪

তত বিচার কহৈ জন সাচা।
জনমি মরৈ সো কাঁচো কাঁচা॥

আবা গবন মিটৈ প্রভ সেব।
আপ তিয়াগ শরণ গুরুদেব ॥
ইউ রতন জনম কা হোয় উধার।
হরি হরি সিমর প্রাণ আধার ॥
অনিক উপাব ন ছুটন হারে।
সিংমৃত শাসত্র বেদ বিচারে ॥
হরি কি ভগতি করহু মনলায়ে।
মন বাছত নানক, ফল পায়ে ॥

তত্ত্বের বিচারে হয় সত্যের প্রকাশ,
কাঁচা হতে কাঁচা জন্মে মরে বারমাস।
আসা যাওয়া মিটে যায় প্রভুর সেবায়,
অহং তেয়াগিয়া গুরু স্মর দিন যায়।
হইবে জীবন রত্ন সহজে উদ্ধার,
প্রাণের আধার নাম স্মর অনিবার।
বিবিধ উপায় করি ত্রাণ নাহি হয়,
স্মৃতি শাস্ত্র বেদের বিচার পরাজয়।
একমনে ভক্তি করি লহরে শ্রীনাম,
নানক কহিছে পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥

৫

সংগ ন চালস তেরৈ ধনা।
তুঁ ক্যা লপটাবহি মুরখ মনা ॥
সুতমিত কুটংব অর বনিতা।
ইনতে কহহু তুম কবন সনাথা ॥
রাজ রংগ মায়া বিস্থার।
ইনতে কবহু কবন ছুটকার ॥
অশ্ব হসতী রথ অসবারী।
ঝুঁটা ডংফ ঝুট পসারী ॥
যিন দিয়ে তিস বুঝৈ ন বিগাঁনা।
নাম বিসারি নানক পছুতানা ॥

যাবেনা পার্থিব ধন সঙ্গেতে তোমার,
তবে মূর্খ তারে কেন জড়াইয়া আর।
পুত্র, মিত্র, স্ত্রী, কুটুম্ব আদি পরিজন,
তারা কি করিবে বলো তোমার রক্ষণ।
রাজরঙ্গ মায়া জাল কখনো কি পারে,
বন্ধন যাতনা হ'তে তারিতে তোমারে ?
অশ্ব, হস্তী, রথ আদি মনোহর যান,
মিথ্যা জাঁক-জমকের মিথ্যা অভিমান।

এসবের স্রষ্টা যিনি বুঝিলেনা তাঁরে,
নানক, ভুলিলে নাম, পরিতাপ পরে ॥

৬

গুরকি মংত তুঁ লেহি ইয়ানে।
ভগতি বিনা বহু ডুবে সিয়ানে ॥
হরকি ভগতি করহু মম মিত।
নিরমল হোয়ে তুমারো চিত ॥
চরণ কমল রাখহু মন মাহি।
জনম জনমকে কিলবিষ যাহি ॥
আপ জপহু, অবর নাম জপাবহু।
শুনত কহত রহত গতি পাবহু ॥
সার ভূত সতি হরিকো নাউ।
সহজ শুভায় নানক গুণ গাউ ॥

অজ্ঞানী মানব লহ গুরু উপদেশ,
ভক্তিহীন বুদ্ধিমান ডুবেছে অশেষ।
হে আমার মিত্র মন, নামে রতি কর,
চিত্ত তব শুদ্ধ হতে হবে শুদ্ধতর।
ধরিলে সে পদাম্বুজ হৃদয়ের পুরে,
জন্মজন্মান্তরে কৃত পাপ যাবে দূরে।

আপনি জপহ অন্যে দাও সে শ্রীনাম;
শুনিতে বলিতে নাম পাবে নিত্যধাম।
সত্যকার বস্তু মাত্র হয় সে শ্রীনাম,
নানক কহিছে, কর হরি গুণগান ॥

৭

গুণ গাবত তেরি উতরস মৈল।
বিনশ যায় হউমৈ বিষ ফৈল ॥
হোহি অচিংত, বসহি সুখ নাল।
শ্বাসি গ্রাসি হরিনাম সমাল ॥
ছাড় সিয়ানপ সগলি মনা।
সাধ সংগি পাবহি সচ ধনা ॥
হরি পুঁজি সংচি করহু বিউহার।
ইহা সুখ দরগহ জৈকার ॥
সরব নিরংতর একো দেখ।
কহু নানক যাকৈ মসতকি লেখ ॥

হরি নামে হৃদয়ের মলা দূর হয়,
অহঙ্কার বিষ তাহে হইবে বিলয়।
তখনি নিশ্চিন্ত চিত্তে রহিবে সুখেতে;
ধ্বনিবে যখন নাম শ্বাস ও গ্রাসেতে।

রে মন করহ ত্যাগ সকল ধূর্ত্ততা,
সাধু সঙ্গে পাবে সত্য, পাবে পবিত্রতা।
হরিধন আহরিয়া কর ব্যবসায়,
ইহলোকে সুখ পাবে পরলোকে জয়।
নিরন্তর সেই একে যে পায় দর্শন,
নানক কহিছে, সেই ভাগ্যবান জন॥

৮

একো জপ একো সালাহি।
এক সিমরি একো মন আহি॥
একস কে গুণ গউ অনংত।
মন তন জাপি এক ভগবংত॥
একো এক, এক হরি আপ।
পূরণ পূর রহিয়ো প্রভু বিয়াপ॥
অনিক বিসথার একতে ভয়ে।
এক অরাধ পরাছত গয়ে॥
মন তন অংতর এক প্রভু রাতা।
গুরু প্রসাদি নানক ইকজাতা॥

জপ সে একের নাম স্তুতি কর তাঁর,
একের স্মরণ কর, মনন তাঁহার।

সেই এক অনন্তের কর গুণগান,
দেহ মন দিয়া জপ এক ভগবান।
পুরুষ একক হরি তিনি মাত্র সার,
বিশ্বব্যাপী পূর্ণরূপে তাঁহার বিহার ॥
সেই এক হতে বিশ্ব হয়েছে প্রকাশ,
তাঁরি আরাধনা কর পাপ হবে নাশ।
সে প্রভু করেন লীলা শরীর ও মনে,
যে পায় শ্রীগুরু কৃপা সেই তাঁরে জানে ॥

সুখমনী

বিংশ অধ্যায়

ফিরত ফিরত প্রভু আয়া,
পরিয়া তউ শরণায়।
নানক প্রভ বেনতি,
অপনি ভগতি লায়॥

ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে, তোমারি চরণে এসে
দীন হীন নিয়েছি শরণ,
দাও ভকতির কণা, দূর কর বিড়ম্বনা
নানকের এই নিবেদন॥

১

যাচক জন যাচৈ প্রভ দান।
কর কিরপা দেবহু হরি নাম॥
সাধ জনাকি মাগউ ধূর।
পারব্রহ্ম মেরি শরধা পূর॥
সদা সদা প্রভকে গুণ গাবউ।
শ্বাস শ্বাস প্রভ তুমহি ধিয়াবউ॥

চরণ কমল সিউ লাগৈ প্রীতি।
ভগতি করউ প্রভকি নিত নিতি॥
এক ওঠ, একো আধার।
নানক মাংগৈ নাম প্রভু সার॥

যাচক চরণে তব যাচে এই দান,
হে প্রভু করিয়া কৃপা দেহ হরিনাম।
সাধুর চরণ ধূলি প্রার্থনা আমার,
পরব্রহ্ম, চিত্ত কর শ্রদ্ধার আগার।
অনিবার করি যেন প্রভু গুণগান,
প্রতি শ্বাসে স্মরি যেন তব মধুনাম!
রতি যেন উপজয় চরণ কমলে,
পূজি যেন প্রভু পদ ভক্তি-অশ্রু-জলে।
একমাত্র নাম মোর চরম আশ্রয়,
নানক যাচয়ে যেন নামই সার হয়॥

২

প্রভ কি দৃষ্টি মহা সুখ হোয়।
হরি রস পাবৈ বিরলা কোয়॥
যিন চাখিয়া সে জন ত্রিপতানে।
পূরণ পুরুষ নহি ডোলানে॥

সুভর ভরে প্রেম রস রংগ।
উপজৈ চাউ সাধকৈ সংগ॥
পরে শরণ আন সব তিয়াগ।
অংতর প্রগাশ অনদিন লিবলাগ॥
বড় ভাগী জাপিয়া প্রভু সোয়।
নানক নাম রতে সুখ হোয়॥

প্রভু কৃপা দৃষ্টি মাত্র সুখ উপজয়,
কোন ভাগ্যবানে হরি নাম রস পায়।
নাম রস যে পিয়েছে তৃপ্ত সেইজন,
পরিপূর্ণ চিত্ত তার দোলেনা কখন।
প্রভু প্রেম লালা রসে মগ্ন হয় সেই,
সাধু সঙ্গে হরিপ্রেম লাভ করে যেই।
সব ছাড়ি সে সাধক হর করে সার,
ধ্যানে মগ্ন চিত্তে হরি প্রকাশিত তার।
অতি ভাগ্যবান সদা জপে তাঁর নাম,
রে নানক জপ নাম পাবে সুখধাম॥

৩

সেবক কি মনসা পূরী ভই।
সতিগুরু তে নিরমল মত লই॥

জনকউ প্রভু হোয়ে দয়াল ।
সেবক কিনো সদা নিহাল ॥
বংধন কাট মুকত জন ভয়া ।
জনম মরণ দুখ ভ্রম গয়া ॥
ইচ্ছু পুংনী সরধা সভ পূরী ।
রব রহিয়া সদ সংগ হজুরী ॥
যিস কা সা, তিন লিয়া মিলায়ে ।
নানক ভগতি নাম সমায়ে ॥

সেবকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ এতদিনে,
উপদেশ লভিয়াছে সংগুরু স্থানে ।
হরিজন প্রতি দয়া তার অন্তহীন,
সেবকে কৃতার্থ প্রভু করে চিরদিন ।
সে বন্ধন মুক্ত হয় যেই হরিজন,
জন্ম মৃত্যু কাটি যায় দূরে যায় ভ্রম ।
তাহার সকল ইচ্ছা শ্রদ্ধা পূর্ণ হয়,
শ্রীহরির পার্শ্বে সেই সদা বিহরয় ।
যাহার সেবক তাঁর সঙ্গেতে মিলায়,
ভক্তি গুণে সাধক সে নামে ডুবে যায় ॥

৪

সো কিউ বিসরৈ, যি ঘাল ন ভানৈ।
সো কিউ বিসরৈ, যি কিয়া জানৈ॥
সো কিউ বিসরৈ, যিন সভ কিছু দিয়া।
সো কিউ বিসরৈ, যি জীবন জীয়া॥
সো কিউ বিসরৈ, যি অগন মহি রাঁখৈ।
গুর প্রসাদিকো, বিরলা লাখৈ॥
সো কিউ বিসরৈ, যি বিষতে কাঢ়ৈ।
জনম জনম কা টুটা গাঢ়ৈ॥
গুর পূরে তত ইহৈ বুঝায়া।
প্রভু অপনা নানক জন ধিয়ায়া॥

কার্য্যে যিনি ত্রুটিহীন কেন ভুল তাঁরে,
কেন ভুল সতত যে স্মরে সাধকেরে।
সব দিয়াছেন যিনি কেন ভুল তাঁয়,
জীবের জীবন যিনি তাঁরে ভুল হায়!
অগ্নিতে রাখেন যিনি কেন ভুল তাঁরে,
ভাগ্যবান চিনে গুরু কৃপা হলে পরে।
বিষে রক্ষাকর্ত্তা জনে কেন বিস্মরণ,
জন্ম জন্মান্তের ভাঙ্গা জোড়ে যেইজন।

পূর্ণগুরু এইমাত্র উপদেশ ক'ন,
হরি জনে তাঁর নাম করাও স্মরণ ॥

৫

সাজন সংত করহু এহু কাম ।
আন তিয়াগ জপহু হরি নাম ॥
সিমর সিমর সিমর সুখ পাবহু ।
আপ জপহু অবরহি নাম জপাবহু ॥
ভগত ভায় তরিয়ৈ সংসার ।
বিন ভগতি তন হোসি ছার ॥
সরব কল্যাণ সুখনিধি নাম ।
বুড়ত যাত পায় বিশ্রাম ॥
সগল দুখকা হোবত নাশ ।
নানক নাম জপত গুণ তাস ॥

হে সাধক, হে সজ্জন, কর এই কাম,
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজি মাত্র জপ হরি নাম ।
স্মরহ তাঁহার নাম যদি সুখ চাও,
নিজেও জপহ আর অপরে জপাও ।
ভক্তি ও প্রেমেতে মাত্র তরিবে সংসার,
ভক্তি বিনা জেনো এই জড় দেহ ছার ।

সকল কল্যাণকর সুখনিধি 'নাম',
সাধক ডুবিয়া পায় সার্থক বিশ্রাম।
নিমেষে তাহার সব দুঃখ অবসান,
নানক কহিছে, জপ সদা তাঁর নাম ॥

৬

উপজি প্রীতি প্রেম রস পউ।
মন তন অংতর ইহি সুআউ ॥
নেত্রহু পেখি দরশ সুখ হোয়।
মন বিগশৈ সাধ চরণ ধোয় ॥
ভগত জনাকৈ মন তন রংগ।
বিরলা কোউ পাবৈ সংগ ॥
এক বসত দিজৈ কর ময়া।
গুর প্রসাদি নাম জপ লয়া ॥
তাকি উপমা কহি ন যায়।
নানক রহিয়া সরব সমায় ॥

প্রীতি, প্রেম ঈশেকাক্ষা তারই উপজয়,
দেহ মনে শুভ ইচ্ছা যাহার উদয়;
নেত্রে হেরি হরি, সুখ সাধক লভয়,
হেন সাধু পদ ধুয়ে চিত্ত ফুল্ল হয়।

ভক্তের শরীর মন প্রফুল্ল সদাই,
সাধুসঙ্গী সম ভাগ্যবান কেহ নাই।
সেই এক বস্তু তিনি দেন কৃপা করি,
গুরুর কৃপায় সেই জপে হরি হরি।
উপমা নাহিক তার এ তিন ভুবনে,
নানক কহিছে, প্রভু আছে সর্ব্বমনে॥

৭

প্রভ বখসন্দ দীন দয়াল।
ভগত বছল সদা কিরপাল॥
অনাথ নাথ গোবিংদ গুপাল।
সরব ঘটা করত প্রতিপাল॥
আদি পুরখ কারণ করতার।
ভগত জনাকে প্রাণ আধার॥
যো যো জপৈ সু হোয় পুণীত।
ভগত ভায়ে লাবৈ মন হিত॥
হম নিরগুণিয়ার নীচ অজান।
নানক তুমরি শরণ পুরখ ভগবান॥

ক্ষমাবান প্রভু দীনে পরম দয়াল,
ভকত বৎসল তিনি পরম কৃপাল।

অনাথের নাথ তিনি গোবিন্দ গোপাল,
সকল জীবের ত্রাতা পাতা সর্ব্বকাল।
তিনিই পুরুষ আদি কারণ-কারণ,
ভক্ত-জনাশ্রয় তিনি বিশ্বের শরণ।
যে জপে তাঁহার নাম সে পবিত্র হয়,
প্রেম ভক্তি দিয়া প্রভু ধন্য করি লয়।
আমি গুণহীন নীচ অধম অজ্ঞান,
নানক শরণ যাচে ওহে ভগবান!

৮

সরব বৈকুণ্ঠ মুকত মোখ পায়ে।
এক নিমখ হরি কে গুণ গায়ে॥
অনিক রাজ ভোগ বড়িয়াই।
হরি কে নাম কি কথা মন ভাই॥
বহু ভে জন কাপর সংগীত।
রসনা জপতি হরি হরি গীত॥
ভলী সুকরনী শোভা ধনবংত।
হিরদৈ বসৈ পূরণ গুরমংত॥
সাধ সংগ প্রভ দেহু নিবাস।
সরব সুখ নানক পরগাশ॥

বৈকুণ্ঠ ও মুক্তি মোক্ষ লভে সেই জন,
নিমেষের তরে নাম যে করে কীর্ত্তন,
রাজভোগ, শ্রেষ্ঠ সুখ সেই জন পায়,
যার মন সদা মগ্ন শ্রীহরি কথায়।
ভোজন, বসন, সঙ্গীতের সুখ পান—
যাঁদেই রসনা নিত্য জপে হরি নাম।
ধনবান, শোভাবান, সুকর্ম্মী তারাই—
পূর্ণগুরুমন্ত্র ধনে ধনী যাহারাই।
সাধু সঙ্গ দেহ প্রভু এই ভিক্ষা চাই
রে নানক, সাধু সঙ্গ ছাড়া সুখ নাই ॥

———

সুখমনী

একবিংশ অধ্যায়

সরগুণ নিরগুণ নিরংকার শুংন সমাধি আপি।
আপন কিয়া নানক আপেহি ফির জাপি॥

স্বগুণ নির্গুণ তিনি শূন্য অহঙ্কার—
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে স্থিত।
সৃষ্টি তিনি, তাঁহা ছাড়া সৃষ্টি নাই আর,
তিনি নাম জপেন সতত॥

১

যব অকার এহু কছু ন দৃষ্টেতা।
পাপ পুংন তব কহ তে হোতা॥
যব ধারী আপন শুংন সমাধি।
তব বৈর বিরোধ কিস সঙ্গ কমাতি॥
যব ইস্‌কা বরণ চিহন নহি যাবত।
তব হরষ শোগ কহু কিস্‌হি বিয়াপত॥
যব আপন আপ আপ পারব্রহ্ম।
তব মোহ কহা কিস্ হোবত ভরম॥

আপন খেল আপ বরতীজা।
নানক করণৈহার ন দুজা॥

এ মোর শরীর নহে কিছুই যখন,
পাপ-পুণ্য এ চিন্তার কিবা প্রয়োজন ?
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সাধক যখন,
বৈর ও বিরোধ কার সঙ্গে প্রয়োজন ?
মানুষের কোনো চিহ্ন যবে নাহি রয়,
হর্ষ শোক কারে বলো ব্যাকুল করয় ?
সাধক যখন পর-ব্রহ্মে লীন হন,
মোহ ভ্রম বলো কোথা আসিবে তখন ?
প্রভু আপনার খেলা খেলেন আপনি,
কর্ত্তা তিনি মাত্র এক এই শুধু জানি॥

২

যব হোবত প্রভ কেবল ধনী।
তব বংধ মুকত কহু কিস কউ গনী॥
যব একহি হরি অগম অপার।
তব নরক সুরগ কহু কউন অউতার॥
যব নিরগুণ প্রভ সহজ শুভায়।
তব শিব শকত কহহু কিত ঠায়॥

যব আপহি আপ অপনি জ্যোত ধরে।
তব কবন নিডর কবন কত ডরৈ॥
আপন চলত আপ করনৈ হার।
নানক ঠাকুর অগম অপার॥

যখন তিনিই মাত্র কর্ত্তা সবাকার,
কাহারে বদ্ধ বা মুক্ত বলি বলো আর?
অগম্য অপার সেই শ্রীহরি যখন,
স্বর্গ ও নরক চিন্তা কিবা প্রয়োজন?
নির্গুণ স্বরূপ যদি সে প্রভু আমার,
শিব শক্তি কারে বলি করিব চীৎকার?
স্বপ্রকাশ সেই প্রভু আপনা প্রকাশে,
ভয় ও ভাবনা বলো তবে কিসে আসে?
সকলি করেন তিনি চালক সবার,
নানক কহিছে প্রভু অগম্য অপার॥

৩

অবিনাশী সুখ আপন আসন।
তহ্ জনন মরণ কহু কহা বিনাশন॥
যব পূরন করতা প্রভু সোয়।
তব যমকি ত্রাস কহহু কিস্ হোয়॥

যব অবিগত অগোচর প্রভ একা ।
তব চিত্রগুপত কিস্ পুছত লেখা ॥
যব নাথ নিরংজন অগোচর অগাধে ।
তব কউন ছুটে কউন বংধন বাধে ॥
আপন আপ আপহি অচরজা ।
নানক আপন রূপ আপহি উপরজা ॥

যখন সে অবিনাশী বিরাজেন সুখে,
জন্ম, মৃত্যু, নাশ বলো বলি কোন দুখে ?
পূর্ণপ্রভু কর্ত্তারূপে সদা বিরাজয়,
তবে কেন বৃথা বলো করি যম ভয় ?
অবিগত্ত অগোচর সে পুরুষ রাজে,
চিত্রগুপ্ত প্রশ্ন বলো লাগিবে কি কাজে ?
নিত্য নিরঞ্জন তিনি অব্যক্ত অপার—
কেবা বদ্ধ কেবা মুক্ত কেন এ বিচার ?
স্বরূপে স্বরূপ তাঁর আশ্চর্য্য বিহার,
আপনি সৃজেন তিনি আপন আকার ॥

৪

যহ নির্ম্মল পুরুষ পুরুষ পতি হোতা ।
তহ বিন মৈল কহহু কিয়া ধোতা ॥

যহ নিরংজন নিরংকার নিরবান।
তহ কউন কউ মান কউন অভিমান ॥
যহ স্বরূপ কেবল জগদীশ।
তহ ছল ছিদ্র লগত কহু কিস্ ॥
যহ জ্যোতি স্বরূপী জ্যোতি সংগি সমাবৈ।
তহ কিসহি ভুখ কবন ত্রিপাবৈ ॥
করণ করাবণ করণৈ হার।
নানক করতে কা নাহি সুমার ॥

নির্ম্মল পুরুষ সেই নিখিলের স্বামী,
তবে মানুষের মল কোথা থুই আমি ?
নির্ব্বাণ পুরুষ, নিরঙ্কার, নিরঞ্জন,
মান অপমান কেন করিছ চিন্তন ?
তাঁহারি স্বরূপ যদি হের তুনিয়ায়,
ছলছিদ্র বলো তবে রহিবে কোথায় ?
জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতি মাঝে সমাহিত হলে,
ক্ষুধা, তৃপ্তি, চিন্তা চলি যাবে অবহেলে।
কারণ-কারণ সেই সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু,
পরিমানে তাঁর মান সম্ভবে না কভু ॥

৫

যব অপনি শোভা করতে কা বনাই।
তব কবন মায় বাপ মিত্র সুত ভাই॥
যহ সরব কলা আপহি পরবীন।
তহ বেদ কতেব কহা কোউ চিন॥
যব আপন আপ আপি উর ধারে।
তউ সগন অপসগন কহা বিচারৈ॥
যহ আপন উচ আপন আপি নেরা।
তহ কউন ঠাকুর কউন কহিয়ে চেরা॥
বিষমন বিষম রহে বিষমাদ।
নানক অপনি গতি জানহু আপি॥

আপন শোভাতে প্রভু সর্ব্বত্র বিরাজে,
মাতা, পিতা, পুত্র, মিত্র, ভ্রাতা আদি সাজে।
বিত্তারূপে প্রকাশিত সে প্রভু আমার,
বেদাদিতে তিনি ছাড়া কিছু নাই আর।
মনুষ্য হৃদয়ে যদি তাঁহার বিরাজ,
শুভাশুভ বিচারেতে বৃথা কিবা কাজ?
দূরে ও নিকটে তিনি সর্ব্বত্রই বাস,
তখন কে আর প্রভু কেবা বলো দাস?

বিস্ময়েরো বিস্ময় সে, বিস্ময় আগার,
তিনি একমাত্র বোদ্ধা তাঁহার লীলার ॥

৬

যহ অছল অছেদ অভেদ সমায়া।
উহা কিসহি বিয়াপত মায়া ॥
আপস কউ আপহি আদেশ।
তিহ গুণকা নাহি পরবেশ ॥
যহ একহি এক, এক ভগবংতা।
তহ কউন অচিংত কিস্ লাগৈ চিংতা ॥
যহ আপ আপ আপি পতিয়ারা।
তহ কউন কথৈ কউন শুননৈ হারা ॥
বহু বিঅংত উচতে উচা।
নানক আপস কউ আপহি পহুচা ॥

অখণ্ড অভেদ্য তিনি হৃদে বিরাজিলে,
মায়ার কি সাধ্য বলো আসি তারে ছলে ?
আপনারে আপনিই করেন আদেশ,
ত্রিগুণ না পারে সেথা করিতে প্রবেশ।
সবই এক, একই যদি সেই ভগবান,
চিন্তার থাকিবে কোথা আক্রমণ স্থান ?

৭

আপনার মধ্যে হন অনুভূত তিনি,
কে কহিবে কথা বলো কার কথা শুনি ?
উচ্চ হতে উচ্চ তিনি অনন্ত মহান্,
আপনি গমন তাঁর আপনার স্থান ॥

৭

যহ আপি রচিও পরপংচ অকার ।
তিন গুণ মহি কিনো বিস্তার ॥
পাপ পুংন তহ ভই কহাবত ।
কোউ নরক কোউ সুরগ বংছাবত ॥
আল জাল মায়া জংজাল ।
হউমৈ মোহ ভরম ভৈ ভার ॥
দুঃখ সুখ মান অপমান ।
অনিক প্রকার কিয়ো বখিয়ান ॥
আপন খেল আপি কর দেখৈ ।
খেল সংকোচৈ তউ নানক এঁকৈ ॥

আপনি রাখিয়া প্রভু প্রপঞ্চ সংসার,
করেছেন ত্রিগুণেরে তাহাতে বিস্তার ।
কাহাকে বলিব পাপ পুণ্য বলি কারে ?
স্বর্গ ও নরক বাঞ্ছা জীবগণ করে ।

মায়ার জঞ্জালে বদ্ধ হয়ে থাকে কেহ,
অহং, মোহ, ভ্রম তার ভারে ভারীদেহ।
কারে দেন সুখ, দুঃখ, মান, অপমান.
নানারূপে সৃষ্ট তার মায়ার বিধান।
আপনি বিস্তারি খেলা দেখেন আপনি,
খেলা ভাঙ্গিলেও সদা বিদ্যমান তিনি॥

৮

যহ অবিগত ভগত তহ আপি।
যহ পসরে পাসার সংত পরতাপি॥
দুহু পাথকা আপহি ধনী।
উনকী শোভা উনহু বনী॥
আপহি কৌতক করে অনদ চোজ।
আপহি রস ভোগহি নিরযোগ॥
যিস্ ভাবৈ তিস্ আপন নায় লাবৈ।
যিস্ ভাবৈ তিস্ খেল খিলাবৈ॥
বেস্তুমার অথাহ অগনত অতোলৈ।
যিউ বুলাবহু তিউ নানক দাস বোলৈ॥

অবিগত নিত্য প্রভু, নিত্য ভক্ত তাঁর,
ভক্ত মান বাড়াইতে প্রপঞ্চ বিস্তার।

উর্দ্ধ-পর কালের সে একমাত্র স্বামী,
আপনার শোভা তিনি প্রকাশে আপনি।
কৌতুক, আনন্দ খেলা আপনি ইচ্ছয়,
আপনি তাহার রস আপনি ভুঞ্জয়।
সাধক মিলয়ে নামে তাঁরি কৃপা হ'লে,
তাঁহারি ইচ্ছায় তাঁর খেলা এ নিখিলে।
সীমা পরিমাণ হীন অনন্ত অপার,
তিনি যা বলান দাস বলে সে প্রকার॥

সুখমনী

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জীয় জংত কে ঠাকুর আপে বরতণহার।
নানক একো পসরিয়া, দুজা কহ দৃষটার॥

সকল প্রাণীর ঠাকুর তুমিই,
তুমিই সকলে বিরাজমান;
এক অদ্বিতীয় পরম পুরুষ,
বিশ্বে তোমারই অধিষ্ঠান॥

১

আপি কথৈ আপি শুননৈহার।
আপহি এক আপি বিস্থার॥
যা তিস ভাবৈ তা সৃষ্টি উপায়ে।
আপন ভাণৈ লয়ে সমায়ে॥
তুমতে ভিংন নহি কিছু হোয়।
আপন সুতি সভ জগত পরোয়॥
যা কউ প্রভজীউ আপি বুঝায়।
সচ নাম সোই জন পায়॥

সো সমদরশী তত কা বেতা।
নানক সগল সৃষ্টিকা জেতা॥

আপনি বলেন প্রভু শুনেন আপনি,
আপনাতে আপনিই প্রসারিত তিনি।
তাঁহারই ইচ্ছায় হয় সৃষ্টির বিকাশ,
আপন ইচ্ছায় পুন করেন বিনাশ।
তিনি ছাড়া কিছু নাই এই বিশ্বমাঝে,
তাঁরই সূত্রে গাঁথা বিশ্ব অপরূপ সাজে।
যাহারে বুঝাও তুমি সে বুঝে তোমায়,
সে সাধকই প্রভু তব সত্য নাম পায়।
সে সাধক তত্ত্ববেত্তা সমদর্শী তিনি,
সৃষ্টিজয়ী সে সাধক কৃপা প্রাপ্ত যিনি॥

২

জীয় জংত সভ তাকে হাথ।
দীন দয়াল অনাথ কো নাথ॥
যিস রাখৈ তিস কোয় ন মারৈ।
সো মুয়া যিস মনহু বিসরৈ॥
তিস তজ অবর কহাকো যায়।
সভ সির এক নিরংজন রায়॥

জীয় কি যুগতি যাকৈ সভ হাথ।
অংতর বাহরি জানহু সাথ॥
গুণ নিধান বেঅন্ত অপার।
নানক দাস সদা বলিহার॥

তাঁরই হাতে জীব জন্তু এ বিশ্বের প্রাণী,
দীনের দয়াল তিনি অনাথের স্বামী।
যাহারে রাখেন তিনি কে মারিতে পারে,
সেই মৃত, প্রভু হন বিস্মৃত যাহারে।
তাঁরে ছাড়ি বল কার লইবে শরণ?
সবার উপরে রাজা তিনি নিরঞ্জন।
তিনিই সকল জীবে করেন পালন,
অন্তরে বাহিরে সঙ্গে সদা তিনি রন।
গুণনিধি প্রভু মোর অনন্ত অপার,
বলিহারী রে নানক তুই দাস তাঁর॥

৩

পূরণ পূরি রহে দয়াল।
সভ উপরি হোবত কিরপাল॥
অপনে করতব জানৈ আপি।
অংতরযামী রহিয়ো বিয়াপি॥

প্রতিপালৈ জীয়ন বহু ভাতি।
যো যো রচিয়ো সু তিসহি ধিয়াতি ॥
যিস ভাবৈ তিস লয়ে মিলায়ে।
ভগতি করহি হরি কে গুণ গায়ে ॥
মন অন্তর বিশ্বাস করি মানিয়া।
করণ হার নানক ইক জানিয়া ॥

পূর্ণরূপে বিরাজিত সে প্রভু দয়াল,
সকলের প্রতি তিনি পরম কৃপাল।
আপনার কার্য্য তিনি জানেন আপনি,
অন্তর্য্যামী সে পুরুষ সর্ব্বব্যপ্ত তিনি।
নানারূপে জীবে তিনি করেন পালন,
তারই সৃষ্টি তরে তাঁর চিন্তা অনুক্ষণ।
যারে কৃপা হয় তাঁর তারে লন টান,
হরি ভক্তি লভি হরি ভজে দিবাযামী।
অন্তরে বিশ্বাস রাখি আজ্ঞা মানি তাঁর,
সে সাধক জানিবারে পারে সারাৎসার ॥

৪

জন লাগা হরি একৈ নাই।
তিনকি আশ ন বিরথি যাই ॥

সেবক কা সেবা বনিয়াই।
হুকম বুঝি পরম পদ পাই ॥
ইসতে উপ্‌র নহি বিচার।
যাকৈ মনি বসিয়া নিরংকার ॥
বংধন তোর, ভয়ে নিরবৈর।
অনদিন পূজহি গুরকৈ পৈর ॥
ইহলোকে সুখিয়ে পরলোক সুহেলে।
নানক হরি প্রভু আপহি মেলে ॥

হরিজন হরিনামে থাকেন মগন,
তাঁর আশা ব্যর্থ কভু না হয় কখন।
হরি সেবকের প্রীতি হরিরই সেবায়,
সে লভে পরম পদ হরির কৃপায়।
সে সেবক হতে উচ্চ কিছু নাহি আর,
শ্রীহরি করেন বাস হৃদয়ে যাহার।
বন্ধন কাটিয়া সেই হয় বৈরী-হীন,
গুরু পদ পূজা করে সুখে অনুদিন।
ইহলোকে সুখী, পরলোকে পায় পার,
শ্রীহরি কৃপায় মিলে সঙ্গেতে তাঁহার ॥

৫

সাধু সংগ মিল করহু আনন্দ।
গুণ গাবহু প্রভ পরমানন্দ ॥
রাম নাম তত করহু বিচার।
দুর্লভ দেহ কা করহু উধার ॥
অংমৃত বচন হরি কে গুণ গাউ।
প্রাণ তরণ কা ইহৈ সুয়াউ ॥
আঠ পহর প্রভ পেখহু নেরা।
মিটৈ অজ্ঞান বিনশৈ অন্ধেরা ॥
শুন উপদেশ হিরদৈ বসাবহু।
মন ইচ্ছে নানক ফল পাবহু ॥

সাধু সঙ্গে মিলে কর আনন্দ সম্ভোগ,
আনন্দে গাও সে নাম যাবে ভব রোগ।
রাম নাম তত্ত্ব সদা কররে বিচার,
দুর্লভ মানব দেহ হইবে উদ্ধার।
শ্রীহরি অমৃত কথা করো সদা গান,
এই মাত্র পন্থা পেতে জন্ম হতে ত্রাণ,
অষ্ট প্রহরেতে করো প্রভুরে দর্শন,
অজ্ঞানান্ধকার তব হইবে মোচন।

উপদেশ শুনি মর্ম্মে রাখ সযতনে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে এ নানক ভণে ॥

৬

হলত পলত দোয় লেহু সবার ।
রাম নাম অংতর উরধার ॥
পূরে গুরকি পূরি দিখিয়া ।
যিস মন বসৈ তিস সাচ পরিখিয়া ॥
মনি তনি নাম জপহু লিবলায় ।
তুখ দরদ মনতে ভয় যায় ॥
সচ বাপার করহু বাপারী ।
দরগহ নিবহৈ খেপ তুমারি ॥
একা ঠেক রখহু মন মাহি ।
নানক বহুর ন আবহু যাহি ॥

ইহলোক পরলোক লও এক করি,
সযতনে রামনাম রাখ প্রাণে ধরি ।
পূর্ণ গুরু দীক্ষাদান সদা পূর্ণ রয়,
গুরু আজ্ঞা পালি সত্যরূপ দৃষ্ট হয় ।
দেহ মন এক করি জপ হরি নাম,
দুঃখ কষ্ট ভয় ব্যথা হবে অবসান ।

হে ব্যাপারী, কর তুমি সত্যের ব্যাপার,
তব বস্তু উপনীত হবে হরিদ্বার।
এক সেই শ্রীগুরির লহরে শরণ,
আসা-যাওয়া রে নানক, হবে নিবারণ।

৭

তিসতে দূরে কহা কো যায়।
উবরে রাখন হার ধিয়ায়॥
নিরভউ জপৈ সগল ভউ মিটৈ।
প্রভ কিরপাতে প্রাণী ছুটৈ॥
যিস প্রভ রাখৈ তিস নাহি দুখ।
নাম জপত মন হোবত সুখ॥
চিংতা যায় মিটৈ অহংকার।
তিস জনকউ কোয় ন পহুচহার॥
সিরি উপরি ঠাঢা গুর সূরা।
নানক তাকৈ কারয পূরা॥

তাঁহাকে করিয়া দূর কে যাবে কোথায়?
সে রক্ষকে ধ্যান করি জীব রক্ষা পায়।
ভজিলে সে ভয়হারী ভয় হয় দূর,
মানুষ উদ্ধার পায় কৃপায় প্রভুর।

যারে রক্ষা করে প্রভু দুঃখ যায় তার,
জপি নাম জীব পায় আনন্দ অপার।
অহঙ্কার চিন্তা তার থাকেনা কখন,
সে ব্যক্তির সম হতে নারে কোনোজন।
শ্রীগুরু মস্তকে যার রহেন সতত,
নানক তাহার হয় সব কর্ম্ম গত॥

৮

মতি পূরি অংমৃত যাকি দৃষ্টি।
দরশন পেখত উধরত স্হষ্টি॥
চরণ কমল যাকৈ অনূপ।
সফল দরশন সুন্দর হরিরূপ॥
ধংন সেবা সেবক পরবান।
অংতরযামী পুরখ প্রধান॥
যিস মন বসৈ সু হোত নিহাল
তাকৈ নিকট ন আবত কাল॥
অমর ভয়ে অমর পদ পায়া।
সাধ সংগ নানক হরি ধিয়ায়া॥

অমৃত যাঁহার দৃষ্টি, জ্ঞান পূর্ণ যার,
তাঁহার দর্শনে হয় স্হষ্টির উদ্ধার।

উপমা বিহীন যাঁর চরণ কমল,
সে হরি দর্শনে হয় বাসনা সফল।
তাঁহার যে করে সেবা তাঁরে ধন্য মানি,
পরম পুরুষ শ্রেষ্ঠ প্রভু অন্তর্য্যামী।
তিনিই কৃতার্থ হরি হৃদয়ে যাঁহার,
কৃতান্ত না পারে কাছে আসিতে তাঁহার।
সে লভে অমর পদ হইয়া অমর,
সাধু সঙ্গে মিলে, নাম করে নিরন্তর।

সুখমনী

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জ্ঞান অংজন গুর দিয়া,
অগিয়ান অংধের বিনাশ।
হরি কিরপাতে সংত ভৈটিয়া,
নানক মন পরগাশ॥

জ্ঞান-অঞ্জন চোখে দিলে গুরু
দূরে অজ্ঞান আঁধার পালায়;
রে নানক হয় আলোক প্রকাশ
গুরু লভে যেই শ্রীহরি কৃপায়॥

১

সতং সংগ অংতর প্রভু ডিঠা।
নাম প্রভুকা লাগা মিঠা॥
সগল সমগ্রী একস ঘট মাহি।
অনিক রংগ নানা দৃষ্টাহি॥
নউ নিধি অংমৃত প্রভকা নাম।
দেহী মহি ইসকা বিশ্রাম॥

শুংন সমাধি অনিহত তহ নাদ।
কহন ন বই অচরজ বিসমাদ॥
তিন দেখিয়া যিস্ আপ দিখায়ে।
নানক তিস্ জন সোঝি পায়ে॥

সাধুসঙ্গ গুণে প্রাণে দেখা পায় তাঁর,
মিষ্ট হতে মিষ্ট নাম প্রভুর আমার।
সেই এক হয় সব বস্তুর নিলয়,
নানারূপে নিত্য যাহা বাহ্য দৃষ্ট হয়।
নবনিধি প্রভু নাম অমৃতের ধাম,
মানুষের বুকে বুকে তাঁহার বিশ্রাম।
নির্বিকল্প সমাধিতে অনাহত ধ্বনি,
সে আশ্চর্য্য বার্ত্তা নহে প্রকাশ্য কখনি।
প্রভুই দেখান যারে সেই জন দেখে,
নানক কহিছে সেই জ্ঞানী তিনলোকে॥

২

সো অংতর সো বাহর অনংত।
ঘট ঘট বিয়াপ রহিয়া ভগবংত॥
ধরণ মাহি আকাশ পয়াল।
সরব লোক পূরণ প্রতিপাল॥

বন তিন পরবত হৈ পারব্রহ্ম।
যৈসি আজ্ঞা তৈসা করম॥
পৌন পানী বৈসংতর মাহি।
চার কুংঠ দহদিশৈ সমাহি॥
তিসতে ভিংন নহি কো ঠাউ।
গুর প্রসাদ নানক সুখ পাউ॥

সে অনন্ত প্রভু সদা অন্তরে বাহিরে,
ঘটে ঘটে বিরাজিত অসংখ্য প্রকারে।
আকাশে পাতালে তিনি, তিনি পৃথ্বীলোক,
সর্ব্বলোক পূর্ণ করি বিরাজে পালক।
বনে, তৃণে পর্ব্বতেতে পরব্রহ্ম তিনি,
আদেশ করেন যাহা হতেছে তেমনি,
জল, বায়ু, অগ্নি মাঝে তাঁহারই প্রকাশ,
এ চারি ভুবনে সর্ব্বদিকে তাঁর বাস।
তাঁহা ছাড়া ঠাঁই নাই তিনি সর্ব্বস্থলে,
নানক আনন্দ ভুঞ্জ গুরু কৃপা বলে॥

৩

বেদ পুরাণ সিমৃতি মহি দেখ।
শশী অর সূর নক্ষত্র মহি এক॥

বাণী প্রভকী সভ কো বোলৈ।
আপ অতোল ন কবহু ডোলৈ॥
সরব কলা কর, খেলৈ খেল।
মোল ন পাইয়ৈ গুণহ অমোল॥
সরব জ্যোত মহি যাকি জ্যোত।
ধার রহিয়ো সুয়ামী ওত পোত॥
গুর প্রসাদ ভরম কা নাশ।
নানক তিন মহি ইহু বিশ্বাস॥

বেদ, স্মৃতি, পুরাণেতে তাঁরই রূপ হেরি,
সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রের জ্যোতি যে তাঁহারি।
সর্ব্বলোকে কহে সেই প্রভু দত্ত বাণী,
অতুল, কিছুতে কভু না টলেন তিনি।
সর্ব্ব সৃষ্টি করি তাঁর সেই এক খেলা,
গুণনিধি, মূল্য তাঁর নাহি যায় বলা।
সকল জ্যোতির মধ্যে জ্যোতি সে তাঁহার,
ওত প্রোত ভাবে ধৃত তাঁহাতে সংসার।
গুরুর প্রসাদে সর্ব্ব ভ্রম নাশ হয়,
নানকের চিত্ত ইহা বুঝেছে নিশ্চয়॥

৪

সংত জনাকা পেখন সভ ব্রহ্ম।
সংত জনাকৈ হিরদৈ সত ধর্ম্ম ॥
সংত জনা শুনহি শুভ বচন।
সরব বিয়াপী রাম সংগ রচন ॥
যিন যাতা তিস্‌কি এহ রহত।
সত বচন সাধু সভ কহত ॥
যো যো হোয় সোই সুখ মানৈ।
করণ করাবণহার প্রভু জানৈ ॥
অংতর বসৈ, বাহরভি ওহি।
নানক দরশন দেখ সভ মোহি ॥

সাধু করে সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের দর্শন,
সাধু চিত্ত ধর্ম্মময় রহে অনুক্ষণ।
শ্রবণ করেন সাধু মাত্র শুভবাণী,
রাম সঙ্গে করে বাস সাধু দিবাযামী।
যে জেনেছে রামে, তাঁর এই আচরণ,
তাঁহার বচন সত্য মঙ্গল ভাষণ।
যখনি যা হয় তাহা সুখকর তার,
কারণ জানেন তিনি প্রভুই আধার।

অন্তরে বাহিরে প্রভু বিরাজিত হন,
রে নানাক, যে দেখেছে মুগ্ধ সেই জন ॥

৫

আপ সত, কিয়া সভ সতি ।
তিস প্রভতে সগলি উৎপতি ॥
তিস ভাবৈ তা করৈ বিসথার ।
তিস ভাবৈ তা একংকার ॥
অনিক কলা লখি নহি যায় ।
যিস্ ভাবৈ তিস্ লয়ে মিলায়ে ॥
কবন নিকট কবন কহিয়ৈ দূর ।
আপে আপ আপি ভরপূর ॥
অন্তরগত যিস্ আপ জনায়ে ।
নানক তিস্ জন আপ বুঝায়ে ॥

সত্যের স্বরূপ তিনি সত্যকর্ম্ম তাঁর,
সকল বস্তুর সৃষ্টি ইচ্ছায় তাঁহার ।
তাঁহার ইচ্ছায় হয় বিশ্বের বিস্তার,
তাঁহারই ইচ্ছায় পুন হয় একাকার ।
তাঁহার অসংখ্য লীলা ধরা নাহি যায়,
তাঁর কৃপা প্রাপ্ত যেই তাঁহাতে মিলায় ।

কেবা দূরে কে নিকটে কি কহিব ভাই,
সর্ব্বস্থান পূর্ণ করি তিনি সর্ব্ব ঠাঁই।
আপনার ভাব তিনি জানান যাহারে,
রে নানক, সেই তাঁরে বুঝিবারে পারে॥

৬

সরব ভূত আপ বরতারা।
সরব নৈন আপ পেষণ হারা॥
লগল সামগ্রী যাকা তনা।
আপন যশ আপহি শুনা॥
আপন যান ইক খেল বনায়া।
আজ্ঞাকারী কিনী মায়া॥
সবকৈ মধ অলিপতো রহৈ।
যো কিছু কহিনা স্থ আপে কহৈ॥
আজ্ঞা আবৈ আজ্ঞা যায়।
নানক যা ভাবৈ তা লয়ে সমায়॥

সকল জীবের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান,
সকল জীবের তিনি নয়নাভিরাম।
তাঁহার শরীর সর্ব্ব সামগ্রীর খনি,
আপনার যশ তিনি শুনেন আপনি।

আসা যাওয়া খেলা এক সৃষ্টি হয় তাঁর,
মায়া তাঁর আজ্ঞাকারী ঘুরে অনিবার।
নির্লিপ্ত থাকিয়া প্রভু বিশ্ব মাঝে রয়,
যাহা বলিবার তাহা আপনি বলয়।
তাঁহারই আজ্ঞায় আসা-যাওয়া বারবার,
তাঁরই কৃপালব্ধ তাঁরে পায় পুনর্ব্বার॥

৭

ইসতে হোয় সু নাহি বুরা।
ওরে কহাহু কিনৈ কছু করা॥
আপ ভলা করতুতি অতিনীকী।
আপে জানৈ অপনে জীকী॥
আপ সাচ ধারী সভ সাচ।
ওত-পোত আপন সংগ রাচ॥
তাকি গতি মিত কহি ন যায়।
দুসর হোয় ত সোঝি পায়॥
তিসকা কিয়া সভ পরবান।
গুর প্রসাদ নানক এহু জান॥

যা করেন তিনি, হয় তাহাতে মঙ্গল,
তিনি ছাড়া বিশ্বে কেবা কর্ত্তা আর বল।

মঙ্গল বিধাতা তিনি মঙ্গল আলয়,
আপনার ইচ্ছা তিনি আপনি জানয়।
সত্যের স্বরূপ তিনি কার্য্য সত্য তাঁর,
ওতপ্রোত আপনাতে করেন বিহার।
তাঁর ভাব তাঁর কার্য্য কে বলিতে পারে,
তিনি ছাড়া কে দ্বিতীয় রয়েছে সংসারে ?
তাঁহার সকল কার্য্য সিদ্ধ প্রমাণিত,
গুরু কৃপা বলে তাহা নানক বিদিত ॥

৮

যো জানৈ তিস সদা সুখ হোয়।
আপ মিলায়ে লয়ে প্রভু সোয় ॥
ওহ ধনবংত কুলবংত পতিবংত।
জীবন মুকত যিস রিদৈ ভগবংত ॥
ধংন ধংন ধংন জন আয়া।
যিস প্রসাদী সভ জগত তরায়া ॥
জন আবন কা ইহৈ সুয়াউ।
জনকৈ সঙ্গ চিত আবৈ নাউ ॥
আপ মুকত মুকত করে সংসার।
নানক তিস জন কউ সদা নমস্কার ॥

সেই সুখী, যেই জন জেনেছে তাঁহারে,
প্রভু টানি লন তাঁরে আপন মাঝারে।
কুলবান, ধনবান আশ্রয়ী সে হয়,
মুক্ত সেই যাঁর হৃদে শ্রীহরি বসয়।
হরি ভক্ত আগমনে ধন্য এ সংসার,
তাঁহার প্রসাদে হয় এই ভবপার।
হরিজন আবির্ভাবে ইহাই কারণ,
হরিধন চিত্তে আনি দেয় হরিজন।
মুক্ত হরিজন করে মুক্ত এ সংসার,
রে নানক, হরিজনে সদা নমস্কার॥

সুখমনী

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

পূরা প্রভু আরাধিয়া, পূরা যাকা নাউ।
নানক পূরা পায়া, পূরে কে গুণ গাউ॥

পূর্ণ যাঁর মধুনাম, আরাধি সে প্রাণারাম,
যেই জন গুণ-গান করে,
পূর্ণ স্বরূপেরে পায়, পরিপূর্ণ হয়ে রয়,
কহিছে নানক দৃঢ় স্বরে॥

১

পূরে গুর কা শুন উপদেশ।
পারব্রহ্ম নিকট কর পেখ॥
শ্বাস শ্বাস সিমরহু গোবিংদ।
মন অংতরকি উতরৈ চিংত॥
আশ অনিত তিয়াগহু তরংগ।
সংত জনাকি ধূর মন মংগ॥
আপ ছোড় বেনতি করহু।
সাধ সংগি অগনি সাগর তরহু॥

হরিধন কে ভর লেহু ভংডার ।
নানক গুর পূরে নমস্‌কার ॥

শ্রবণ করহ পূর্ণ গুরু উপদেশ,
সম্মুখেতে পরব্রহ্ম দেখ অনিমেষ ।
শ্বাসে শ্বাসে শ্রীগোবিন্দ করহ স্মরণ,
সর্ব্ব চিন্তা দূর হবে পাবে কাম্যধন ।
অতিক্রম কর সর্ব্ব তরঙ্গ আশার,
সাধুজন পদধূলি মাগো অনিবার ।
অহঙ্কার ত্যাগ করি নম্রচিত্ত রও,
অগ্নির সমুদ্র সাধু সঙ্গে পার হও ।
হরিধন লয়ে পূর্ণ করহ ভাণ্ডার,
পূর্ণ গুরু পদে নানকের নমস্কার ॥

২

ক্ষেম কুশল সহজ আনংদ ।
সাধ সংগ ভজ পরমানংদ ॥
নরক নিবারি উধারহু জীউ ।
গুণ গোবিংদ অংম্রিত রস পিউ ॥
চিতি চিতবউ নারায়ণ এক ।
একরূপ যাকে রংগ অনেক ॥

গোপাল দামোদর দীন দয়াল।
দুখ ভংজন পূরণ কিরপাল ॥
সিমরি সিমর নাম বারংবার।
নানক জীয়কা ইহৈ অধার ॥

আনন্দ মঙ্গল শুভ লভয়ে সাধক,
সাধু সঙ্গে নিত্যানন্দ লাভ তব হোক।
নরক নিবারি কর জীবের উদ্ধার,
নামামৃত গোবিন্দের পিও অনিবার।
একমনে কর নারায়ণের চিন্তন,
একরূপে বহুলীলা করে যেই জন।
দীনবন্ধু গোপাল তিনিই দামোদর,
দুঃখহারা দয়াময় তিনি নিরন্তর।
হে মন শ্রীহরি নাম স্মর বারবার,
রে নানক, জীবনের তিনি সারাৎসার ॥

৩

উতম শলোক সাধকে বচন।
অমূলীক লাল এহ রতন ॥
শুনত কমাবত হোত উধার।
আপি তরৈ লোকহ নিসতার ॥

সফল জীবন সফল তাকা সংগ ।
যাক মন লাগা হরি রংগ ॥
জৈ জৈ শবদ অনাহদ বাজৈ ।
শুনি শুনি অনদ করে প্রভু গাজৈ ॥
প্রগট গুপাল মহাংত কৈ মাথৈ ।
নানক উধরৈ তিন কৈ সাথৈ ॥

সুউত্তম শ্লোক হয় সাধুর বচন,
সাধুর বচন ভাই অমূল্য রতন ।
সাধুর বচন শুনি কার্য্য যেই করে,
আপনি তরিয়া সেই সকলেরে তারে ।
জীবন সফল তার স্বপ্নও সফল,
হরির লীলায় মগ্ন যার অন্তঃস্থল ।
অনাহত ধ্বনি কর্ণে বাজে জয় জয়,
সুখে সেই শব্দ শুনে প্রভুরে দেখয় ।
গোপাল মস্তকে তার প্রকাশিত হন,
তাঁর সঙ্গে তরে জীব নানক ভাষণ ।

৪

শরণি যোগ শুনি শরণী আয়ে ।
করি কিরপা প্রভ আপি মিলায়ে ॥

মিট গয়ে বৈর, ভয়ে সভ রেণ।
অংমৃত নাম সাধ সংগ লৈন ॥
সুপ্রসংন ভয়ে গুরদেব।
পূরণ হোই সেবক কি সেব ॥
আল জংজাল বিকার তে রহতে।
রাম নাম শুনি রসনা কহতে ॥
কর প্রসাদ দয়া প্রভ ধারী।
নানক নিবহি ক্ষেপ হমারী ॥

তিনিই শরণ্য বলি যে লয় শরণ,
প্রভুর সহিত তার অবশ্য মিলন।
বৈরতা বিহীন হয়ে লভয়ে বিনয়,
সাধু পাশে মধু নাম গ্রহণ করয়।
শ্রীগুরু হইলে তুষ্ট সকলি মিলয়,
সেবকের সেবা পূর্ণ সর্ব্ব সিদ্ধি হয়।
মনের বিকার যায়, বিষয় জঞ্জাল,
রাম নাম রসনায় জপে সর্ব্বকাল।
দয়াধারী প্রভু মোর করুণাবতার,
যাত্রা সিদ্ধ রে নানক, চিন্তা কিবা আর ?

৫

প্রভকি উস্‌ততি করহু সংতমতী।
সাবধান একাগার চিতি ॥
সুখমনী সহজি গোবিংদ গুণ নাম।
যিস্ মন বসৈ সু হোত নিধান ॥
সরব ইচ্ছা ভাকি পূরণ হোয়।
প্রধান পুরষ পরগট সভ লোয় ॥
সভতে উচ পায়ে অস্থান।
বহুর ন হোবৈ আবন যান ॥
হরি ধন খাট চলৈ জন সোয়।
নানক যিসহি পরাপত হোয় ॥

হে সাধক, প্রভু স্তুতি কর অনিবার.
সাবধানে একচিত্তে গুণ গাহ তাঁর।
সুখমনী শ্রীগোবিন্দ সহজ সে নাম,
সে কৃতার্থ, যার মনে বশে অবিরাম।
সকল বাসনা তার পরিপূর্ণ হয়,
বিখ্যাত সে জন হয় সারা বিশ্বময়।
সকলের উচ্চস্থান লভে সেই জন,
আসা যাওয়া তার আর না হয় কখন।

আহরিয়া হরিধন সেই চলি যায়,
রে নানক ভাগ্যবান এ অবস্থা পায় ॥

৬

ক্ষেম শান্তি রিধি নব নিধি।
বুদ্ধি গিয়ান সরব তহ সিদ্ধি ॥
বিদিয়া তপ যোগ প্রভ ধিয়ান।
গিয়ান শ্রেষ্ঠ উতম ইসনান ॥
চার পদারথ কমল প্রগাশ।
সভকৈ মধ সগল তে উদাশ ॥
সুংদর চতুর ততকা বেতা।
সমদরশী এক দৃষ্টেতা ॥
এহ ফল তিস্ জনকৈ মুখভনে।
গুর নানক নাম বচন মন শুনে ॥

শান্তি ঋদ্ধি নবনিধি মঙ্গল তাঁহায়,
বুদ্ধি, জ্ঞান, সর্ব্বসিদ্ধি তাঁরই মহিমায়।
ব্রহ্মবিদ্যা, তপ, যোগ প্রভুর ধেয়ান,
ব্রহ্মজ্ঞান আদি আর শ্রেষ্ঠতম স্নান;
লাভ চতুর্বর্গ, হৃদি পদ্ম বিকশয়,
সকলের মাঝে থাকি লিপ্ত নাহি হয়;

সুন্দর চতুর তত্ত্ববেত্তা সেই জন,
সমদৃষ্টি হয় একে হেরে অনুক্ষণ :
সেই এসকল ফল লভে অনায়াসে,
কর্ণে শুনে নাম, আর মুখে নাম ভাষে॥

৭

এহু নিধান জপৈ মন কোয় ।
সভ যুগ মহি তাকি গত হোয় ॥
গুণ গোবিংদ নাম ধুন বাণী ।
সিমৃত শাস্ত্র বেদ বখানী ॥
সগল মতাংত কেবল হরিনাম ।
গোবিংদ ভগত কে মন বিশ্রাম ॥
কোটি অপরাধ সাধ সংগ মিটৈ ।
সংত কৃপাতে যমতে ছুটৈ ॥
যাকৈ মসতক করম প্রভ পায়ে ।
সাধ শরণ নানক তে আয়ে ॥

মনে মনে জপে যেই এই মধু নাম,
সর্ব্ব যুগে গতি তার হয় নিত্য ধাম ।
গোবিন্দের গুণ গান, নাম ধ্যান স্তুতি,
স্মৃতি, শাস্ত্র, বেদ ব্যাখ্যা করিতেছে নিতি ।

সকল শাস্ত্রের সার হরিনাম হয়,
গোবিন্দ ভজনে শান্তি ভক্তই লভয়।
সাধু সঙ্গে দূর হয় কোটী অপরাধ,
যম ভয় দূরে যায় পুরে মনোসাধ।
অদৃষ্টে যে জন এই সৌভাগ্য লভয়,
রে নানক, সেই লভে সাধুর আশ্রয়॥

৮

যিস্ মন বসৈ শুনৈ লায় প্রীত।
তিস জন আবৈ হরি প্রভু চিত॥
জনম মরণ তাকা দুঃখ নিবারৈ।
দুর্লভ দেহ তৎকালে উধারৈ॥
নিরমল শোভা অংমৃত তাকি বাণী।
এক নাম মন মাহি সমানী॥
দুখ রোগ বিনশৈ ভৈ ভরম।
সাধ নাম নিরমল তাকৈ করম॥
সভতে উচ তাকি শোভা বনী।
নানক এহুগুণ নাম সুখমনী॥

হরি নাম হৃদে যার, সদা নাম শুনে,
শ্রীহরির আবির্ভাব হয় তার মনে।

জন্ম মরণের দুঃখ থাকেনা তাহার,
দুর্লভ মানব দেহ লভয়ে উদ্ধার।
নির্ম্মল তাহার শোভা অমৃত বচন,
যার হৃদে সে একের হয়েছে স্ফূরণ।
দূর হয় দুঃখ, রোগ, ভয়, ভ্রম আর,
নির্ম্মল তাহার কার্য্য সাধু নাম তাঁর।
তাঁর শোভা বিশ্বে পায় সর্ব্ব উচ্চ স্থান।
রে নানক সুখদায়ী এমনী সে নাম ॥

সুখমনী

শুদ্ধিপত্র



পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	১৫	স্থান	স্নান
৩৯	১৬	লাজে	গাজে
৫৩	১১	মিথ্য	মিথ্যা
৫৭	৩	প্রভুইকে জানয়ে সে,	প্রভুকে জানয়ে যেই
৬১	১০	তাঁহার	তাঁর
৬৫	১০	সম্পূবণ	সম্পূরণ
৬৬	৭	যহ	যিহ
৮০	১৮	যেসে	যৈসে
৮২	৪	ত্রহমজ্ঞানী	ব্রহমজ্ঞানী
৯৪	৪	মানক	নানক
৯৪	১৮	সধু	সাধু
৯৬	৯	প্রতু	প্রভু

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৯	১৩	বই	কই
১০১	৯	পরব্রব্য	পরদ্রব্য
১০১	১৩	যিষয়ে	বিষয়ে
১০২	৫	ধাবৈ	ধারৈ
১০২	১৮	সিম্বৃত	সিমৃতি
১০৪	৭	ধনবত	ধনবংত
১০৪	৯	ষহ	যহ
১০৪	৯	রাথৈ	রাখৈ
১২০	১২	পয়কালে	পরকালে
১৩৬	১	থর্ম্ম	ধর্ম্ম
১৩৯	১১	ক	কি
১৪১	৬	থমা	মথা
১৪১	১১	লইবার	লইবারে
১৪৪	১২	মুষম্	সুষ্ম
১৪৪	১৮	সর্ব্ব কর্ম্ম	সর্ব্ব শুভ কর্ম্ম
১৪৪	১৮	'আঝে' হইবেনা	
১৫৬	১৮	নিরবধিধে	নিরবধি
১৬৫	৩	বার	যার

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯৭	৯	গউ	গাউ
২০০	১৬	বিরলা	বিরলী
২০২	১	হোয়ে	হোয়ো
২০৫	৫	পউ	চাউ
২০৫	১৫	ঈশেকাঙ্ক্ষা	ঈশাকাঙ্ক্ষা
২০৮	৬	যাঁদেই	যাঁদের
২২২	১০	সর্ব্ববাপ্ত	সর্ব্বব্যাপ্ত
২২৭	৪	ব্যক্তির	ব্যক্তির
২৩৩	২	সত	সভ
২৩৪	২	নানাক	নানক

মন্দির

ধর্ম্ম মূলক মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক :—স্বামী কিরণচাঁদ দরবেশ

১৩৫২ সালের শ্রাবণ হইতে

পঞ্চম বর্ষ আরম্ভ।

বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা প্রতি সংখ্যা ।/০ আনা

মূল্য ১॥০ টাকা।